শব ও স্বপ্ন

নাটক

মন্মথকুমার চৌধুরী

প্রকাশক :
মডার্ণ বুক ডিপো,
শ্রীহট্ট।

শব ও স্বপ্ন

রচনাকাল:

আশ্বিন—কার্ত্তিক,

১৩৫২ বাংলা।

প্রথম মুদ্রণ

পৌষ, ১৩৫২ বাংলা।

জানুয়ারী, ১৯৪৬ ইংরেজী।

"মডার্ণ বুক ডিপো"র পক্ষে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার শ্যাম
কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীহট্ট, দীননাথ প্রেস হইতে
শ্রীগজেন্দ্র কুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নাটকের মুখবন্ধের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যাঁদের সহযোগিতা এ নাটক প্রকাশের পক্ষে অপরিহার্য ছিল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন লেখকের একটা নৈতিক কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার শ্যাম এ নাটকের প্রকাশ-ভার তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ না করলে এত শীগ্‌গীর 'শব ও স্বপ্ন' পাণ্ডুলিপির বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারত না।

শ্রীযুক্ত রম্যাংশুশেখর দাশ এই বই প্রকাশে নানা ভাবে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্রের সাহচর্য্য দীর্ঘদিন লাভ করার সুযোগ আমার ঘটেছিল। নাটকের শিল্পরূপের আলোচনায় তাঁর সঙ্গে আমি বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেচি। য়ুরোপীয় নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান, নব-নাট্য-শিল্প সম্পর্কে আমার মনে কত নতুন সংকেত বহন করে এনেচে। তাঁর রসবিচারে উত্তীর্ণ হতে পারেনি বলে, কত নাটিকার পাণ্ডুলিপি আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েচি। আমার রচনা সম্পর্কে তাঁর মনে যে উজ্জ্বল ছক আঁকা আছে, 'শব ও স্বপ্ন' যদি তা আংশিক ভাবেও পূর্ণ করতে পারে, আমি সুখী হব।

'জনশক্তি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তীর কাছে আমার নাট্য-রচনার প্রথম পাঠ। আমার দ্বিতীয় নাটক প্রকাশের মুহূর্ত্তে আমি সম্ভ্রমভরে তাঁর ঋণ স্বীকার করছি।

আমার রচনার প্রতি কবি শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক এবং 'অম্বরালে'র খ্যাতিমান নাট্যকার শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের অনুরাগ এবং আগ্রহের কথা নাটক প্রকাশের মুহূর্ত্তে আমি বিশেষ ভাবে স্মরণ করি।

কবি শ্রীযুক্ত প্রজেশকুমার রায় নাটকের আগাগোড়া প্রুফ্ সংশোধনের ভার গ্রহণ করে আমাকে ঋণী করেছেন।

শ্রীযুক্ত রাধেশ দাশের সহযোগিতার কথাও আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

আমার লেখক-জীবনে সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত অমিয়াংশু এন্দ এবং 'শিখা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাধন সেনগুপ্তের কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি। অবশ্য শুধু কৃতজ্ঞতা স্বীকার দ্বারা তাঁদের ঋণ পরিশোধ্য নয়।

'হে বীর পূর্ণ কর' কে যাঁরা সর্ব্বপ্রথম সাধারণ নাট-মঞ্চে পাদ-প্রদীপের আলোতে উপস্থিত করেছিলেন, এই সুযোগে 'কলিকাতা রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র সেই সব বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই।

সুরমা উপত্যকার সব সংবাদপত্রই—যথা 'জনশক্তি' 'অগ্রগতি' 'শিখা' 'যুগের আলো'

'সুরমা উপত্যকা' যুগভেরী' 'যুগশক্তি' 'সুরমা' 'অভিযান' 'সিলেট ক্রণিকল্' আমার নাটকের বহুল প্রচারে সহযোগিতা করেছেন—এই সুযোগে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

'শব ও স্বপ্নে'র পাণ্ডুলিপি যাঁরা প্রস্তুত করে দিয়েছেন, নাম অনুল্লিখিত থাকলেও, তাদের সকলের কাছেই আমি সমভাবে ঋণী।

সব শেষে বিনীত ভাবে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। নাটকের শিল্পরূপ—উপন্যাস বা ছোটগল্প থেকে শুধু স্বতন্ত্রই নয়—একটু অভিনবও বটে। লেখকের ব্যক্তিগত ভাবাবেগ, দর্শন, মতবাদ—নাটকের অঙ্গহানি না করে নাটকে প্রকাশ করবার সুযোগ নেই। নাট্যকার বিধাতার মতেই নিরপেক্ষ এবং অদৃশ্য। সুতরাং নাটকের পাত্রপাত্রীর দর্শন, মতবাদ এবং জীবনানুভূতিকে নাট্যকারের নিজস্ব অভিমত বলে সমালোচনার বিষয়ীভূত করলে নাট্যকারের প্রতি শুধু অবিচারই করা হয় না, নাট্যবোধ এবং নাট্য-শিল্পেরও ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। সর্বসংস্কারমুক্ত রসরসিকের অনন্য-দুর্লভ নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গীই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আদর্শ। সাহিত্যিক কোন বিশেষ দল, মতবাদ বা জীবন-দর্শনের প্রতিভূ নন—প্রচারকত নননই। সমগ্রভাবে অখণ্ড জীবন পূজাই সাহিত্য-শিল্পীর চরম রস-সাধনা।

শ্রীহট্ট, তেলিহাওর
১লা পৌষ, ১৩৫২ বাংলা।

শব ও স্বপ্ন

গীতিরচনা ঃ

মৃণালকান্তি দাশ।

*

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

*

স্কেচ্ এঁকেছেন ঃ

লিলি দত্ত।

*

বহিরাবরণ মুদ্রণ করেছেন ঃ

ইণ্ডিয়ান ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং, কলিকাতা।

*

বই বাঁধিয়েছেন ঃ

টাওয়ার বুক ক্লাব

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুশীতল দত্ত

করকমলেষু

শব ও স্বপ্ন

Rabindra Nath Basu.

"আমি পৃথিবীর কবি,
যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে
সাড়া তার জাগিবে তখনি।
... ...
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা,
তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন খ্যাতি,
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার॥"

চরিত্র

কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী	ছন্নছাড়া স্বামী। (পরে বিস্তীর্ণ জমিদারির মালীক)
চিন্তাহরণ	ঐ সহচর।
হিমাদ্রি	ঐ দত্তক পুত্র।
কুণাল মিত্র	ভূপর্য্যটক বলিয়া পরিচিত।
ইন্দ্রজিৎ সেন	অরুন্ধতীর জেল-ফেরৎ স্বামী।
মুকুন্দলাল জানা	অসহযোগী, ত্যাগব্রতী বিশিষ্ট নীরব কর্ম্মী।
সূর্য্যশঙ্কর উপাধ্যায়	অগ্নি-যুগের বিশিষ্ট নেতা।
শুকলাল	হিমাদ্রির অনুচর।
নয়নতারা	কৃষ্ণগোবিন্দের স্ত্রী।
অরুন্ধতী	ঐ বড়ো মেয়ে।
রম্ভা	ঐ ছোট মেয়ে।
উজ্জ্বলা	মুকুন্দলালের একমাত্র মেয়ে।

গ্রামবাসীগণ ও জনতা।

Vaba Sundari Sarac.

প্রথম অঙ্ক

শহরের একটী মধ্য-বিত্ত পরিবারের শ্রীভ্রষ্ট বাড়ী। গৃহস্বামী কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী সংসার-ধর্ম্মে উদাসীন, তাঁহার গোটা জীবনটাই অকর্ম্মণ্যতা এবং অপচয়ের কাহিনী। পৈতৃক বিত্ত বর্ত্তমানে প্রায় নিঃশেষিত। টানাটানি করিয়া সংসার চলে। দুই মেয়ে—একটী বিবাহিতা কিন্তু স্বামী রাজবন্দী। তাই কৃষ্ণ-গোবিন্দকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। স্ত্রী নয়নতারা অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং কুশলতার গুণেই সৃষ্টিছাড়া কৃষ্ণগোবিন্দের সংসারটা পুরাপুরি স্রোতের টানে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কৃষ্ণগোবিন্দ জুয়া, লটারী, আর ঘোড়দৌড় নিয়াই মশগুল, পরিবারের রশ্মি শক্ত হাতে ধরিয়া রাখিয়াছেন সুখে, দুঃখে, ঝড়, ঝাপটায় অবিচলিত নয়নতারা। রাত্রি ৮ টার কিছু বেশী, যবনিকা উঠিলে দেখা গেলো কক্ষটি গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—কৃষ্ণগোবিন্দের শয়ন-কক্ষ। আসবাব পত্র বিরল—ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য এবং শ্রী হীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। এক দিকে খাট—অপর পার্শ্বে কয়েকটি তোরঙ্গ। দেয়ালে

পৈতৃক আমলের বংশ-প্রধানদের তৈলচিত্র। দরজার উপরে কাঠের ফ্রেমে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি। কৃষ্ণগোবিন্দ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না—পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়াও এ বিষয়ে তাঁর চিত্ত-দৌর্ব্বল্য নাই। তবু স্ত্রীর ধর্ম্মচর্চ্চায় তিনি কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন নাই।

……হঠাৎ টর্চের আলো আসিয়া পড়িল। মনে হইল একজন লোক সন্তর্পণে কোঠায় ঢুকিতে চায়। দূরে—হয়ত রান্না ঘরে আলাপের আভাস শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এদিকটা নীরব। কে জানে--লোকটির উদ্দেশ্য কী? কক্ষটি শূন্য বুঝিতে পারিয়া লোকটি পা টিপিয়া ঢুকিল। টর্চের আলো দিয়া বিছানার নীচে কী খুঁজিতে লাগিল। এমন সময় পাশের দরজা দিয়া ঢুকিলেন নয়নতারা। একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়া বিস্মিত হইলেও তিনি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। দৃঢ় সংযমে সুইচে হাত দিলেন। আগন্তুকের হাত এক ঝলকে অপ্রত্যাশিত আলোর আঘাতে ট্রাঙ্কের সামনে কাঁপিয়া উঠিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (বহু চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া) চাবি, চাবি কোথায় তোরঙ্গের?

নয়নতারা। (অচঞ্চল স্বরে) চাবি? চাবি কোথায় তোরঙ্গের?

কৃষ্ণগোবিন্দ। সময় মত একটা জিনিষ কি হাতের কাছে পাবার জো আছে? তোরঙ্গে আমার সব দরকারী কাগজ পত্তর…

নয়নতারা। দরকারী কাগজ পত্তর ·····(বিদ্রূপ তিক্ত স্বরে) ঘোড়-দৌড়ের টিকিট, লটারীর 'লাকি' নাম্বার, মাসে হাজার টাকা উপার্জ্জনের সহজ ভেল্কী—এর চেয়েও দরকারী কিছু আছে নাকি? কই আমায় জানাওনি ত?

কৃষ্ণগোবিন্দ। জানলেও তুমি মানতে চাইবে না। আমার সব চেষ্টাকে চিরদিনই তুমি সন্দেহের চোখে দেখে আসছ—খাটো করবার প্রয়াস পেয়েছ। সংসারকে আবার নীচু থেকে উপরে টেনে তুলতে চাই আমি। কিন্তু আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না। আমার কিছুতেই তোমার সহানুভূতি নেই।

নয়নতারা। (কঠিন স্বরে) না, নেই।

কৃষ্ণগোবিন্দ। তুমি আমার স্ত্রী সহধর্ম্মিনী।

নয়নতারা। যার কোন ধর্ম্ম নেই, তার সঙ্গে ধর্ম্ম আচরণ শুধু বিড়ম্বনা মাত্র।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (শুষ্ক হাসিতে) মাটীর প্রাণহীন পুতুল আর আকাশের কল্পিত ভগবানে আমার বিশ্বাস নেই। আমার ধর্ম্ম নেই, ধ্যান নেই, আমি নিয়ম-নিষ্ঠা হীন অনাচারী ম্লেচ্ছ। কিন্তু আমি ধন চাই—সংসার, সমাজ, সমৃদ্ধি—সব আমার চাই। তাই ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়েও ভগবানের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাইনি। জাহান্নামে যাক্ তোমার লক্ষ্মীনারায়ণ।

নয়নতারা। বড়াই করাকে যারা বীরত্ব বলে ভাবে, ভগবানকে তারা মর্জ্জি মাফিক মত স্বর্গে নরকে, পাতালে, প্রান্তরে—

যেখানে খুশি পাঠাতে পারে। কিন্তু যা খুঁজতে এসেছিলে —থামলে কেন? আলোটা নিবিয়ে দেবো কি? অন্ধকারে খোঁজার পক্ষে টর্চইত ভালো।

কৃষ্ণগোবিন্দ। আমার অবস্থা নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছ?

নয়নতারা। কে? আমি, না তুমি?

কৃষ্ণগোবিন্দ। চাবিটা দাও। না হয় তোরঙটা তুমিই খোল। কাগজ পত্তর নিয়ে আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে, সবাই হাঁ করে আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

নয়নতারা নীরবে কাষ্ঠ পুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার অচঞ্চল দৃষ্টি লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তির দিকে নিবদ্ধ।

চুপ করে রইলে যে! সত্যি, আমায় এ ভাবে কয়েদ করে লাভ আছে কিছু?

নয়নতারা জবাব দিলেন না, কৃষ্ণগোবিন্দ কোমল হইলেন।

সত্যি, তুমি কী নয়নতারা?

নয়নতারা। (প্রাণহীন গলায়) আমি কি, এ জীবনেও তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমাকে তুমি বুঝতে চাও না, সংসারকে তুমি পেতে চাও না, তুমি মত্ত……

কৃষ্ণগোবিন্দ। আমি মত্ত, মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ। অপবাদের সবগুলো বিশেষণের তালিকা জড়ো করে যা হয় —আমি তাই।

নয়নতারা। (পূর্ব্বের রেশ টানিয়া) তুমি মত্ত আপন খেয়াল নিয়ে…

আপন খুশির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েই তুমি নিশ্চিন্ত।

কৃষ্ণগোবিন্দ। আজকের মত নিশ্চিন্তে আর দু'দণ্ডও তোমার অভিযোগ শুনবার সময় আমার নেই নয়ন। চাবিটা আমার এক্ষণি চাই।

নয়নতারা। আমার অনুমতির অপেক্ষা ত তোমার নেই। যেমন ভাবে নিতে এসেছিলে, তেমনি করে খুলে নিলেই পার।

কৃষ্ণগোবিন্দ। তার মানে, তুমি কি বলতে চাও......

নয়নতারা। কোন দিনই আমি কিছু বলতে চাই না। বলবার অধিকার কোন দিনই তুমি আমায় দাওনি। আমি শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছি আর তোমার সব কাজ অকাজের নীরব সাথী হয়ে আছি আমি।

কৃষ্ণগোবিন্দ কথা কাটাকাটির সময় এটা নয়।

নয়নতারার কাছে গিয়া

তুমি না দাও, আমি নিজের হাতেই খুলে নিচ্ছি।

নয়নতারা আঁচলে বাঁধা চাবিগুচ্ছ শক্ত মুঠোয় চাপিয়া ধরিলেন।

নয়নতারা। না, আমার গা থেকে জোর করে কোন কিছু কেড়ে নেবার অধিকার তোমার নেই। (গভীর দুঃখে) চাবি তো সব সময়েই তোমার হাতে। শুধু তালাবন্ধ বাক্সটার ভার বইছি আমি, আর ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ তুমি। কিন্তু আর নয়, এ তামাসা আর নয়।

কৃষ্ণগোবিন্দ ক্রমশঃ রুক্ষ ও রুদ্র হইয়া উঠিলেন

কৃষ্ণগোবিন্দ। এ বাড়ী আমার.........

বাধা দিলেন নয়নতারা

নয়নতারা। নিজের অন্ধকার ঘরে টর্চের আলো জ্বালিয়ে চুপি চুপি ঢোকার পরেও কে বলবে এ বাড়ী তোমার নয়?

কৃষ্ণগোবিন্দ। আমি তামাশাই করি আর তল্লাসই করি, সে জবাবদিহি তোমার কাছে নয়।

নয়নতারা। (মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে) আমার কাছে নয়, কারো কাছে নয়। শুধু তোমার বিবেকের কাছে একবার জিজ্ঞাসা করো। দিন দিনই নিজের কাছে তুমি কত ছোট হয়ে যাচ্ছ।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (হিংস্র উল্লাসে) তার জন্য দায়ী তোমরা, তুমি। বনেদী ঘরের বড় বংশের রূপবতী, গুণবতী, কুলীনা মেয়ে। (বেদনা-বিকৃত উচ্ছ্বাসের সুরে) আমি চেয়েছিলাম হৃদয় নিয়ে বাঁচতে আর তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে পূজো পার্ব্বণকে আশ্রয় করে। তাই তোমার আমার মাঝে ব্যবধান আর ঘুচল না। যাক সেসব কথা। পুরণো দিনের কথা আমি ভাবতে চাই না, (মৃদু উচ্ছ্বাসে) সামনে আমার সীমাহীন মরুভূমি, অনন্ত মুক্তি···(দৃঢ় চেতনায়) দাও, চাবিটা দাও।

নয়নতারার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, তিনি চাবির গুচ্ছ ছুড়িয়া ফেলিলেন

নয়নতারা। তুমি শুধু নির্দ্দয় নও, তুমি নিষ্ঠুর।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (অনেকটা নম্র গলায়—তোরঙ খুলিতে খুলিতে) পশু—নয়নতারা। তোমার স্বামী একটা নরপশু। (হঠাৎ

বিক্ষোভ-মিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে) তোমার কপালে লাল সূর্য্যের মত অত বড় সিঁদুরের ফোটাও সে লজ্জাকে ঢেকে দিতে পারেনি।

নয়নতারা স্বামীর এই নির্ম্মমতার বরফের মত ঠাণ্ডা অনুভূতিতে যেন কাঠ হইয়া গেলেন। মনে হইল কৃষ্ণগোবিন্দ মাত্রা ছাড়াইয়াছেন। আজ তিনি শুধু নির্ম্মম নন—হিংস্র। কৃষ্ণগোবিন্দ বাক্স হাতড়াইয়া কাগজপত্র বা প্রয়োজনীয় কিছুই পাইলেন না।

নয়নতারা। (শান্ত অথচ নিপীড়িত কণ্ঠে) কাগজ পত্তর ও বাক্সে নেই—কারণ ওখানে তুমি কাগজ পত্র কোন দিনই রাখ না। (একটু থামিয়া) আর বাকী যে কয়েক খানা গয়না আছে তা আমি ওখানে রাখিনি।

কৃষ্ণগোবিন্দ আপনার অজ্ঞাতসারে চমকিয়া উঠিলেন, তাহার আত্মাভিমান সূক্ষ্ম ঘা খাইয়া প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ। এখান থেকে গয়না চুপি চুপি যদি সরিয়ে থাক তবে চাবি বাড়িয়ে দিয়ে সঙ দেখা হচ্ছিল বুঝি?

নয়নতারা। (অবিচলিত সুরে) চুপি চুপি আমি সরাইনি। বাকী গয়না কখানা আমার বাবার দেয়া (একটু পরে) ভাত কাপড়ের প্রয়োজনে তাঁর আশীর্ব্বাদ আমি বাজারে বেচতে দোব না।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (ঈষৎ ব্যঙ্গভরে) আমাদের মধ্যে বোঝা পড়ার এখনও অনেক বাকী আছে দেখছি। তোমার বাবা শুধু অগ্নি-

সাক্ষী করেই তোমাকেই আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন, না নয়নতারা? তোমার অলঙ্কারে আমার অধিকার নেই। (উচ্ছৃঙ্খল হাসি) চমৎকার। কিন্তু মনে পড়ে আমার মায়ের অলঙ্কার কতদিন এ পরিবারকে উপোসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে?

নয়নতারা। তুমি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করেছ।

কৃষ্ণগোবিন্দ। Woman, thy name is ingratitude (হঠাৎ কঠিন স্বরে) হাঁ স্বামীর কর্ত্তব্যই আমি পালন করব—দাও, ঘরের সব ক'খানা গয়না আমার হাতে তুলে দাও।

নয়নতারা। তোমার গয়না আগেই তুমি চেয়ে নিয়েছ।

কৃষ্ণগোবিন্দ কিন্তু আজ কেড়ে নেব। আমার, তোমার, যারই হোক, চুলচেরা বিচার আমি জানি না। পাপ পুণ্য বুঝিনা। আমার চাই—তোমার আছে—আমাকে তাই তোমার দিতে হবে।

নয়নতারা নিষ্পলকনেত্রে লক্ষ্মীনারায়ণের দিকে তাকাইয়া আছেন।

ওসব পূজো আর্চা, লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর ভেল্কীতে আমি আর ভুলব না। আজ টাকা আমার চাই-ই। গয়না দাও, আমি বলছি, গয়না দাও।

নয়নতারা। আমাদের শেষ সম্বল এই গয়না ক'খানা আমিত সঙ্গে নিয়ে যাব না, তোমার মেয়েদের ভবিষ্যৎ.........

কৃষ্ণগোবিন্দ। (তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন) আমার পিণ্ডিদানের পর তোমার মেয়েদের ভবিষ্যত যেমন খুশি গড়ে তোল,

শুধু আজকের মত গয়না গুলো আমায় দাও। পথে বেরুলে কাবুলিওয়ালা, বাজারে পাওনাদার, বাড়ীতে সতী সাধ্বী স্ত্রী···(নিজের চুল পীড়ন করিয়া) এমন করে মানুষ বাঁচতে পারে না—মানুষ বাঁচতে পারে না ......

নয়নতারা। (অকস্মাৎ স্বামীর পদপ্রান্তে নত হইয়া) আমাকে তুমি ক্ষমা করো—আমি তোমার দুঃখের অংশ ভাগী হতে চাই।

স্ত্রীর মিনতিতে কর্ণপাত না করিয়া বিচলিত চঞ্চল, উত্তেজিত কৃষ্ণগোবিন্দ সজোরে জুতা দ্বারা নয়নতারার কপালে আঘাত করিয়া স্ত্রীকে সরাইয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন। নয়নতারার কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ টাকার চিন্তায় সংবিৎ হারাইয়া ঘরের জিনিষ পত্র চারিদিকে ছুড়িয়া ফেলিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ সব আমি ভেঙে চুরমার করে, লণ্ডভণ্ড করে ছড়িয়ে যাব! দেখি তোমার ভাগ্যাগ লক্ষ্মীনরায়ণ কী মন্ত্র দিয়ে তোমায় রক্ষে করে। আমি ডুবেছি, কিন্তু একা নয়—সবাইকে সঙ্গে নিয়েই ডুবব। সকলের সুখ, শান্তি আমি দস্যুর মত কেড়ে নেব। (উচ্ছৃঙ্খল হাসি)।

কৃষ্ণগোবিন্দ লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি কাড়িয়া আনিতে গেলেন। নয়নতারা তড়িৎ বেগে সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নয়নতারা এই নাও, গয়না নাও। আমার কাছে অবশিষ্ট যে ক'খানা ছিল—সব তোমার হাতে রাখলাম।

কৃষ্ণগোবিন্দ বিমূঢ় হইয়া গেলেন। নয়নতারা স্বামীর হাতে গয়না গুজিয়া দিলেন। মনে হইল মমতায় কৃষ্ণগোবিন্দ কোমল হইয়া আসিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ। মেয়েদের মন—"দেবা ন জানন্তি"! কিন্তু তোমার কপালে রক্ত ঝরছে? বড্ড লেগেছে বুঝি?

কাপড়ের খুট দিয়া মুছাইয়া দিলেন

একটু টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিও।

গয়না সহ প্রস্থান। একটু পরেই কৃষ্ণগোবিন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু চিন্তাহরণের প্রবেশ। বয়স চল্লিশের বেশি। চোখে মুখে ধূর্ত্তবুদ্ধির ছাপ. নয়নতারা কে বৌঠান বলিয়া ডাকেন, এ বাড়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

চিন্তাহরণ। (নস্য গুজিয়া) ব্যাপার কি বৌঠান। সারা ঘর জুড়ে জিনিষে পত্তর সব এলোপাতাড়ি ছড়ানো…

নয়নতারা। ব্যাপারত আজ নতুন নয় ঠাকুরপো।

চিন্তাহরণ। (নস্য গুজিয়া) হাঁা, আমার চোখে একটু নতুনই ঠেকেছে বৈ কি। ব্যোম ভোলানাথের অনেক রূপই দেখেছি। কিন্তু দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করাটা একেবারেই আশা করিনি

চিন্তাহরণ খাটের উপর বসিলেন

নয়নতারা। কিন্তু এ নিয়ে কারো কাছে নালিশ জানানো চলে না। জলে কোপ মারলে নিজের পায়ের উপর পড়ে, জান তো?

চিন্তাহরণ। বুঝলাম সবই……(নয়নতারার কপালের রক্তের দাগ

চোখে পড়িল) গোবিন্দ এখন থেকে তোমার উপর হাত তুলতে শুরু করেছে বুঝি ?

নয়নতারা। (শান্ত ও সূক্ষ্ম হাসির আভাস টানিয়া) অমন কথা মুখে আনতে নেই ঠাকুরপো। তার পতন যে আমারই লজ্জা, আমারই পরাজয়। তবু আমি রোজই লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে প্রণাম করিতে গিয়ে তাঁর সুমতি কামনা করি।

চিন্তাহরণ। দেখ বৌঠান, মদ গাঁজার নেশা এক আধটু আমরাও অভ্যেস করে থাকি। আর জুয়াজারি করে যা-ই রোজ-গার করিনা কেন এই বন্দার হাত কখনও মেয়েদের উপর ওঠেনি।

নয়নতারা। নেশা করলে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তবু আমার মন বলে আমাদের ভরা নৌকো ডুবতে ডুবতে ও আবার ভেসে উঠবে।

চিন্তাহরণ। (কুটীল হাসিতে) তোমাদের অমন লক্ষ্মীবাঁধা সংসার— একটুখানি হেলবারইত কথা ছিল না। (কৃত্রিম দীর্ঘ-শ্বাসে) নায়েব নাজির কিরীটভূষণ চৌধুরীর দাপটে এ তল্লাটের দশখানা গ্রামের লোকের মাথা হেঁট হয়ে থাকত, তাঁর নাতি কি না……কিন্তু স্বামী নিন্দা করলে তুমি আবার ভীষণ চটে যাও, না বৌঠান ?

নয়নতারা। তুমি বৌঠানকে খাতির করে চুপ করে গেলেও লোকের মুখেত সত্যি মিথ্যার খৈ ফুটতে থাকে।

চিন্তাহরণ। থাকে বৈ কি, বৌঠান, খৈ ফুটে বৈ কি। কৃষ্ণগোবিন্দের কী ছিল না ! পৈতৃক বিত্ত, অমন সতী সাধ্বী স্ত্রী, ময়মুর-

ব্বির জোর—তাব উপর নিজে সে আইন-পাশ করা উকিল. অমন ছেলে যদি 'বার মুখো' হয়ে দুদিনেই সোনার সংসারে আগুন লাগিয়ে দেয়—দেশের লোক ধন্য ধন্য করবে মনে কর?

নয়নতারা। সবই আমার কপাল ঠাকুরপো, দোষ আমি কাউকে দিইনে।

চিন্তাহরণ। কপালের ভরসায় বসে থাকলে চলবে না। তোমাকে শক্ত হতে হবে, শাসন করতে হবে। কপাল একবার ভাঙে আবার জোড়া লাগে—এই সংসারের নিয়ম।

নয়নতারা। আমি অকূল সমুদ্রে কুল খুঁজে পাচ্ছি না।

চিন্তাহরণ। পাবে বৌঠান, তোমার লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপায় সব তুমি ফিবে পাবে। শুধু সাহসে ভর করে পাল তুলে তরী ভাসিয়ে দাও—তোমার মহাসমুদ্রে আবার আশ্রয়ের দ্বীপ ভেসে উঠবে। (সুর নামাইয়া) অরুর স্বামীর কোন চিঠি পত্র পাও?

নয়নতারা। জেলের কড়াকড়ি আইন। ঘন ঘন চিঠি লিখবার ত সুবিধে নেই।

চিন্তাহরণ। তোমাদেরও যেন দুর্ম্মতি, মেয়ে বর পছন্দ করলে আর অমনি তোমরা লাগাম ছেড়ে দিলে? কিন্তু এর পরিণাম-ফলটা ভোগ করতে হচ্ছে কা'কে?

নয়নতারা। বিপদ কালে বিপরীত বুদ্ধি। একটা কথা আছে না?

চিন্তাহরণ। আমি কিন্তু এই বিপদের আড়ালেই দেখছি তোমাদের নতুন সম্পদ, নতুন ভবিষ্যত।

নয়নতারা। (ঠাট্টার সুরে) তুমি আবার নেশা করনি ত ?

চিন্তাহরণ। কিছুটা নেশার ঘোর আছে বৈ কি। তবু দেখছি··· (হঠাৎ তীব্র গভীর স্বরে) অরুর আবার বিয়ে দিতে তোমাদের মত আছে ?

নয়নতারা চমকিয়া উঠিলেন

নয়নতারা। স্বামী বর্ত্তমানে হিন্দু মেয়ের আবার বিয়ে ? কা যা তা বলছ ?

চিন্তাহরণ। প্রলাপ নয়—আলাপই করছি—খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে। বিয়ে ত দিয়েছিলে—ঠিক দিয়েছিলে নয়—অরু ভাব করে বিয়ে করেছিল একটা স্বদেশী পাণ্ডাকে—ছ'মাস যেতে না যেতেই ছেলেটা সরকারের অতিথি শালায় বন্দী হলো—স্বদেশী ডাকাতদের গবর্ণমেণ্ট সহজে ছাড়বে বলে তো মনে হয় না।

নয়নতারা। তবু অগ্নিসাক্ষী করে হিন্দুর মেয়ে যাকে স্বামী বলে বরণ করেছে—সে সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে চিরদিন স্বামীই থাকেবে।

চিন্তাহরণ। বিয়ের গন্ধটা গা থেকে যেতে না যেতেই যে স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো—হয়ত এ জীবনে আর মুখোমুখি দেখা হবে না,—সে মেয়ে বিধবারই সামিল। তর্ক আর শাস্ত্রের কথা থাক্। শোন গৌঠান—এই মেয়েকে ভর করেই তোমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা ঘুচবে। এ মেয়েকে আবার বিয়ে দাও—পাত্র আমার হাতেই আছে। দূর সম্পর্কে আমার ভাইপো হয়। আমরা শুধু মেয়ে চাই

আর বিনিময়ে—রাজপুত্রের লোভ দেখাতে চাই না—কিন্তু রাজত্বটা চিরদিনের জন্যে কায়েমী হয়ে থাকবে তোমাদের।

চিন্তাহরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন

প্রস্তাবটা ভালো করে ভেবে দেখো বৌঠান।

প্রস্থানোদ্যত

ভয়, ভাবনা, দ্বিধা, সংশয় দূর করে একবার শুধু সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াও বৌঠান, একবার শুধু কসে হাল ধরো। বাস্, সব ঠিক হয়ে যাবে—তোমার লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপায় আগের সমৃদ্ধি আবার ফিরে আসবে।

চিন্তাহরণের প্রস্থান। চিন্তাহরণের প্রস্তাব নয়নতারার মনে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। নয়নতারা তাই একটী শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। মূঢ়ের মত খানিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। অপর দরজা দিয়া হুটোপুটি করিয়া প্রবেশ করিল অরুন্ধতী ও রত্না। অরুন্ধতী শান্ত, স্থির, ধীর। রত্না চঞ্চল, প্রগলভা এবং অকপট। বয়সের ব্যবধান দুইজনের মধ্যে খুবই অল্প। তাই কথায় কথায় ঝগড়া বাধে। মান অভিমান, রহস্যালাপ সবই চলে। অরুর হাতে উলের কাটা। রত্নার হাতে বন্ধ একখানা খাম।

অরুন্ধতী। ভাল হবে না বলছি রত্না। চিঠি খুলিসনে।

রত্নাকে ধরিতে গেল। রত্না খাটের অপর পাশে তড়িৎ বেগে সরিয়া দাঁড়াইল।

রত্না। বারে, জামাইবাবুর চিঠি। একসঙ্গে পড়লে কী এমন দোষ শুনি?

অরুন্ধতী। মাথার দিব্যি রইলো। চিঠি খুলতে পারবিনি।

রত্না। ভারী ত দুলাইন লিখেছে—তার জন্যে মাথার দিব্যি দিয়ে বসলি? তোমার খুরে প্রণাম, হে দেবী। নাও, তোমার জিনিষ তুমিই নাও।

চিঠি একটুখানি আগাইয়া দিল। অরুন্ধতী ছোঁ মারিয়া কাড়িতে গেল, কিন্তু রত্না তৎপর তার সঙ্গে হাত সরাইয়া দিল।

অরুন্ধতী। কী অসভ্য মেয়ে, দিন দিনই তুই বড্ড ফাজিল হচ্ছিস্। দাঁড়া, মাকে ডাকছি।

রত্না। মার কাছে 'আপিল' করে কবে তুই জিতেছিস্ বলত? তার চেয়ে চিঠিটা একসঙ্গেই পড়া যাক্। তোর বরের চিঠি সেন্সার করে দেবার অধিকার ত আমারই সব চেয়ে বেশী।

অরুন্ধতী। তোর যা খুশি কর। কাজ নেই আমার চিঠিতে।

রত্না। ইস্, বুকটাত আনচান করছে। কিন্তু বর ত তোমার কাশ্মীর, কান্দাহারে থাকেন না যে লাইনে লাইনে কবিত্ব উছলে পড়বে।

অরুন্ধতী। দেশকে ভালোবেসে যারা জেলে যায়, কবিতার ফাঁকে ফাঁকে তারা গলে পড়ে না।

রত্না। তবে ত তোমার স্বামী একজন মস্ত বীর পুরুষ।

অরুন্ধতী। আজ নতুন জানলি নাকি?

রত্না। এদ্দিন জানবারই কোন দরকার হয়নি। তোর যেদিন থেকে শ্বশুর বাড়ীতে ঠাঁই হলো না, সেদিন থেকে মনে মনে তোর বীর স্বামীকে প্রতি মুহুর্ত্তেই অনুভব করছি কি না।

অরুন্ধতী। সুবোধ ছেলের মত পিতৃআজ্ঞা পালন করেনি বলে বাবা ছেলের মুখ দেখবেন না পণ করে বসে আছেন। কিন্তু আমার ঠাঁই হয়নি তোকে কে বল্লে? আমিইত থাকতে চাইনি।

রত্না। তার মানে দুয়ে আর দুয়ে চারই হয়। যাক্ চিঠিটা তুইই পড়।

অরুন্ধতী চিঠি কুড়াইয়া নিল। রত্নার মন্তব্যে তাহার মুখ কালো হইয়া আসিল। চিন্তাটাকে লঘু করিবার জন্য রত্না অরুকে খাটে বসাইয়া দিল।

এমন একখানা চিঠি ঊর্দ্ধশ্বাসে পড়তে নেই। খাটে বসে গা এলিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে পড়, পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেল।

আমি কখনো ঐ খদ্দরিস্টদের বিয়ে করবো না। **Never, Never.**

অরুন্ধতী। তোকে লুফে নেবার জন্যে আই, সি, এস্. আই, এম্, এস্‌রা সব ওঁত পেতে বসে আছে কি না।

রত্না। ফাঁদ পাতলে তবেত পা ফসকাবে? ওসব পালিশ করা বাঁদরদের ও আমি পছন্দ করিনে। তবু টেররিষ্টদের চেয়ে তারা **Better, Better.** কিন্তু চিঠি না পেয়ে বরের

দিয়ে তোর মত আমার অঙ্গের লাবণি অমন করে জল হয়ে যেত না।

অরুন্ধতী। পায়রার মত সারাদিন বক্ বক্ করিস্ কেন—বড্ড খারাপ অভ্যেস। চিঠিটা শেষ করতে দে। বুঝেছিস ত ঘোড়ার ডিম।

রত্না। আচ্ছা অরু, তোর বর নাকি একদল ভবঘুরে ছেলেদের নিয়ে ট্রেজারী চড়াও করেছিল। ভেবেছিল দু'চারটে ফাঁকা আওয়াজ করলেই বৃটিশ সরকার তল্পিতল্পা গুটিয়ে সাগর পাড়ি দেবে। হাও ফানি।

অরুন্ধতী। যা বুঝিসনে তা নিয়ে লম্বা লেকচার ঝারিসনে রত্না। বিপ্লব, স্বাধীনতা, এসবের কি বুঝিস্ তুই?

রত্না। কিচ্ছু না। বুঝতে চেষ্টাও করিনি কোনদিন। কিন্তু গুড্ গড্। এমন লোককে তুই হৃদয় দিয়ে বসলি। শুধু তাই নয়, মালা বদল করে একেবারে রেগুলার ম্যারেজ! হাও ফানি!

অরুন্ধতী। নিজের মত সবাইকে ভাবিস কেন? প্রজাপতির মত হাওয়ায় উড়ে বেড়ানোতেই বুঝি খুব সুখ। আদর দিয়ে দিয়ে বাবা তোর মাথাটা খেয়েছেন। তুই কি করে জানবি দায়িত্ব বহনই জীবন। বন্ধন শুধু শৃঙ্খল নয়, বেদনা শুধু বিড়ম্বনা নয়।

গান শেষ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তিতে মুখর হইয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রবেশ করিলেন কৃষ্ণগোবিন্দ।

কৃষ্ণগোবিন্দ। To be or not to be,
That is the question
Whether, tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous
fortune

কৃষ্ণগোবিন্দের প্রবেশ

To die, to sleep,

No more :

মেয়েদের দিকে তাকাইয়া

Go on, go on with your merriment,

কৃষ্ণগোবিন্দ বিছানায় অর্দ্ধ শায়িত হইলেন। মেয়েরা হতবম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রত্না, আমার লাল ঔষধের শিশিটা নিয়ে আয়ত মা। আর পারিস্ ত কাউকে দিয়ে এক বোতল সোডাপাণি।

লাল ঔষধটা কৃষ্ণগোবিন্দ মদের বোতলের অর্থেই ব্যবহার করিতেন।

রত্না। খাবার তৈরী বাবা। এখন আর সোডা খেয়ে কাজ নেই।

কৃষ্ণগোবিন্দ। কিন্তু শুধু খাবারে আমার ক্ষুধা মিটবে না মা। লাল ঔষধটা আমার চাই, আরো চাই—বেশ তাজা ঔষধ, খাসা ঔষধ। যা যা শিগগির নিয়ে আয়।

I shall drink life to the lees.

মৃত্যুর যাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

অবাধ্য মেয়ে। (অরুন্ধতীর দিকে) তুই যা ত মা। ঔষধটা নিয়ে আয়। হাজার হোক তুই বড় মেয়ে, বাবার দুঃখ তুই বুঝবি। বুকটা ভরে উঠুক, এক চুমুক খেয়ে সারা মনটা অবশ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ুক।

অরুন্ধতী। ও ঘরে মা আছেন, তিনি এখন তোমাকে ঔষধ খেতে মানা করেছেন বাবা।

কৃষ্ণগোবিন্দ সোজা হইয়া বসিলেন

কৃষ্ণগোবিন্দ। শুধু মা আর মানা। আমি কি তোদের কেউ নই অরু, তোদের উপর কি আমার এতটুকু আবদার চলে না, দাবি খাটে না?

হঠাৎ তিনি মেয়েদের সামনে নতজানু হইয়া বসিলেন

"Here I stand, your slave.
A poor, infirm weak and
despised old man"

নয়নতারার প্রবেশ। গভীর তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সংযত, অচঞ্চল তাহার চলা ফেরা। যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া চলিতে তিনি অভ্যস্ত

নয়নতারা। (মেয়েদের প্রতি) তোমরা যাও। (কৃষ্ণগোবিন্দকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন) উঠে এসো।

কৃষ্ণগোবিন্দ। "Hush! Make no noise; make no noise; draw the curtains closer, closer"

নয়নতারার পানে চক্ষু মেলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

তুমি আমার কে নয়নতারা?

নয়নতারা চুপ করিয়া রহিলেন

চুপ করে রইলে যে? জবাব দাও।

কৃষ্ণগোবিন্দের চেতনা মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে

"তুমি আমার কে রোহিণী?

মেয়েলি কণ্ঠের অনুকরণে

"যত দিন পায়ে রাখ ততদিন দাসী, নইলে কেউ নই।"

নিজের নিখুঁত অভিনয়ে হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই রুক্ষ স্বরে

না, না, তোমাকে আমি পায়েও রাখতে চাই না। মেয়েমানুষের প্রতি আমার এতটুকু রুচি নেই। তুমি আমার কেউ নও; নয়নতারা। আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও। লাল ঔষধ আমার চাই—সমস্ত জীবন ভরে চাই।

দুঃখের স্বরে

তুমি শুধু আমাকে শাসন করতে চাও, শোষণ করতে চাও। কিন্তু আমি যা চাই, তুমি আমায় তা দিতে চাও না। তাই তোমাকেও আমার চাই না। আমার কুন্দনন্দিনীই ভাল, কুন্দই ভাল।

নয়নতারা। তোমার কি লজ্জাও নেই?

কৃষ্ণগোবিন্দ। লজ্জা! (আত্মগ্লানির হাসিতে) পকেট-পকেট মাতালের আবার লজ্জা! লক্ষ্মীছাড়া ছেলের নাম শ্রীমন্ত! তুমি সত্যিই হাসালে নয়নতারা।

নয়নতারা। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, এ পাগলামির অভিনয় আর কদ্দিন চলবে জানতে পারি কি?

কৃষ্ণগোবিন্দ। যদ্দিন পর্য্যন্ত না আমরা সবাই এক সঙ্গে পাগল হয়ে যাই।

অসংযত হাসি

অভিনয় ছাড়া আর কি নয়নতারা? ডিগ্রী ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, সম্পদ ছিল, তবু আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলাম না, জীবন যুদ্ধে হেরে গেলাম। কাঁকড়ার মত কুঁকড়ে গেলাম।

উদ্ধত স্বরে

Still I call you, God, a Supreme Devil

ব্যস্তভাবে চিন্তাহরণের প্রবেশ।

চিন্তাহরণ। এই যে বৌঠান, কৃষ্ণগোবিন্দ; দুজনেই আছ........

নয়নতারা। এমন অসময়ে দেখে মনে হচ্ছে বিশেষ কোন খবর আছে।

চিন্তাহরণ। হ্যাঁ, সবিশেষ খবর। (কৃষ্ণগোবিন্দের প্রতি) তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর কৃষ্ণগোবিন্দ?

কৃষ্ণগোবিন্দ। দুর্মুখের কাছ থেকে সবিশেষ বার্ত্তা শুনতে মহারাজ প্রস্তুত নন। ঈশ্বর, ভগবান, পরমপিতা—এসব সম্পর্কে তোমার ঠাট্টা করবার দুস্পর্দ্ধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি চিন্তাহরণ। তার চেয়ে যদি এক গেলাস লাল ঔষধ নিয়ে আসতে, চিন্তাহরণ নামটা তোমার ধন্য হয়ে যেত।

চিন্তাহরণ। আমি তোমার জন্য সারা জীবনের দাওয়াই নিয়ে এসেছি কৃষ্ণগোবিন্দ।

নয়নতারা। ব্যাপার কি ঠাকুরপো। খুব জটিল কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে।

চিন্তাহরণ। দাঁড়াও বৌঠান, জাল খুলতে না জানলে জটিল সমস্যা কখনেও সরল হয় না, (কৃষ্ণগোবিন্দকে) ঈশ্বর যদি তোমার উপর মুখ তুলে চান.........

কৃষ্ণগোবিন্দ। আমি বলবো at last the old guard has come to his senses.

চিন্তাহরণ। যদি লক্ষ্মীনারায়ণের করুণা তোমার উপর আশীর্ব্বাদ হয়ে ঝরে পড়ে......

কৃষ্ণগোবিন্দ। আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবো। সারা জীবন তিল তিল করে জলে পুড়ে মৃত্যুর প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে দেবতার করুণার দানে বাঁচবার স্বপ্ন! তুমি উন্মাদ চিন্তাহরণ, তুমি একটি আদর্শ উন্মাদ।

চিন্তাহরণ। বর্ষা রাত্রিরও শেষ আছে কৃষ্ণগোবিন্দ। তোমার জীবনেও দুর্যোগের অবসান করে লক্ষ্মীনারায়ণের আশীর্ব্বাদ পৌছল। এই নাও টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রাম খুলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ ও নয়নতারা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বিমূঢ় হইয়া গেলেন। নয়নতারার মুখে কথা সরিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ আনন্দে, উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া গেলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ। লটারী, লটারী, একলক্ষ টাকা। ডার্বি সুইপ্‌...(চীৎকার করিয়া) রত্না, অরু তোরা কই, ওরে তোরা কই? (আনন্দে কৃষ্ণগোবিন্দ কাঁদিয়া ফেলিলেন, চিন্তাহরণকে জড়াইয়া ধরিলেন) চিন্তাহরণ চিন্তাহরণ (খুশির আতিশয্যে তাহার সুর আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল) পাঁড় মাতালের সাকরেদ আজ লক্ষপতির বন্ধু। আমার গলায় আজ যদি মুক্তোর মালা থাকতো—তোমার গলায় পরিয়ে দিতাম। নয়নতারা—আজ থেকে তুমি রাজরাণী—আজ থেকে নতুন রঙ্গমঞ্চে নতুন অভিনয়। নতুন করে পাগলামির শুরু। (নিজের রসিকতায় হাসিয়া উঠিলেন। দুই হাত উপরে তুলিয়া প্রায় নৃত্যের ভঙ্গীতে)

'God in his heaven

And all's right with the world'

(লক্ষ্মীনারায়ণের ফটোর কাছে গিয়া) নারায়ণ, নারায়ণ, তুমি বন্ধনছেদন, ওগো শোকহরণ—কোথা তুমি মৃত্যু-তারণ, সর্ব্বদুঃখ-বিনাশন, ওগো, কোথা তুমি পতিতপাবন, পতিতপাবন, তুমি জীবনমরণ......

উন্মাদের মত নৃত্যপর হইয়া প্রস্থান। নয়নতারা ও চিন্তাহরণ তাহার অনুগমন করিলেন।

দ্রুত যবনিকা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

কয়েক বৎসর পর—১৯৪৩ ইংরাজীর নবেম্বর

মনসাপুর গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মুকুন্দলাল জানার চণ্ডীমণ্ডপে নাটকের যবনিকা উঠিলো—কয়েক বৎসর পরে—১৯৪৩ ইংরেজীতে। ইতিমধ্যে অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী জটারীর দাকাশ জমিদারী ক্রয় করিয়া দত্তক পুত্রেরহাতে বিলি ব্যবস্থার ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি অবশ্য সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় নিয়াই মগ্ন। মুকুন্দলাল আজীবন গান্ধী-পন্থী—১৯২১ ইংরেজী হইতে আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত—মহাত্মার নির্দ্দেশে কয়েকবার জেলেও গিয়াছেন। তিনি বিপত্নীক। সংসারের ভার একমাত্র মেয়ে উজ্জ্বলার উপরে ন্যস্ত। সাংসারিক উন্নতির প্রতি মুকুন্দলাল উদাসীন। জীবন-যাত্রা তাহার সহজ ও অনাড়ম্বর। কৃষ্ণগোবিন্দ যে দেউলিয়া জমিদারের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন, মুকুন্দলাল কাগজে পত্রে তাহাদের প্রজা ছিলেন। যদিও গ্রামে তাহার প্রতিপত্তি ও সম্মান জমিদার বাবুদের চেয়ে কম নয়। এই সব তুচ্ছ মান অপমানের প্রতি মুকুন্দলালের ভ্রূক্ষেপ নাই।

একটা আদর্শের মহিমাই তাহার জীবনকে গৌরব দান করিয়াছে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণে কয়েকজন লোক জড় হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া আছে। আরেক পাশে কয়েকজন অনুচ্চ স্বরে কথা বলিতেছে। সকলের মুখে ভয় এবং ত্রাসের লক্ষণ পরিস্ফুট। একটা সাংঘাতিক ঘটনার যে ইহা প্রতিক্রিয়া তাহা স্পষ্টই বোঝা গেলো।

১ম ব্যক্তি। (ত্রাস কম্পিত কণ্ঠে) তাড়া করে যদি সিপাইগুলো এদিকে আসে ?

২য় ব্যক্তি। (ভীত সুরে) তা হলে কি হবে ?

৩য় ব্যক্তি। আমরা সব কাপড় মুড়ি দিয়ে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকব। ওরা টেরই পাবে না যে এখানে জন মনিষ্যি আছে।

১ম ব্যক্তি। কে আমাদের এ সর্ব্বনাশ ডেকে আনলে জনার্দ্দন দা ?

৩য় ব্যক্তি। আমি তক্ষুণি বলেছিলাম—কাজ নেই মাথা গরম করে। তা রামুর বাপ বেটারা ত সে কথা কাণেই নিলে না। লাঠি সূলফি দিয়ে সেপাই ঠেঙ্গানো চলে কোন দিন ? যত সব মাথাখারাপের দল ? এবার সামলাও ঠেলাটা।

২য় ব্যক্তি। মেয়ে মানুষের ইজ্জৎ বলে আর কিছু ওরা রাখবে না জনার্দ্দন দা।

৩য় ব্যক্তি। পুলিশের ছাউনী আর জমিদারের কাছারী পুড়িয়ে বাহাদুরি নেবার ল্যাঠা এবার বোঝ বাপধনরা। আমি

তক্ষুণি বলিনি—কাজ নেই ওসব হুজ্জত হামলার। তা রামুর গোষ্ঠীত চোখ রাঙিয়ে গর্জে উঠলো "আমরা মরদের বাচ্চা নই—শরীরের তাজা রক্ত কী পানসে হয়ে গেছে জনার্দ্দন কাকা।" আঃ কী আমার বীর হনুমানরে। এবার সামলাও ঠেলাটা!

এমন সময় ত্রস্ত ভাবে কয়েকজন লোকের প্রবেশ

আগন্তুক। সর্ব্বনাশ হয়ে গেলো গো। সর্ব্বনাশ হয়ে গেলো। শূয়োর মুখো দস্যিগুলো সব ছিতুরছান না করে ছাড়বে না।

২য় ব্যক্তি। খবর কি মণ্ডল? আমরা ত কিছু করিনি, কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘুপটি মেরে বসে আছি, আমাদের নিয়েও টানা হ্যাঁচড়া করবে নাকি?

আগন্তুক। ও বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। মুরগীর বাচ্চার মত সেপাইগুলো সবাইকে একটা একটা করে ঘাড় মটকাবে।

৩য় ব্যক্তি। কোথায় হে তোমাদের গোষ্ঠিচরণ, সাধু, বেহারী, গাঁয়ের জোয়ান্‌কিটা এবার সদরে এসেই ঝাড়ুক না বেটারা।

আগন্তুক। পাগলকে আর নৌক ডুবাতে বলো না জনার্দ্দন দা। ওরা যে ভাবে ক্ষেপেছে—মান ইজ্জত আর রইলো না।

২য় ব্যক্তি। স্বদেশী গুণ্ডামির ঠ্যালাটা এবার সমলাও।

আগন্তুক। ঝাপটাত সবাইকে সইতে হবে দাদা। বৌ মেয়েদের ঘর থেকে জোর করে টেনে নিয়ে ইজ্জত লুটবে—আর আমরা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? যা হবার ত হয়ে গেছে—এখন গুম্ কষে বসে থাকলে ত রেহাই পাবে

না—মাথা হেঁট হবে সবাইর। মেয়েদের অসহায় ফেলে পুরুষরা সব কেঁচো কুকড়ে হয়ে প্রাণ বাঁচাবে? ছি, ছি, ছি।

২য় ব্যক্তি। হাঙ্গামা হুজ্জতের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তুমি দেখে নিও—সেপাইরা এ বাড়ীতে হামলা করবে না। আর যদি বা তেড়ে আসে, আমরা ওদের হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলব—আমরা ওসবে ছিলাম না, আমাদের কোন দোষ নেই। হাজার হো'ক যোদ্ধার জাত ত। মশা মেরে ওরা হাত কালো করবে না।

দৃপ্ত পদে উজ্জ্বলার প্রবেশ। সারা দেহ ঘেরিয়া প্রাণ-প্রাচুর্য্যের উচ্ছলতা। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতা এই নারীর চলনে, বলনে সেই বলিষ্ঠতা এবং দীপ্তি পরিস্ফুট।

উজ্জ্বলা। ভীরু, কাপুরুষ!

উজ্জ্বলার কথার এমন একটা দৃপ্ত সম্মোহন আছে যে চট্ করিয়া সকলের মনে প্রভাব বিস্তার করে। তাহার ভর্ৎসনায় সকলেই চমকিয়া উঠিল।

এমন না হ'লে আর গরু, ভেড়া, ছাগলের মত প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে আসতে তোমরা? মেরুদণ্ডটা যদি এতই বেঁকে গিয়েছিল, গলায় কলসী বেঁধে ভেসে গেলেইত পারতে। অপদার্থ, অক্ষম জন্তুর মত নিজেকে বাঁচাবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় একদিনেই নিষ্পত্তি হয়ে যেতো।

সকলে। (সমস্বরে) দিদিমণি, আমাদের উপায় কি হবে দিদিমণি।

উজ্জ্বলা। ফ্যাসাদ বাঁধাবে তোমরা, আর উপায় বাৎলাব আমি। বেশ আছ তোমরা। এবার গলা জড়াজড়ি করে কাঁদো—কেঁদে কেঁদে সেপাইদের মন ভেজাতে পার কি না দেখো।

১ম ব্যক্তি। কিন্তু কাঁদতেও ভরসা পাচ্ছিনে দিদিমণি। টুঁ শব্দটি শুনতে পেলে ওরা সব পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে।

উজ্জ্বলা। তবে মর। জান কবুল করে রুখে দাঁড়াতে না পারলে একমাত্র সম্বল থাকে চোখের জল—দুঃখের চাপে যারা ধূলোয় লুটায়, তাদের শেষ অবলম্বন।

দ্রুতবেগে জনৈক গ্রামবাসীর প্রবেশ

গ্রামবাসী। পালাও, পালাও, তোমরা সব পালাও। ছোট বাবুর হাতে চাবুক উঠেছে—এবার কারো রক্ষে নেই, সবাইকে কুকুর-পেটা করে তবে ছাড়বে।

সকলে। (আর্ত্তকণ্ঠে) দিদিমণি—তুমি ছাড়া ছোট বাবুর চাবুক থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। এ যে দেখি যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।

জনতার মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য অনুভূত হইল। বিভিন্ন ধর্ম্মী মন্তব্য ও ত্রাস-সঞ্জাত অভিমতের কোলাহলে কাহারো কথা স্পষ্ট শোনা গেল না। এমন সময় সকলের কলোচ্ছ্বাসকে ডুবাইয়া গম্ভীর কণ্ঠের আহ্বান আসিল, 'উজ্জ্বলা'।

উজ্জ্বলা। যাই বাবা।

ত্রাস-ব্যাকুল জনতা মুহূর্তে শান্তভাব ধারণ করিল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুকুন্দলালের প্রবেশ। হাতে তকলী। সুতা কাটিতেছেন। তিনি খাঁটী গান্ধীপন্থী।

মুকুন্দলাল। (জনতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, উজ্জ্বলাকে) এসব কি শুনছি উজ্জ্বলা? গ্রামের থানা আর জমিদারের কাছারী নাকি কারা সব পুড়িয়ে দিয়েছে? (জনতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই) এরা কিসের জন্যে মা······

উজ্জ্বলা। দ্বিতীয় চৌরীচৌরী নাটকের সব বীরপুরুষরা। এদেরই জিজ্ঞেস কর বাবা!

মুকুন্দলাল। কিন্তু এমন দুর্ম্মতি ওদের মাথায় কে ঢুকিলে দিলে বলত?

উজ্জ্বলা। ওদের মাথায় দুর্ম্মতি ঢুকাতে একটুও বেগ পেতে হয় না বাবা। শুধু সুমতিটুকু সমঝে নেবার বেলায়ই ওরা সব ভেড়া বনে যায়। ভালো করে একবার তাকিয়ে দেখো না—প্রাণটা কোনো মতে বুকের ভিতর ধুকুছে কি না বুঝতে হলে নাড়ী টিপতে হয়।

মুকুন্দলাল। (জনতার প্রতি স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্যে) এই হঠকারিতার পরিণাম ফল কি হতে পারে—তা তোমরা ভেবে দেখেছ?

জনতা স্থির, শান্ত। মুকুন্দলালের কথা তাহাদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে।

তোমরা জান—সামান্য কয়েকজনের অবিবেচনা প্রতিটি প্রাণীর জীবনকে বিপদসংকুল করে তুলবে।

জনতার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন

যে ক্রোধ আর অন্ধতা নিয়ে তোমরা ছাউনি পুড়িয়ে দিয়ে এসেছ—আমি জানি সে তেজ আর ধৈর্যের সঙ্গে ঘরের মেয়েদের সম্মান তোমরা রক্ষা করতে পারবে না।

গুঞ্জন উচ্চগ্রামে উঠিতেছে

সারা গ্রামের উপর নেমে আসবে হিংসার তাণ্ডব উদ্দামতা —হানাহানি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি,—সব চেয়ে লজ্জার কথা চোখের সামনে মা বোনের সম্ভ্রম নাশ অক্ষমের মত তোমাদের দাঁড়িয়ে দেখতে হবে।

একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। না, মেয়েদের সম্ভ্রম আমরা কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। আমরা রক্ত দিয়ে রক্তের ঋণ শোধ করব।

মুকুন্দলাল। (সৌম্য হাসিতে) একবার পাপের পথে পা বাড়ালে যেমন পতনের শেষ ধাপে না পৌঁছা পর্যন্ত মানুষের স্খলন রুদ্ধ হয় না, তেমনি উত্তেজনা শুধু বিভ্রমেরই সৃষ্টি করে, কিন্তু পথের সন্ধান ত এতে নেই, সত্যের আলো ত বিকৃতির রন্ধ্র দিয়ে পৌঁছায় না।

জনতা আবার নিশ্চুপ

জমিদারের কাছারী আর পুলিশের ছাউনী পুড়িয়ে দিয়ে তোমরা শুধু আইনের চোখেই দোষী সাব্যস্ত হওনি, জীবন-নাশের অপরাধে জীবন-বিধাতার কাছেও চির অপরাধী হয়ে আছ।

প্রতিবাদী স্বর। যে ঈশ্বর মানুষকে অন্যায় থেকে রক্ষা করতে পারে না, আমরা তার অস্তিত্বই অগ্রাহ্য করি। আগষ্ট প্রস্তাব

এমনি করেই বাস্তবে রূপ লাভ করুক—মহাত্মাজীর কঠোর সাধনা এমনি করেই জয়যুক্ত হয়ে উঠুক। ভাই সব বলো—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'।

কয়েকটী দুর্ব্বল কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইল 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ্'।

মুকুন্দলাল। মহাত্মার নামে এতবড় অপবাদ আমার বাড়ীতে আমার সামনে কেউ উচ্চারণ করতে সাহস করবে—তা আমি স্বপ্নেও ভাবতেও পারি নি। উত্তেজনা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছে। (উর্দ্ধে মহাত্মার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাইয়া) অহিংসার অবতার তুমি, অন্ধ যারা, মূঢ় যারা—তাদের চপলতা, তাদের ঔদ্ধত্য সব তুমি আপন অন্তরের ঔদার্যে ক্ষমা করবে জানি—কিন্তু তোমার পুণ্য নামকে যারা হেলায় অমর্য্যাদা করে—কল্যাণের পথে তাদের পরিচালিত করবে কে?

উজ্জ্বলা। বাবা, সত্যি সত্যিই যদি নিরস্ত্র, নিরীহ জনতার উপর জমিদারের জুলুম নেমে আসে, এদের রক্ষার কি ব্যবস্থা হবে?

মুকুন্দলাল। আমি ত সে কথাই বলছিলাম। মহাত্মাজী আজ কারাগারে, নেতারা আজ বন্দীশালায়। দেশের গভীর সংকটে নির্দ্দেশ দানের অধিকার যাদের সব চেয়ে বেশি, তাঁদের কণ্ঠস্বর আজ স্তব্ধ। আমরা শুধু মহাত্মার নির্দ্দেশ পালন করতে পারি। সৈনিকের কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে আদেশ পালন, নির্দ্দেশ প্রচার নয়।

উজ্জ্বলা। কিন্তু মহাত্মাজী যদি আজ মুক্ত থাকতেন, বিভ্রান্ত জনতার ক্ষণিক ভুলের দায়িত্বকে তিনি এড়িয়ে যেতেন বাবা?

মুকুন্দলাল। না, না, মহাত্মার নাম এর মধ্যে জড়াস্‌নে মা। হিংসা দিয়ে হিংসার প্রতিবিধান হয় না—এইত তাঁর জীবনব্যাপী তপস্যার দান। কিন্তু দেশ তা গ্রহণ করতে পারলে কই? জাতি তাঁর শিক্ষাকে অন্তর দিয়ে ধারণ করতে পারেনি বলেইত আজ আমাদের হাতে, পায়ে, সকল পাশে বন্ধন-বেদনার অভিশাপ। অহিংসা মন্ত্রের ঋষি বার বার মানুষের অভিশাপমোচনের জন্য মৃত্যুর পথে এগিয়ে গিয়েছেন আমরণ অনশন সংকল্প নিয়ে। কিন্তু ভারতের শৃঙ্খল-মুক্তির জন্যে তার প্রয়োজন এখনো শেষ হয়নি—তাই অন্তহীন মৃত্যুকে অতিক্রম করে সত্যাশ্রয়ী মহাত্মা দেশের জন্য বারে বারে নূতনতর অন্তর্ব্বাণী নিয়ে বিজয়ীর বেশে আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন—এ শুধু ভারতবর্ষের সাধনার ফলে। আমাদের কি এ কম সৌভাগ্য উজ্জ্বলা? তাইত বন্ধন-জর্জ্জর জাতির সশ্রদ্ধ প্রণাম কারান্তরালেও লুটিয়ে পড়েছে এক কৃশতনু সন্ন্যাসীর পায়ে।

উর্দ্ধে প্রণাম

উজ্জ্বলা। এরা সবই ভুল করুক—তবু এরা আমাদের আশ্রিত। আমাদের ভরসা করে এসেছে—আমরা ত বিপদের দিনে এদের ঠেলে দিতে পারি না বাবা!

মুকুন্দলাল। নিশ্চয়ই না। কিন্তু আশ্রিত-বাৎসল্যের জন্য উজ্জ্বলা যার কাছে ত কারো দরখাস্ত পেশ করতে হয় না। তুই

থাকলে এদেরে কোন ত্রুটি হবে না—আমি ঠিক জানি। আমি এবার যাই মা—জেলা কংগ্রেস কমিটি নিয়ে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে—পদলোভীদের ছীন কাড়াকাড়ি। একা আমি ক'দিক সামলাই বলত ?

মুকুন্দলালের প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে আর্তনাদ শোনা গেলো। সমবেত জনতার মধ্যে আতঙ্ক এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। চাবুক হাতে নিয়া মনসাপুরের জমিদার-নন্দন হিমাদ্রির প্রবেশ। দিব্যকান্তি, দীর্ঘ দেহ, উন্নতনাশা, সর্বাঙ্গে তেজ ও বীর্য বিচ্ছুরিত। হিমাদ্রি কাহারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্বিচারে নিষ্ঠুরের মত চাবুক চালাইতে লাগিল। জনতার আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হইয়া উঠিল।

হিমাদ্রি। (চাবুক চালাইতে চালাইতে ব্যঙ্গ কণ্ঠে) বলো ইনকেলাব জিন্দাবাদ।— কুইট ইণ্ডিয়া—নাকে মুখে ফেনা বের না করে আমি ছাড়ব না—যত সব শয়তানের দল।

যাহারা যে দিকে পারিল প্রাণ হাতে নিয়া পলায়ন করিল। যাহারা নিরীহ—হিমাদ্রির পায়ে নত হইয়া তাহারা দয়া ভিক্ষা করিল। এই অতর্কিত আক্রমণে উজ্জ্বলা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। এবার সে শান্ত ভাবে অগ্রসর হইল। অত্যাচার-ভীত লোকগুলি উজ্জ্বলার পিছনে আশ্রয় নিল। হিমাদ্রি জনতার আত্মরক্ষার চেষ্টায় ক্রুদ্ধ হইয়া চাবুক আস্ফালন

করিল—কিন্তু সামনেই উজ্জ্বলা। শূন্যে উত্তোলিত চাবুক শূন্যেই থামিয়া গেল। মুহূর্ত্তে দুইটী বিভিন্ন মত এবং পথ অনুসারী নরনারীর চোখের দৃষ্টি বিনিময় হইল।

উজ্জ্বলা। থামলেন কেন? মনসাপুরের প্রবল প্রতাপ জমিদারের চাবুকের মহিমাটাই তা'হলে মাঠে মারা যাবে যে।

হিমাদ্রি। (কর্কশ এবং গম্ভীর সুরে) সামনা থেকে সরে দাঁড়াও।

উজ্জ্বলা। মহামহিমের আদেশ, না অনুরোধ?

হিমাদ্রি। নিজের প্রজাকে জমিদার কখনো অনুরোধ জানায় না। দু'পাতা ইংরেজী পড়েছ বলে কি এ রীতিটুকুও শেখোনি?

উজ্জ্বলার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

উজ্জ্বলা। বিনা অনুমতিতে প্রজার বাড়ীতে ঢুকে অমানুষের মতো ব্যবহার করাটাই বা কোন বর্ব্বর জমিদারের রীতি—শুনি?

হিমাদ্রি। (হাতের চাবুক শূন্যে আস্ফালন করিয়া) অমানুষদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার দেখাতে গেলে ওরা শুধু মাথায় উঠবার সুযোগ পায়। বর্ব্বর শাস্তি না পেলে পশু কখনো বাগ মানে না।

উজ্জ্বলা। বেশত। পশু-পীড়কের হাতে চাবুকটা শান্ত কেন? এখানে সবার চামড়াতে চাবুক সইবার মত শক্তি আছে বৈ কি।

হিমাদ্রি। তুমি যাও—আমি বলছি তুমি যাও।

উজ্জ্বলা। আমার প্রতি আপনার এই অমানুষিক করুণার হেতু?

হিমাদ্রি। মেয়েদের গায়ে আমি হাত তুলি না।

উজ্জ্বলা। হাত তুলেন নি—মেয়ে বলে নয়—আপনি দুর্ব্বল বলে। কিন্তু আমার গায়ে হাত না দিয়ে কারো গায়ে আপনার চাবুকের আঁচড়াটি লাগতে আমি দোবনা!

হিমাদ্রি। আমার বিদ্রোহী প্রজাদের আমি শাসন করব—তুমি বাধা দেবার কে?

উজ্জ্বলা। এ শাসন নয়—উৎপীড়ন—অমানুষিক উৎপীড়ন।

হিমাদ্রি। পুলিশের ছাউনী আর জমিদারের কাছারী পুড়িয়ে দিয়ে যারা মনুষ্যত্বের বাহবা নিতে চায়—তাদের কি আখ্যা দোব—অতি মানুষ—না অর্দ্ধমানুষ?

উজ্জ্বলা। কিন্তু যে জমিদার বাইরের অত্যাচার থেকে নিজের রায়তের মান ইজ্জত বাঁচাতে পারে না, চাবুক হাতে নিয়ে শাসন করবার দম্ভটা তার শোভা পায় কি?

হিমাদ্রি। জমিদারের দম্ভটা হঠাৎ কিছু আজগুবি নয়—একটা বনেদী সংস্কার। এ দম্ভ—কখনো দয়ার—কখনো বা দণ্ডের। এখন তোমার কোনটা চাই বল? তোমার যেটা খুশি বেছে নিতে পার।

উজ্জ্বলা। আপনি জমিদার—মানি। কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন—খাজনা পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারের সঙ্গে প্রজার সব সম্পর্ক শেষ। চাবুক হাতে নিয়ে আপনি স্পর্দ্ধার শেষ সীমাটুকুও পেরিয়ে গেছেন।

হিমাদ্রি। (রহস্যময় হাসিতে) তাই নাকি!

উজ্জ্বলা জনতার দিকে তাকাইয়া তাহাদের চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইল।

কিন্তু এদের চলে যাবার অধিকার যদি আমি না দিই? চাবুক যখন আমারই হাতে—কোন কিছুর সীমা মানা না মানা ত আমারই খুশি।

উজ্জ্বলা। সে বাহাদুরীটুকু আপনারই প্রাপ্য বই কি।

জনতা ধীরে ধীরে নিক্রান্ত হইতেছে।

হিমাদ্রি। আজ না হয় আমার প্রাপ্য তুমিই নিলে উজ্জ্বলা। চাবুক মারারওত একটা ক্লান্তি আছে। যেতে বলো—হতভাগাদের চলে যেতেই বলো।

উজ্জ্বলা। আপনার চাবুকের আঘাত সওয়া যে আপনার অত্যাচারের যন্ত্র হওয়ার চেয়ে ঢের বেশি সহজ হিমাদ্রি বাবু।

হিমাদ্রি। হিমাদ্রি বাবু নয়—জমিদারের ছেলেকে নাম ধরে ডাকাটা যে একটা বেয়াদপি তাও শিখিয়ে দিতে হবে নাকি?

উজ্জ্বলা। মহামহিম নিজগুণেই অপরাধটা ক্ষমা করবেন আশা করি। কিন্তু আপনার হাতে চাবুকের দৌরাত্ম্যটা যতই নিদারুণ হো'ক না কেন—আপনার মুখে ক্লান্তি ও করুণার আলাপটা সত্যই হাস্যকর।

হিমাদ্রি। তাই বুঝি হাসি দিয়ে ইতর লোক গুলোর প্রলাপ ডুবিয়ে দিতে চাও? শোন উজ্জ্বলা, জীবনে মেয়েদের ঔদ্ধত্য এই প্রথমবার আমি সয়েছি। আর কেউ হলে জুতোর ঠোক্করেই এমন স্পর্দ্ধার সমুচিত জবাব আমি দিতে পারতাম!

উজ্জ্বলা। কেন মিছে মনে ক্ষোভ রাখছেন। আপনার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবে—ঘাড়ে এমন কার ক'টা মাথা শুনি ?

হিমাদ্রি। জীবনে এই প্রথমবার এবং হয়ত শেষবার—আমার সংকল্প শিথিল হয়ে এলো। নইলে হিমাদ্রি চৌধুরীর হাতের চাবুক কোন দিন শূন্যে আস্ফালন করে কারো কৃপা কুড়োয় নি।

উজ্জ্বলা। এ অনুগ্রহের জন্য চিরদিন কেনা হয়ে থাকব কি ?

হিমাদ্রি। পুলিশের ছাউনী পুড়িয়ে দিয়েত হনুমানরা সব খালাস। কিন্তু পিটুনী পুলিশের হাতির খোরাক জোগাতে হবে ত জমিদারকেই।

উজ্জ্বলা। হাতি পোষার যাদের শখ আছে—হাতির খোরাক জোগাবার সামর্থ্য তাদের নেই—এ কথা কে বিশ্বাস করবে ?

হিমাদ্রি। সরকার চাপ দেবে জমিদারকে—ভবিষ্যতের সে দুর্দ্দিন তুমি ভাবতেও পার না।

উজ্জ্বলা। ভাববার আর অবসর পেলাম কোথায় ? আর আগেই ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের বার্ত্তা নিয়ে এলেন আপনি। সত্যি, আপনাদের মত রাজভক্তেরা না থাকলে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন কবে বানচাল হয়ে যেত।

হিমাদ্রি। (তাহার চিবুক দৃঢ় ও পেশী কঠোর হইয়া আসিল) তোমার পোষা যুক্তিগুলো লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তুলে রেখে তোমার বাবাকে আসতে বল—এক্ষুনি।

উজ্জ্বলা। জমিদারের হুকুম নাকি ?

হিমাদ্রি। জমিদার স্বীকার করলে তাঁর হুকুমটাও তামিল করতে হবে বৈ কি।

উজ্জ্বলা। কিন্তু, বাবা আপনার খানেবাড়ীর প্রজা ন'ন।

হিমাদ্রি। (রাগে লাল হইয়া উঠিল) হুকুম না মানার খেসারৎ কি জানো ?

উজ্জ্বলা। শুধু জানি নয়—হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। কিন্তু নকল সেপাইর ফাঁকা বন্দুককে ভয় করলে—আসল যুদ্ধ জেতা যায় না।

হিমাদ্রি। শুক্‌লাল—

আড়ালে অপেক্ষমান লোকটি দ্রুত আগাইয়া আসিল। পরণে পার্শী কোট—ছিপছিপে চেহারা—ধূর্ত্ততা এবং শয়তানির ছাপ চেহারায় এবং চরিত্রে।

উজ্জ্বলা। পেয়াদা বরকন্দাজ দিয়ে অপমান করাতে চান নাকি ?

হিমাদ্রি। না, না, না, তোমার সম্মানের কি হানি করতে পারি ? শুকলাল, এক কথায় আমার 'বন্ধু-সচিব সখা।' (শুক-লালকে) একে চেনো শুকলাল ?

শুকলাল। বিলক্ষণ চিনি। এ অঞ্চলের কে না চেনে তাদের দিদি-মণিকে। যত সব চাষা ভুষো ডোমবাগদীর সঙ্গে দিদি-মণির জবর পীরিত কি না।

উজ্জ্বলা। আপনার সাকরেদকে যদি এক্ষুনি চলে যেতে না বলেন···

উজ্জ্বলা রাগে কাঁপিয়া উঠিল

হিমাদ্রি। তবে আমাকেও তুমি চলে যেতে বাধ্য করবে।

উজ্জ্বলা। 'তুমি নয়—আপনি।' অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয়, দম্ভের মোহে তাও ভুলে গেছেন?

হিমাদ্রি। (অর্দ্ধচর্ব্বিত হাসি) দম্ভ থাকলে তার সঙ্গে মোহ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু দেশোদ্ধারের মহৎ ব্রতের ভেক্ নিয়েছ তুমি—আমার 'আপনি' বলা উচিত হৈব কি—হাজারবার উচিত। (শুকলালকে) ভবিষ্যতে একে দেখলে চিনতে পারবে ত শুকলাল?

শুকলাল আপনার যেমন অভিরুচি ছোটবাবু।

হিমাদ্রি। রুচি-রগড়ের কথা এটা নয় শুকলাল। গ্রামের ছোট লোকদের যিনি 'মধ্যমণি' যার কথায় দেশের লোক গুলো জমিদারের শাসনকে পর্যান্ত তুচ্ছ করতে সাহস পায়—প্রাণ বিপন্ন করে পুলিশের ছাউনী পুড়িয়ে দেয়—এমন অসামান্যা নারীকে তোমার চিনে রাখা খুবই দরকার। বলা ত যায় না—নরম—গরম তুকতাকের সময় ওকে তোমার প্রয়োজনও হতে পারে? কী বলো?

শুকলাল। ছোট বাবুর যেমন অভিরুচি।

উজ্জ্বলা। নমস্কার হিমাদ্রি বাবু—এবার আপনারা আসুন।

হিমাদ্রি। (মেঝেতে চাবুক আস্ফালন করিয়া) দেশনেত্রীকে ভালো করে চিনে রাখ শুকলাল—কে জানে এদের হম্বি-তম্বিতে ভয় পেয়ে ইংরেজ সরকার যদি রাজত্বটা ওদের হাতে সঁপেই দিয়ে যায়…… (কুটীল হাসিতে) তখন উনিই ত তোমাদের জানজমিনের মালিক হয়ে বসবেন। (যাইতে যাইতে উজ্জ্বলাকে) হাউই বাজীর চকমকিকে আগুন

বলে ভুল করবেন না উজ্জ্বলা দেবী। (চাবুক দোলাইয়া) এটাকে আজকের মত বিশ্রামই দিয়েছি। নইলে আপনার সব কথারই জবাব আমি দিয়ে যেতাম। (হাসিটাকে ঘর্ষণ করিয়া) শুক্‌নো পাতাই বেশী খস্ খস্ শব্দ করে কি না—সেত জানা কথা।

হিমাদ্রি ও শুকলালের প্রস্থান।
উজ্জ্বলা নিঃশব্দ বেদনায় কঠিন হইয়া উঠিল।
পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন মুকুন্দলাল

মুকুন্দলাল	লোকগুলো সব চলে গেছে উজ্জ্বলা?

উজ্জ্বলা বিপুল বিক্ষোভে পিতার দিকে কয়েক পা দ্রুত অগ্রসর হইল

উজ্জ্বলা।	পয়সার জোরে জমির মালিক হয়ে বসেছে বলে জমিদারের ছেলের কি এতবড় আস্পর্দ্ধা যে চাবুক হাতে নিয়ে বাড়ী বয়ে এসে যা নয় তা শুনিয়ে যাবে?

মুকুন্দলাল।	জোর আছে বলেই জুলুম করবার চাপরাস এঁটে তারা ঘুরে বেড়ায় মা।

উজ্জ্বলা।	কিন্তু আমরা এ উচ্ছৃঙ্খলতার উচিত জবাব দিতে চাই বাবা।

মুকুন্দলাল।	তুই শান্ত হ উজ্জ্বলা। উত্তেজনা দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। আমি একবার জমিদারের সঙ্গে নিজে দেখা করে আসি।

উজ্জ্বলা।	এত অপমানের পরেও তুমি নিজে যাবে জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে?

মুকুন্দলাল। (প্রশান্ত হাসিতে) প্রকৃত সত্যাগ্রহীর ব্যক্তিগত কোনো মান অপমানবোধ নেই। আজ আমাকে যদি ওরা অপমান করে তাড়িয়ে দেয়—সে অপমান শুধু আমার নয় প্রতিকারে অক্ষম, অপমান-লাঞ্ছিত সারা গ্রামবাসীর। প্রকৃত সত্যাগ্রহীর জীবনে পরাজয় নেই, পরাভব নেই।

মুকুন্দলাল প্রস্থানোদ্যত

উজ্জ্বলা। (প্রায় আপন মনে) কিন্তু মনসাপুরের ভাগ্যে লেখা শুধু পতন আর পরাজয়। এরা মেরুদণ্ড সোজা করে সামনের দিকে তাকাতে পর্যাস্ত ভয় করে—ভয় আর ত্রাসের বিষ এদের প্রতি অণু পরমাণুতে। তাইত আমি সামনে তাকিয়ে দেখছি অন্ধকার—শুধু অন্ধকার। আর সেই ভীষণ অন্ধকারের বুকে অত্যাচারী কালাপাহাড়ের প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি……

হঠাৎ পেছন হইতে সন্ন্যাসীর আবৃত্তি শুনিয়া উজ্জ্বলা চমকিয়া উঠিল। গৈরিক বসন পরিহিত উজ্জ্বল-কান্তি সন্ন্যাসীর বিপুল আবেগময় আবৃত্তি শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী। 'আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ করোনা পাখা।'

আবৃত্তির মোহ কাটিতেই মুকুন্দলাল আগন্তুককে স্পষ্ট করিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি গভীর আবেগে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

মুকুন্দলাল। সূর্য্যশঙ্কর, সূর্য্যশঙ্কর—তুমি! তুমি সূর্য্যশঙ্কর! আজ তোমাকে বড় প্রয়োজন—এ দুঃসময়ে তোমাকে আমাদের বড় প্রয়োজন।

উজ্জ্বলা। কাকাবাবু—এদ্দিন পরে আমাদের মনে পড়লো আপনার?

উজ্জ্বলা তাঁহার পদধূলি মাথায় স্পর্শ করিল।
সূর্য্যশঙ্কর কয়েক পা পিছনে হটিয়া গেলেন।

সূর্য্যশঙ্কর। সূর্য্যশঙ্কর নয়—কাকাবাবু নয়—আমি সন্ন্যাসী—সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী।

নিজের উচ্চারণে হাসিয়া উঠিলেন

মুকুন্দলাল। লোকে তোমাকে তাই জানে। কিন্তু আমাদের জানা যে তাদের চেয়েও বেশি প্রত্যক্ষ, বেশি সত্য। যেদিন তুমি ন্যাশন্যাল স্কুল ছেড়ে চলে গেলে—সেদিন মনে হলো আমার একটি হাতই অচল হয়ে গেছে। তুমি স্কুলের বাছা বাছা ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গুপ্তদল গড়লে—আমি সায় দিতে পারলাম না। সেই থেকে দু'জনের হলো ছাড়াছাড়ি—কিন্তু আমি জমিদার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি—তারপর তোমার মুখে সব বৃত্তান্ত শুনব। উজ্জ্বলা, কাকাবাবুর দেখা শোনার ভার রইলো তোর উপর।

মুকুন্দলাল চলিয়া গেলেন

চলুন কাকাবাবু, ফলমূল কেটে দিই, খাবেন চলুন।

সূর্য্যশঙ্করের মুখে গভীর চিন্তার ছবি তিনি জবাব দিলেন না। আপনমনে পায়চারি করিলেন। উজ্জ্বলা পেছনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সূর্য শঙ্কর। উত্তেজনার মুখে যারা পুলিশের ছাউনী পুড়িয়ে এসেছে পুলিশের জবরদস্তি থেকে তাদের রক্ষার কী ব্যবস্থা হয়েছে উজ্জ্বলা ?

উজ্জ্বলা। আপনার কানেও সে খবর পৌঁছেচে কাকাবাবু ?

সূর্যাশঙ্কর। খবরটা শোনার পর থেকে আর স্থির থাকতে পারিনি। জাতির ক্ষতমুখ থেকে আজ রক্ত উৎসারিত হচ্ছে—গৈরিক বসন তার কতটুকু প্রলেপ দিতে পারে উজ্জ্বলা ?

উজ্জ্বলা। এই যে অন্যায় জুলুম—ক্ষমা নেই, দয়া নেই, বিচার নেই—শুধু নিষ্ঠুর শাসন আর শোষণ, এর কি শেষ নেই কাকাবাবু? এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

সূর্যাশঙ্কর। (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর ভাবোন্মাদ কণ্ঠে)

'আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা
কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন
শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'

'এর কি শেষ নেই ? এর কি কোন প্রতিকার নেই ?' (উজ্জ্বলাকে) এ প্রশ্ন শুধু তোমার নয়—আমার নয়—কারো একার নয়—শৃঙ্খলিত মানুষের শতাব্দী-লাঞ্ছিত মন থেকে ধ্বনিত হচ্ছে আকুল এই প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দেবে কে ?......তবু মনে হয়, এর প্রয়োজন ছিল,

পরাধীন জাতির জীবনে এমনি একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ আর নিদারুণ ঝঞ্ঝার প্রয়োজন ছিল। (সূর্য্যশঙ্কর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন) অভিমন্যু বধের জন্যেইত পার্থসারথির হাতে মৃত্যুবাণ তুলে দিতে পেরেছিলেন পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। কে জানে, প্রলয়ের রাতে কোন নতুন কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামভূমি রচনা করছে ভাবী কালের মরণবিজয়া বীর। উজ্জ্বলা, মৃত্যুহীন, শঙ্কাহীন, কুণ্ঠাহীন চিত্তে তুলে নিতে হবে ধূলি-লুণ্ঠিত দেবতার বিজয়শঙ্খ

হঠাৎ আগুনের তীব্র আঁচ আসিয়া পড়িল সূর্য্যশঙ্কর এবং উজ্জ্বলার চোখে মুখে।

উজ্জ্বলা। (চঞ্চল ভাবে) কাকাবাবু—ওদের কাজ ওরা শুরু করেছে—আমাদের তৈরী হবার পর্য্যন্ত সুযোগ দেয়নি। এক্ষুনি সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে—নিরীহ লোকগুলোর ঘরে আগুন লাগিয়ে জমিদার প্রতিহিংসার পৈশাচিক আনন্দে হয়ত মশগুল হয়ে আছে········

সূর্য্যশঙ্কর গভীর উদ্বেগে অগ্রসর হইলেন। যদিও তাঁহার ব্যবহারে চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না।

সূর্য্যশঙ্কর। এরকম একটা কিছু ঘটবে—তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলা। কিন্তু আপনি যাবেন না কাকাবাবু—আমি দেখছি।

সূর্য্যশঙ্কর। অবুঝ হস্‌নে উজ্জ্বলা। চল্‌ একসঙ্গেই দু'জনে যাই। গেরুয়া বসনে তাজা আগুনের রঙ মেখে আসি। কিন্তু এত বিচলিত হলেত চলবে না মা। ভুলে যাস্ কেন—

সমুদ্রমন্থনের পরেই দেবতার ভাণ্ড অমৃতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জাতির সব দুঃখ, সব বেদনার বিষ নিঃশেষে পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন যে মহাত্মা—তাঁর আশীর্ব্বাদ সকলের অগোচরে ঝরছে এই অভিশপ্ত জাতির উপর।

দমকা হওয়ায় সন্ন্যাসীর ঘন কেশরাশি উড়িতে লাগিল। তিনি যেন তিমির পথের মশালধারী বীরের গৌরবে অগ্রসর হইলেন—তাঁহাকে অনুসরণ করিল উজ্জ্বলা।

সূর্য্যশঙ্কর। "শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ"

তাহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ের আভাস দিয়া মঞ্চের আলো ক্রমশঃ নিভিয়া আসিল। যবনিকা নামিতেছে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদার বাড়ীর প্রশস্ত হলঘরে কৃষ্ণগোবিন্দ বিক্ষুব্ধভাবে পায়চারী করিতেছেন, পিছনে চিন্তাহরণ।

কৃষ্ণগোবিন্দ। ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, ঘোরতর ষড়যন্ত্র! (কাতর কণ্ঠে) আমার ছেলেকে আমার কাছে ওরা পর করে দিতে চায়। চক্রীরা ওঁত পেতে বসে আছে কীসে বাপ ছেলের মধ্যে একট মনোমালিন্য সৃষ্টি করে জমিদারীটা ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যায়।

চিন্তাহরণ। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমার ছেলে তোমার ঘর আলো করে জুড়ে বসে থাকুক, এত আমাদের গৌরবের বিষয়

কৃষ্ণগোবিন্দ। কিন্তু সরকার বাড়ীর ঘটনাটাত আর চেপে যাওয়া সহজ নয়। হিমু নিজের হাতে চাবুক চালিয়েছে······

কৃষ্ণগোবিন্দ। মুকুন্দলাল আজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

চিন্তাহরণ। তিনি ব্যাপারটা গোড়াতেই নিষ্পত্তি করতে চান। দিন কাল যা পড়েছে, এ অত্যাচারের একটা কূল কিনারা না করলে দেশের লোকদের শাসনে রাখাই কঠিন হবে।

কৃষ্ণগোবিন্দ। তুমি শুধু অত্যাচারটাই দেখলে, অভিযোগটা এখনো শুনোনি।

চিন্তাহরণ। শুনেছি সবই। কিন্তু পুলিশের ছাউনি পুড়িয়ে দিয়ে তারা যত বড় অন্যায়ই করুক, সে শাস্তির ভার হিমুর উপর নয়। তার জন্যে আইন আছে, আদালত রয়েছে।…

কৃষ্ণগোবিন্দ। অর্থাৎ সব দোষই হিমুর। শেষ পর্য্যন্ত তুমি, তুমিও হিমুর বিরুদ্ধে আমার মনকে বিষিয়ে তুলতে চাও? অন্যায় করলে কঠোর হতে আমিও জানি চিন্তাহরণ, কিন্তু হিমাদ্রি আমার কুড়ানো ছেলে, আমার হঠাৎ-পাওয়া সম্পত্তির মধ্যমণির মত সে জ্বল জ্বল করবে, এই ভরসাতেই সকলের মতের বিরুদ্ধে এ বাড়ীতে তাকে আমি ছেলের মর্য্যাদায় গ্রহণ করেছি। তার বিরুদ্ধে তাই কোন নালিশই আমি সহজে বিশ্বাস করতে পারি না, কোন অনুযোগ আমি সইতে পারি না। এ বুকে হিমুর জন্যে শুধু স্নেহ আর ক্ষমা। এই একটি জায়গায় আমি বড় দুর্ব্বল চিন্তাহরণ, বড় দুর্ব্বল।

চিন্তাহরণ নীরব, হঠাৎ পেছনে ফিরিলেন কৃষ্ণগোবিন্দ

কৃষ্ণগোবিন্দ। শুনলাম মুকুন্দপালের আইবুড়ো মেয়েটাই নাকি যত সব নষ্টের গোড়া, জানো নাকি কিছু?

চিন্তাহরণ। (বিজ্ঞ হাসিতে) খড় যখন শুকনো থাকে, তখন একটা পোড়া কাঠই দাবানল সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের সাবধান হতে হবে, নষ্টের গোড়া যে-ই হোউক না কেন, নির্য্যাতন করলে আগুনে শুধু অনুকূল হাওয়াই লাগবে মাত্র।

কৃষ্ণগোবিন্দ। নিশ্চই, নিশ্চয়ই, নির্য্যাতন নয়—অত্যাচার নয়—শুধু

সংশোধন। অন্যায় থেকে সত্যে, পাপ থেকে পুণ্যে, অন্ধকার থেকে আলোতে পথ-ভ্রষ্টদের পুনরুজ্জীবন।

হঠাৎ চোখ বন্ধ করিয়া আবৃত্তি

Oh God, lead me kindly through encircling gloom.

(চোখ খুলিয়া) ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েও ভগবানের পুত্র যীশু তাঁর পীড়ন-কারীদের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। ভগবানের অধম সন্তান আমরা, যীশুর ত্যাগ ও ধৈর্য্য যেন ভুলে না যাই। Blessed are the poor......ঈশ্বরের অপার করুণা আশীর্ব্বাদ হয়ে ঝরছে দীন-দরিদ্রের কুটীরে......

চিন্তাহরণ। তাহ'লে হিমুর এই বাড়াবাড়ি সংযত করা উচিত কৃষ্ণগোবিন্দ।

কৃষ্ণগোবিন্দ। শুধু উচিত নয়—একটা অবশ্য কর্ত্তব্য, একটা অনুজ্ঞা। রামকৃষ্ণ এক হাতে মাটি আর এক হাতে সোণা নিয়ে বলতেন, মাটি সোণা, সোণা মাটি, আর সঙ্গে সঙ্গে দুটোই জলে ফেলে দিতেন। তাঁর কাছে মাটি আর সোণা দুই-ই সমান ছিল। শুধু এইটুকু আশীর্ব্বাদ রেখো, যেন আমি একদিন মা জগদম্বার নাম কণ্ঠে নিয়ে লোভ হিংসা দ্বেষ পূর্ণ মাটীর সংসারের সব পার্থিব সম্পদ পেছনে ফেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি।

চোখ বুজিয়া

Oh God, lead me kindly through encircling gloom।

চিন্তাহরণ। দিন কাল ভাল নয়, হাওয়া উল্টো বইতে শুরু করেছে। বিপদের দিনে সৎ পরামর্শ দেয়াই বন্ধুর কর্ত্তব্য। এতে তুমি রাগই কর আর খুশিই হও হিমু বাছাকে একটু রাশ টেনে চলতে বলো কৃষ্ণগোবিন্দ সরকার বাড়ীর কেলেঙ্কারীর যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে, তবে জমিদারীর দাপটেও সে কালিমা মুছে ফেলা যাবে না।

কৃষ্ণগোবিন্দ। ঈশ্বর করুণাময়। সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, তিনি আমাদের পরীক্ষা করছেন, একদিন ছিলেম পথের ভিখিরি, আজ পেয়েছি অতুল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু তাও বহুরূপী ভগবানের একটা লীলা। এই সম্পদ, বৈভব, এ ত মানুষকে পীড়ন করবার জন্যে নয় চিন্তাহরণ।

চিন্তাহরণ। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে এত বড় কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ যুগ পাপ আর অনাচারে ডুবে আছে, তবু মেয়েদের অসম্মানে এ যুগের দুর্য্যোধনেরও বিনাশ নিশ্চিত। মনে থাকে যেন কৃষ্ণগোবিন্দ। আজ তুমি জমিদার, বিপুল তোমার সম্মান, অসাধারণ তোমার প্রতি-পত্তি, তবু কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে। হিমুর এই গোয়ার্ত্তুমি ধর্মে সইবে না।

চিন্তাহরণের প্রস্থান

কৃষ্ণগোবিন্দ। (চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া) জানি চিন্তাহরণ, জানি। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে সেই অসীম অনন্ত পরমপুরুষের পবিত্র

স্পর্শ মনে প্রাণে অনুভব করি। জানি ধর্মের কল আপনি নড়ে। আর মানুষের স্থূল চোখকে মানুষ যদি বা ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু সকল চক্ষুর অন্তরালে, সকলের ঊর্দ্ধে সেই অদৃশ্য পরমপিতার কাছে একদিন কৃতকার্য্যের জন্যে সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। ভগবানের পুত্র যীশু বলেছেন—একমাত্র অনুতাপের অশ্রুতেই আমাদের সব পাপ, সব তাপ, সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যেতে পারে।

চোখ বুঁজিয়া আবৃত্তি

মোচন কর বন্ধন সব
    মোচন কর হে
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ
    তুলিয়া ধর হে......

পেছন দিক হইতে বেগে রত্নার প্রবেশ

রত্না। Good God, তুমি এখানে আরাম করে কবিতা আওড়াচ্ছ আর আমি সারা বাড়ীময় পই পই করে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। How funny!

কৃষ্ণগোবিন্দ। ভগবানের নাম-গানকে অমন করে তুচ্ছ করতে নেই রত্না। বিষয়ী লোক আমরা, অনুক্ষণ সংসারের পাঁকে ডুবে আছি। তার ফাঁকে ফাঁকে ভুবনেশ্বরের নাম কণ্ঠে তুলে নেয়া, সেত আমাদের পরম সৌভাগ্য।

রত্না। ধর্ম, সৌভাগ্য, ভুবনেশ্বর—These are all Greek to me. তোমাকে যা বলতে এসেছি ... (হঠাৎ পিতাকে

জড়াইয়া ধরিল) অরুর বিরুদ্ধে এবার তোমাকে নালিশ শুনতেই হবে বাবা। My dear father, be impartial and deliver justice.

কৃষ্ণগোবিন্দ। (হাসিয়া) পাগলী মেয়ে, শুরু হয়েছে বুঝি দুজনে আবার ঠোকাঠুকি ?

মঞ্জা। ঠোকাঠুকি নয় বাবা—এবার regular civil war, বয়সে ছোট বলে অরু আমাকে কেয়ারই করতে চায় না— কিন্তু just see (সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) আমি কি আগের মত ফ্রক পরা খুকীটি আছি নাকি ?

কৃষ্ণগোবিন্দ। (সকৌতুকে) এক বছর পর জুনিয়র ক্যাম্ব্রিজ পাশ করে কলেজে ঢুকবি—তোকে খুকী বলা খুবই অন্যায়।

মঞ্জা। কিন্তু তবু অরুকে তুমি মুখের কথাটি পর্যান্ত বলতে চাও না। এই জন্যেই ত সে এমন করে আমার সব কাজে interfere করতে সাহস পায়।

কৃষ্ণগোবিন্দ। ও, তোর ঘন ঘন মোটরে করে হাওয়া খেতে যেতে বারণ করেছে বুঝি ?

মঞ্জা। ওতে অরুর এত গা জ্বালা কেন বাবা ? আমার খুশি আমি যাব—যতবার ইচ্ছে বেড়াব।

কৃষ্ণগোবিন্দ। আচ্ছা আচ্ছা তাই যাস্।

মঞ্জা। এই বুঝি অরুকে শাসন করা হলো ? (ঠোঁট বাঁকাইয়া) আমি জানি, তোমার বড় মেয়েই তোমার সব। তাকে তুমি কিছু বলতে চাও না, বেশ, আমিও তোমাকে বলে রাখছি বাবা, আমি কম্যুনিষ্ট হয়ে যাব। None but

the devil can stop me from becoming communist.

সন্তর্পণে অরুন্ধতীর প্রবেশ। খদ্দরের শাড়ী পরিহিতা হাতে এক বাক্স ঔষধ ও ব্যাণ্ডেজের সামগ্রী

অরুন্ধতী। বাবার কাছে কী সব লাগানো হচ্ছে শুনি ?

রঞ্জা। (উদ্ধত কণ্ঠে) Dare you talk again ? (পিতার দিকে) ওর কি স্পর্দ্ধা বাবা আমায় বলে কি না Preco-cious. Precocious মানে কি জানিস ? can you spell the word ?

অরুন্ধতী। (স্নিগ্ধ হাসিতে) ঔষধে ঠিকই ধরেছে।

রঞ্জা। কিন্তু তার আগে মোটর নিয়ে কে বেরুবে তাই ঠিক হোক।

অরুন্ধতী। ওর কী বেয়াড়া আবদার বাবা। সময় অসময় জ্ঞান নেই। মনসাপুরের মারপিটের কথা ত জানোই বাবা। বড়দা চাবুক মেরে বিস্তর লোককে জখম করে এসেছে। ওদের শুশ্রূষার দরকার, তাই মোটরটা আমি নিতে চেয়েছিলাম। বড় লোকের মেয়ের সান্ধ্য-বিহার তাতে মাঠে মারা যায় কি না—তাই এখানে এসে কান খাড়া হচ্ছে।

রঞ্জা। কতকগুলো ছোট লোকের পিঠের চামড়া কেটে রক্ত বেরুচ্ছে, তার জন্যে Shall I sacrifice my pleasure-drive ? A ludicrous idea indeed ! তোমার বুকে

দরদ থাকে তুমি এই পথটুকু কষ্ট করে হেঁটে গিয়ে বিলিয়ে দিলেই পার No body debars you...

অরুন্ধতী। চিকিৎসার অভাবে, শুশ্রূষার অভাবে গরীব লোকগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে মরুক, তবু তোর জিদ বজায় রাখা চাই—এইত ?

মন্না। তোমার সেবাব্রত পালনের জন্যে বাবা মোটর কিনেন নি। তার জন্যে মঠ আছে, মন্দির আছে, আশ্রম রয়েছে—There is no dearth of philanthropic institutions in India. (পিতাকে) তোমাকে আবার বলে রাখছি বাবা—তুমি যদি অরুর কথায় সায় দাও তবে Surely shall turn a communist

কৃষ্ণগোবিন্দ। এই বুড়ো বয়সে তোদের ঝামেলা আর সইতে পারি না। (অরুন্ধতীকে) তুই বরং হেঁটেই যা মা, তুইত অবুঝ নস, পাগলীকে মনের সাধ পুরিয়ে মোটর নিয়ে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে দে।

মন্না। (আনন্দের অতিশয্যে পিতাকে জড়াইয়া) That's like a jolly good father. my dear, loving father.

অরুন্ধতী। আমি না হয় হেঁটেই যাচ্ছি বাবা—আর রোজ ত হেঁটেই যাই, আজ বিশেষ তাড়াতাড়ি বলে মোটর চেয়েছিলাম। কিন্তু মন্নার খেয়ালকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি খেয়োনা বাবা।

মন্না। খেয়াল? Merely a whim ? Don't poke your

nose in to my personal affair, I warn you not to......(পিতাকে) Don't listen to her nonsense.'

অরুন্ধতীর প্রস্থান

Future career এর জন্য নিজকে আমি সবে মাত্র তৈরী করতে শুরু করেছি বাবা। তুমিইত বলেছিলে—আমাকে "এয়ার ফোর্সে" জয়েন করতে দেবে, And I must prove epual to the task father, I, your naughty, youugest daughter will fulfil your fond wish. বাঙালী মেয়েরা ভীরু, এই অপবাদ আমি ঘুচাব বাবা। নিজে মোটর ড্রাইভ করে আমি চিনি, চায়না ঘুরে আসব What a splendid idea. অরুর কিন্তু মোটেই ambition নেই বাবা। ও জানে শুধু নার্সদের মত...

বাইরে মোটরের হর্ণের শব্দ বাজিয়া উঠিল।

[তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল রত্না]

রত্না। আমি যাচ্ছি বাবা। The car is ready.

নৃত্যপর হইয়া রত্নার প্রস্থান। বারান্দা হইতে আবার দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া ফেলিয়া যাওয়া ক্যাপ টা তুলিয়া লইল। তার পর পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল।

My grand, old father, don't be cross, dont be cross. I am your little, naughty daughter.

নৃত্যপর হইয়া রত্নার প্রস্থান। কৃষ্ণগোবিন্দ স্থির, গম্ভীর উদ্বিগ্ন। প্রবেশ করিলেন নয়নতারা। কৃষ্ণগোবিন্দ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ। রত্নার কথা কিছু আমাকে জিজ্ঞেস কর না, ওর খবরদারি করতে হয় তুমিই করো। তখনই বলেছিলুম কাজ নেই মেয়েকে সাহেবদের স্কুলে ভর্ত্তি করে। না মেয়ে বিলিতি ডিগ্রী পেয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। শিখেছে ত শুধু কথায় কথায় ইংরেজী বকুনি আর মোটর নিয়ে ভোঁ ভোঁ করে চরকীর মত ঘুরে বেড়ানো। উচ্ছৃঙ্খল, উচ্ছৃঙ্খল।

নয়নতারা। (শান্ত সংযত কণ্ঠে) বাপ হয়ে মেয়ের উদ্দামতাকে সংযত করতে না পারার কোন বাহাদুরি নেই।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (সুর চড়াইয়া) ওসব স্কুল মাষ্টারীতে আমি নেই। কোথায় মহাপ্রভুর নাম-গান করে দুদিন নিশ্চিন্তে কাটাব, তা নয় চারদিক থেকে হাজারো রকমের নালিশ আর নালিশ।

নয়নতারা। রত্নার দাপাদাপি বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হয়ে যাবে। ও এমন দোষের কিছু নয়। আর আমি তার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নিয়ে আসিনি।......

কৃষ্ণগোবিন্দ। (মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া) তবে কি অজয়? তার মাহাত্ম্য বোঝা আমাদের মত সংসারী লোকদের পক্ষে মাঝে মাঝে একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কখনো [illegible]

সেণ্টারে কাজ করেছেন, কখনো নাগে খাতায় নাম লিখাচ্ছেন। আবার খেয়াল হলো ত গ্রামের চুলী মালীদের ছেলে মেয়েদেরে জড়ো করে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন। (ব্যঙ্গের সুরে) তার কর্মসাধনার অপার লীলা তুমি আমি বুঝতে পারব না নয়ন। (একটু থামিয়া) আমার এক রসিক ঠাকুর্দা ছিলেন। তিনি বলতেন—দেখ গোবিন্দ, পাগল আমরা সবাই, তবে মনের সব কথা যে সকলের কাছে প্রকাশ করে, লোকে তাকেই উন্মাদ বলে, তার সংসর্গ এড়িয়ে চলে।

কৃষ্ণগোবিন্দ আপন মনেই হাসিয়া উঠিলেন।

আমার হয়েছে বিষম জ্বালা। সইতেও পারিনা, কইতেও পারি না।

নয়নতারা। অরু যদি গ্রামের লোকের জন্যে কিছুটা ভাল কাজ করতে পারে তাতে তোমার বাড়ীর দালানের একদিক ধ্বসে পড়বে না। আর তুমিও ফতুর হয়ে যাবে না। ওকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ নাই বা করলে।

কৃষ্ণগোবিন্দ। বেশ, বেশ মেয়েদের প্রতি তাদের মাতৃদেবী প্রসন্না থাকলেই হলো।

নয়নতারা। কিন্তু তাদের বাবার দত্তক পুত্রের আচরণ সম্পর্কে মায়ের কিছুটা বক্তব্য আছে।

কৃষ্ণগোবিন্দের মুখ কালো হই।উঠিল। দত্তক পুত্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। নয়নতারার এই অপ্রত্যাশিত অনুযোগের আভাসে তার জ্রকুঞ্চিত এবং গলার স্বর কর্কশ হইয়া উঠিল

কৃষ্ণগোবিন্দ। কী বলতে চাও ?

নয়নতারা। তোমার দত্তকপুত্র হিমাদ্রি শুধু এ বংশের নাম কলঙ্কিত করেনি, গ্রামের লোকদের জীবনকে পর্য্যন্ত অতিষ্ট করে তুলছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ। চিন্তাহরণ তোমার কাণ ভারী করেছে বুঝি ?

নয়নতারা। মনসাপুরের বাতাস পর্যন্ত চাপা কান্না ঘৃণায় ভারী হয়ে উঠেছে। কাণ ভারী করবার জন্যে বার্ত্তা বাহকের কোন প্রয়োজন নেই।

কৃষ্ণগোবিন্দ। মনসাপুরের ইতর জনতা সরকারী থানা আক্রমন করেছিল। মিলিটারী পুলিশের ছাউনি পুড়িয়ে দিয়েছিল, এসব খবরও আশা করি যথানিয়মে তোমার কাছে পৌঁছেচে ?

নয়নতারা। হিমুর সাফাই গাইবার জন্যে এর চেয়ে ও ভাল যুক্তি তোমার বুকে জমা রয়েছে। কিন্তু আমি গ্রামের লোকদের পক্ষ থেকেই জমিদারের কাছে সুবিচারের প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

কৃষ্ণগোবিন্দ। হিমু আমাদের ছেলে, বাপ হয়ে আমি তার কি বিচার করব ? জমিদারী রক্ষার সব দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে আমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

নয়নতারা। হোক সে ছেলে কিন্তু তার অপরাধ ক্ষমারও অযোগ্য। তুমি যোগ্য পুত্র দত্তক গ্রহণ করে তোমার বংশের ধারা বজায় রাখতে চেয়েছিলে, একটা দুর্দান্ত অত্যাচারী নিশ্চয়ই তোমার যোগ্য উত্তরাধিকারী নয়।

কৃষ্ণগোবিন্দ। তুমি আজ তার মা হতে ভুলে গেছ নয়ন, তাই তুমি চাও শুধু বিচার, ক্ষমাহীন, নিষ্ঠুর বিচার। কিন্তু আজ তার নিজের মা, একথা উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারত না।

নয়নতারা। বেপরোয়া চাবুকের আঘাতে যাদের দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়েছে, জমিদার আর পুলিশের জুলুমবাজির ভয়ে যারা ন্যায়ের দরবারে আরজি পেশ করতে সাহস পায়নি, তাদের সকলের মা হয়েই তোমার কাছে আমার এই একান্ত অনুরোধ।

কৃষ্ণগোবিন্দ। এখনো তোমার যুক্তি কথা কইছে। তাই তুমি বুঝতে পারছ না, এ বুকে তার জন্যে কতটুকু স্নেহ, কতটুকু মমতা সঞ্চিত হয়ে আছে, সে যে শুধু আমার দত্তকপুত্র নয়—তারো চেয়ে বড়ো, তার চেয়ে বেশী, সে যে আমার বর্ত্তমানের ভরসা আমার ভবিষ্যতের আশা। তারই কীর্ত্তিতে আমি নতুন করে বাঁচতে চাই, নতুন গৌরবে গৌরবান্বিত হতে চাই……

নয়নতারা। তুমি জমিদার, তোমার হাতে ন্যায়ের মানদণ্ড, স্নেহে দুর্ব্বল হওয়া তোমার শোভা পায় না।

হিমাদ্রির প্রবেশ।

কৃষ্ণগোবিন্দের মুখভাব কোমল হইয়া উঠিল।

হিমাদ্রি। গ্রামের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাচ্ছে বাবা।

কৃষ্ণগোবিন্দ। তবে ত ভাবনার কথা হিমু। এর একটা বিহিত করা চাই।

হিমাদ্রি। অবিলম্বে করা চাই, নইলে অবস্থা আমাদের আয়ত্তের

বাইরে চলে যাবে।

কৃষ্ণগোবিন্দ অসহায়ের মত একবার হিমাদ্রি এবং একবার নয়নতারার মুখের পানে তাকাইলেন। দত্তকপুত্রের পরামর্শে স্ত্রীর সমর্থন আছে কি না স্নেহান্ধ কৃষ্ণগোবিন্দ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ। তাইতো, তাইতো ব্যাপার ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে··· একটা কিছু অবিলম্বে করা চাই বই কি······(প্রায় আপন মনে) অবশ্যই চাই, নিশ্চয়ই চাই······(চোখ বুঁজিয়া) দুর্গে দুর্গতি নাশিনী···

হিমাদ্রি। চিন্তাহরণ কাকার মুখে শুনলাম আপনি নাকি বিদ্রোহীদের সঙ্গে আপোষ করার পক্ষপাতী।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (অনুনয়ের সুরে) ভুল, ভুল! চিন্তাহরণ আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেনি······ ··(নয়নতারার প্রতি) এই দেখো—তিন কানে কথা কী রকম ভাবে ফুলে ফেঁপে উঠে। আমি বল্লাম কি না········ (নিজের সমর্থনে কিছু বলিবার না পাইয়া অপ্রস্তুত বৃদ্ধ অসহায়ের মত শব্দ খুঁজিতে লাগিলেন) মানে, মানে, আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলুম·········আমার হয়েছে তিন ল্যাঠা—কোথায় দুদণ্ড নিশ্চিন্তে নাম জপ করব·········(চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত অবস্থায়)

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে !

হিমাদ্রি। ঝোঁকের মাথায় একটা অপরাধ করেছে বলে আপনি হয়ত নিজের প্রজাদের ক্ষমা করাই স্থির করেছিলেন বাবা।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (উল্লাসে) ঠিক তাই, ঠিক তাই। আমার মনের কথাটি তুমি কেড়ে নিয়েছ। হাজার হোক ওরা ত আম'দেরই প্রজা। আমাদের নিমক খেয়েই মানুষ। নিমক হারামির খেসারৎ না হয় আসমান জমিনের মালীক যিনি, তাঁর কাছেই দেবে। আমি তুমি প্রতিশোধ নেবার কে ?

হিমাদ্রি। দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় এদের উচ্ছৃঙ্খলতা না হয় ক্ষমা করা যেতে পারত। কিন্তু এখন চারদিকে চলছে উত্তেজনা। খুন-জখম আর অবাধ লুঠতরাজ। এখন যদি বিদ্রোহীদের কড়া হাতে শাসন না করেন তবে সারা গ্রামই অরাজক হয়ে উঠবে। আজ পুলিশের ছাউনী পুড়িয়েছে। চাই কি, কাল জমিদারকেও রুখে দাঁড়াবে।

কৃষ্ণগোবিন্দ। ভয়ানক, ভয়ানক সব কাণ্ড কারখানা। তবে ত আর প্রশ্রয় দেয়া ঠিক নয়। খুব শক্ত হাতে চাপ দেয়া চাই, যাতে বেয়াড়াদের ঘাড় চিরদিনের জন্যে নুয়ে আসে। জমিদারকে-বুড়ো আঙুল দেখানোর মজাটা একবার হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে-দাও হিমু। -

হিমাদ্রি। আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি বাবা। এখন শুধু আপনার অপেক্ষা।

কৃষ্ণগোবিন্দ। কিছু দরকার নেই। আমার অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। জমিদারীর সব ঝামেলা তোমার জিম্মায় হাওলা

করে দিয়ে আমি এক মনে মাধবকে স্মরণ করব। এইত আমার শেষ জীবনের বাসনা, তুমি কি বল নয়ন। বিদ্রোহীদেরে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সব ধর্মেই একটা গুরুতর অপরাধ, আর অপরাধীকে ক্ষমা করাও একটা পাপ বিশেষ।

নয়নতারা নীরবে স্নেহদুর্বল কৃষ্ণগোবিন্দের মুহুর্মুহু ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন, তাহার কণ্ঠস্বর শান্ত দৃঢ় একটা আদেশের ভঙ্গিতে উচ্চারিত

নয়নতারা কড়া হাতে শাসন করা মানে ত গণ্যমান্য ভদ্রলোকের বাড়ীতে হানা দিয়ে বাড়ীর মেয়েদের সামনে চাবুক আস্ফালন করে অপমান আর নিরীহ লোকদের শরীরের চামড়া ফাটিয়ে রক্ত বের করা ?

কৃষ্ণগোবিন্দ। (উত্তরকে তুষ্ট করিবার ভঙ্গীতে) ঠিক তা নয়, ঠিক তা নয়। সত্যিকার ঘটনাটা চিন্তাহরণ তোমাকে অতিরঞ্জিত করে বলেছে। মাথা কাটাকাটি আর রক্ত-গঙ্গা বয়ে যাওয়া ওসব চিন্তাহরণের গেঁজেল গল্প। আসলে ছুটো পুটিতে জনকয়েক জখম হয়েছিল—তা দুচার ফোঁটা টিংচার আয়োডিনেই সেরে গেছে।

নয়নতারা। (চাপা বিদ্রূপে) আর সে টিংচার আয়োডিন প্রায় সপ্তাহ কাল ধরে অরু নিজের হাতে লাগিয়েছিল সে খবরটাও গেঁজেল গল্প বোধ হয় ?

হিমাদ্রি। সবটাই অতিরঞ্জিত নয় মা—বেশ একটু মারধরই করতে

হয়েছিল। আর এটুকু জুলুম না করলে গ্রামের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াত। হয়ত আমাদের বাস করাই অসম্ভব হয়ে উঠত। জমিদারীর কোন অভিজ্ঞতা নেই আপনার—তাই বিদ্রোহীদের শাসন করাটাকে আপনি বড় করে দেখছেন, কিন্তু সম্পত্তি রাখতে হলে একটু কঠিন হতে হবে বৈ কি। (একটু থামিয়া) সাপকে খেলাবার জন্যে যেমন প্রথমেই বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে হয়, ছোট লোকদের তেমনি প্রথম থেকেই জুতোর ঠোক্কর দিয়ে দাবিয়ে রাখতে হবে, এখানে দয়া দেখাতে যান, ওরা প্রশ্রয় পেয়ে আপনার সামনে মাথা উঁচু করে থাকবে আর ভাববে এটাই তাদের অধিকার।

নয়নতারা হিমাদ্রির কথায় কোন জবাব না দিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন।

নয়নতারা। প্রজা ঠেঙানোতো বনেদী জমিদারের বনেদী প্রথা, কিন্তু লটারীর টাকায় হঠাৎ-কেনা জমিদারীর মালীকের পক্ষে তাঁর দত্তক পুত্রের যোগাযোগে প্রজাপীড়নটা একটু বিষদৃশ ঠেকে নাকি?

হিমাদ্রি মাথা হেঁট করিল। কৃষ্ণগোবিন্দ হঠাৎ জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না।

নয়নতারা। একদিন তুমি গরীব ছিলে। কিন্তু তোমার সম্ভ্রমবোধ ছিল। সেদিন তুমি বিষয়ী ছিলে না, কিন্তু তোমার বিবেক ছিল। সংসারের প্রতি তোমার কোন খেয়াল ছিল না। কিন্তু সত্তাকে তুমি শ্রদ্ধা করতে। আজ

তুমি ধনী হয়েছ, পারনি শুধু নিজের জীবনকে ধন্য করতে। মান পেয়েছ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দশের মানকে তুমি নিষ্ঠুরের মত হরণ কর্ত্তে কুণ্ঠিত হও নি।

হিমাদ্রি। অন্যায় যদি হয়ে থাকে তার সব দায়িত্ব একা আমার। বাবার এ ব্যাপারে কোন হাত ছিল না, আপনি যদি পছন্দ না করেন তবে আমি বিষয় সম্পত্তি থেকে সরে দাঁড়াতেও রাজী আছি।

নয়নতারা (দৃঢ় সুরে) তোমার না থাক, যাদের জীবন মরণ সমস্যা তাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা করে গ্রামে থাকবার অধিকার অবশ্যই আছে। আজই এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্। আমি স্পষ্ট ভাবে জানতে চাই এই অবাধ জুলুমবাজী বন্ধ হবে, না বিদ্রোহীদের শাসনের নামে এই নিষ্ঠুর অত্যাচার চলতে থাকবে।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (হিমাদ্রির প্রতি) তা বটে, অন্যায় না হয় একটা করেই ফেলেছে। সব উদ্ভ্রান্তের দল। এবারকার মত ওদের রেহাই দাও হিমু। মানুষের উৎপীড়নে ভগবানের পুত্র যীশুর মুখ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবু তিনি হাসিমুখে বলেছিলেন—"Hate the sin but not the sinner."

নয়নতারা। (গাঢ় গলায়) অযাচিত করুণায় লক্ষ্মীনারায়ণ তোমার হাতে অতুল ঐশ্বর্য্য তুলে দিয়েছিলেন। তোমার হাত দিয়ে মানুষের কল্যাণে সে বিপুল সম্পদ ব্যয়িত হবে, আমাদের কুলদেবতার হয়ত এই ছিল গোপন অভিলাষ। কিন্তু

তুমি আর তোমার এজেন্টদের হাতে পড়ে সে সম্পত্তি মানুষ মারার কলে পরিণত হয়েছে তুমি কি বুঝতে পারছ না—এতে দিন দিন তোমার পাপের বোঝাই শুধু ভারী হয়ে উঠছে।

হিমাদ্রি রাগে গট গট করিতে লাগিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ। কিন্তু আমার শক্তি কতটুকু, আমি যে সেই অদৃশ্য বিধাতার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। আমার মধ্যে সেই অমিতপুণ্যের সূক্ষ্ম ইচ্ছাই নানা রূপে নানা লীলায় বার বার প্রকাশিত হচ্ছে। (চোখ বুঁজিয়া) তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র বাজাও আমারে। (চোখ মেলিয়া) নয়নতারা, নয়নতারা সংসারের আবর্ত্ত থেকে মুক্ত করে তাঁরই শ্রীপাদ পদ্মে নিজকে নিবেদন করবার জন্যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি। এই বিষয় সম্পত্তি, ধন দৌলত, সব হেলায় তুচ্ছ জ্ঞান করে আমি যেন নারায়ণের পুণ্য নাম গান করতে করতে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করতে পারি। এইটুকুই আমার শেষ ইচ্ছা নয়ন, আমার বুড়ো বয়সের অন্তিম বাসনা।

হিমাদ্রি। (চাবি কৃষ্ণগোবিন্দের পায়ের কাছে রাখিয়া) আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, জমিদারীর উন্নতি, কিন্তু আমাকে আপনি যেটুকু স্নেহে বুকে স্থান দিয়েছিলেন, যার তাতে লাগে , সুতরাং আপনাদের দুজনের মাঝখানে আমার না দাঁড়ানোই উচিত। আমি যাচ্ছি........

প্রণাম করিয়া হিমুর প্রস্থান। কৃষ্ণগোবিন্দ উতলা হইয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ। এতে রাগারাগির কি আছে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মত-বিরোধ ঐরকম হয়েই থাকে। হিমু হিমু.........

হিমুর পশ্চাদ্ধাবন করিতেই নয়নতারা স্বামীকে বাধা দিলেন।

নয়নতারা। (স্বামীকে জড়াইয়া) মিছেই তুমি ওর কথা ভেবে উতলা হচ্ছ। ও তোমার কে ?

কৃষ্ণগোবিন্দ। আমার কে ? ও আমার কে ? আমার বংশের ভবিষ্যৎ ধারক, আমার চৌদ্দপুরুষ ওরই হাতের একবিন্দু জল পাবার আশায় আকুল হয়ে আছেন.........

নয়নতারা। লক্ষ্মীনারায়ণের অনুগ্রহে সে দুঃখ তোমার একদিন না একদিন ঘুচবে। তুমি শান্ত হও। পথ থেকে যাকে কুড়িয়ে এনেছিলে, পথের টানেই তাকে যেতে দাও। এই ওর নিয়তি। হিমুর চিন্তা তুমি একেবারে মন থেকে মুছে ফেলে দাও।

কৃষ্ণগোবিন্দ। তুমি বুঝবে না ও আমার বুকের কতটুকু স্থান জুড়েছিল। তুমি তা বুঝবে না। (হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে) না, না, তোমাদের কোন কথা আমি আজ শুনব না। তোমরা আমার ছেলেকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে চাও। আমার ভবিষ্যৎ বংশধরকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাও। এ ফাঁদে আমি পা দেবো না। হিমু হিমু......ফিরে আয়, ফিরে আয়......

উদ্ভ্রান্তের মত কৃষ্ণগোবিন্দের প্রস্থান। তাহাকে অনুসরণ করিলেন নয়নতারা। একটু পরেই

এলায়িত ভঙ্গিতে প্রবেশ করিল রত্না। দেয়ালে সংযুক্ত আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুলের গুচ্ছ ঠিক করিতে রিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ভাজিতে লাগিল। সবুজ ওড়না মাটিতে লুটাইতেছে।

রত্না। (সুরে) "হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়"

হাতে টুরিষ্টব্যাগ সহ কুনাল মিত্রের প্রবেশ। ছেলেবেলা হইতেই তিনি আপন খেয়াল খুশি মত সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন বলিয়া দাবী করেন। মুখখানা সর্বদা হাস্যমধুর। চোখে চশমা, বয়স ত্রিশের বেশী নয়।

কুনাল। দেখুন…

রত্নার গানে আগন্তুকের আহ্বান ডুবিয়া গেলো।

কুনাল। দয়া করে একটু শুনবেন…

রত্না মুখ না ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল

রত্না। কে?

কুনাল। আমি। মানে মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে?

রত্না। আপনি কে?

কুনাল। বিস্তারিত পরিচয় দেয়া কঠিন।

রত্না। কোথেকে আসছেন?

কুনাল। মুশকিলেই ফেল্লেন দেখছি, আচ্ছা দাঁড়ান বলছি। (পকেট হইতে ডায়েরী বাহির করিয়া তারিখ দেখিল) লাস্ট সেপ্টেম্বরের তেরোই তারিখ ম্যাসাচুটেস্ থেকে ট্রেনে উঠেছি—তার পর via ফিলাডেলফিয়া…তা অত খবরে

আপনার ত দরকার নেই। তার চেয়ে মামাবাবুকে যদি kindly একটু খবর দেন......

শেষের কথা গুলো রত্নার কাণে গেলো না, ম্যাস-টুটেসকে তাহার কাছে মেশোমশায় শুনাচ্ছিল।

রত্না। কোন মেশোমশায় টশায় এখানে নেই।

কুনাল। (বিনীত ভঙ্গীতে ও নম্র কণ্ঠে) আজ্ঞে তা জানি। আমি লসএঞ্জেলসে থাকতেই তাঁর স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটেছে। আমি মামা বাবুর কাছে......

রত্না। কোত্থেকে এসেছেন বলব ? বাড়ী ?

কুনাল। নির্দ্দিষ্ট বাড়ী বলে কিছু নেই। তেরো বছর পাঁচ মাস বয়স থেকেই দেশের মাটীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই কি না। কবি গুরুর ভাষায় "দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ মরি খুঁজিয়া......মানে citizen of the world আর কি।

কুনাল মিত্রের এই উক্তিতে রত্না তড়িদ্বেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

রত্না। Good God ! (ক্ষমা প্রার্থনার সুরে) আমি অতটা খেয়াল করিনি। বসুন, বসুন।

কুনাল (উপবেশন করিয়া) আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওরকম দাঁড়িয়ে থাকা আমার অভ্যেস আছে। একবার প্রিটো-রিয়ার ডায়মণ্ড খনির মুখে রাস্তা বন্ধ হয়ে আমাদের খাড়া দশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

রত্না This is life. জীবনে অনেক দেশই দেখলেন। How interesting !

কুনাল। শেষ পর্যান্ত ঈশ্বর সব আশা পূর্ণ করলেই হয়। ইষ্ট বেঙলের বড় বড় নদীতে নৌকো করে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে আছে, জগদীশ্বর পূর্ণ করলেই হয়।

রত্না। Good God! নিজের দেশের নদীতে বেড়া'ন নি। তেরো বছর বয়স থেকেই ত দেশের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, বেড়াবেনইবা কেমন করে!

কুনাল। ঠিক তেরো বছর নয়। তেরো বছর পাঁচ মাস। আচ্ছা শুনলাম ইষ্ট বেঙ্গল নদী গুলো বর্ষায় খুবই দুর্দান্ত হয়ে উঠে।

রত্না। তখন কিন্তু ভয়ানক risky journey.

কুনাল। (তাচ্ছিল্যের হাসিতে) আমাজন নদীর তুলনায় ওসব ত নালা বিশেষ, নদী দেখতে চান ত যান এ্যামেরিকায়, মিসিসিপি, আমাজন, হাডসন্...

(হঠাৎ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া) জল, আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন।

রত্না। Sorry, আমার আগেই চা দেওয়া উচিত ছিল।

এক গ্লাস জল কুঁজো হইতে ঢালিয়া দিল।

কুনাল। কুয়ালালামপুরে আমরা কিন্তু তেষ্টা পেলে জলের বদলে গেলাস ভরে নারকেলের জল খেতাম, প্রচুর নারকেল পাওয়া যায় কি না।

রত্না। (বিস্মিত হইবার ভঙ্গিতে) Good God! সেখানেও ছিলেন না কি? কুয়ালালামপুরও এখন জাপানীদের দখলে।—আপনাদের আসতে দিলে?

কুনাল। ওদের খপ্পরে পড়লে কি আর সহজে রেহাই পেতাম। আমরা টুরিষ্টরা কুয়ালালামপুর ছেড়েছি……দাঁড়ান দেখে বলছি।

ডায়েরী দেখিয়া

হ্যাঁ, ১২ই ডিসেম্বর আমরা কুয়ালালামপুর ছেড়ে বোর্ণি-ওর দিকে রওয়ানা হই। তখন সেখানকার কী চমৎকার আবহাওয়া……

কুনাল রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে লাগিল, রত্না চট করিয়া পাখা খুলিয়া দিল।

রত্না। বরফের সহর থেকে বালুর দেশে পা দিয়েছেন…… গরমটা তাই বেশী মনে হচ্ছে।

কুনাল। (বাতাস উপভোগ করিয়া) আ……

রত্না। ফ্যানের বাতাস কিন্তু চট্ করে গরম হয়ে উঠে।

কুনাল। বাতাসের আরাম আর এখানে কি পাবো বলুন ? ট্যাঙ্গা-নিকার হ্রদের পাশে বিকেলের দিকে আধোছায়া আধো আলোতে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ুন—বাতাসের ছোঁয়াতেই আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। (চোখ বুঁজিয়া) It is a memory, it is a dream.

রত্না। How interesting! আমাকে কিন্তু আপনার ভ্রমণ কাহিনী পুরোপুরী শুনাতে হবে, তার আগে চলুন—চা খাবেন আর বাবার সঙ্গে দেখাও হবে।

কুনাল। মামা বাবু বাড়ীতে আছেন নাকি ? কী জানি এতদিন পর হয়ত আমাকে চিনতেই পারবেন না, দেশ ছেড়েছি

সে ত একযুগ আগে। আপনার যে বছর জন্ম হয় তখন আমি হামবুর্গের কারখানায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর কাজ করি……

রত্না। Good God! এসব ও আপনাকে করতে হয়েছে?

কুনাল। এই শুনেই ভড়কে গেলেন? সাউথ এ্যামেরিকায় মন্টি ভিডিয়োতে কুলিগিরি করে…But that's a different story. চলুন মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।

উভয়ের প্রস্থান। মঞ্চশূন্য। খানিকক্ষণ পরে গান গাহিতে গাহিতে অরুন্ধতীর প্রবেশ। সে আপন মনে সেলাই করিতেছে।

(অরুন্ধতীর গান)

সে আসে চুপে চুপে অন্ধকারে,
সে আসে ঘুমঘোরে স্বপন পারে।
সে মালা গাঁথি একা নয়ন জলে,
গোপনে সে ব্যথা-হার পরাই গলে।
শিশির ঝরে তার পথের 'পরে,
শিউলি বকুল দেয় আঁচল পাতি
নিরালা আকাশে জাগে চাঁদের বাতি
আপন মনে তার মুরতি গড়ি
নিশীথ বিরলে তারে বরণ করি॥

গানের মাঝখানে নীরবে পেছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন একজন ভদ্রলোক—অরুন্ধতীর জেল ফেরৎ স্বামী ইন্দ্রজিৎ সেন। খদ্দরের পোষাক—

চোখমুখে দৃঢ় সঙ্কল্প এবং গভীর দেশাত্ম-বোধের ছাপ উজ্জ্বল এবং অমলিন। বয়স বত্রিশের বেশী নয়—তবে কঠোর কারাজীবন যাপনের ফলে চেহারা অনেকটা কৃশ দেখাইতেছে। গান শেষ হইলে ইন্দ্রজিৎ অরুন্ধতীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ইন্দ্রজিৎ। (উচ্ছ্বাস বর্জ্জিত কণ্ঠে) অরু।

বহুদিনের হারানো অথচ অতি পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে অরুন্ধতী চমকিয়া উঠিল। বিস্ময় নির্ব্বাক তাহার কণ্ঠে বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না।

অরু। কবে ছাড়া পেলে? কোন খবর বার্ত্তা না দিয়ে…

ইন্দ্রজিৎ। তোমরা যে হঠাৎ বড়লোক হয়ে জমিদারীর খবরদারি করছ—তা কী করে জানব বল!

অরু। খবরদারিত ফলাচ্ছেন বাবা আর বড়দা।

ইন্দ্রজিৎ। এসে সবই শুনলাম। ভাগ্যিস্ উজ্জ্বলাদের ওখানে এসেছিলাম—ন্যাশন্যাল স্কুলে দুজনে এক সঙ্গে কাজ করতাম কি না, নইলে ত তোমাদের খোঁজই পেতাম না। সে থাক, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। চল, মা বাবাকে প্রণাম করে আসি, রত্না কোথায়?

(প্রস্থানোদ্যত)

অরু। দাঁড়াও, প্রণাম করে নিই।

অরু প্রণাম করিল।

ইন্দ্রজিৎ। (প্রশান্ত হাসিতে অরুকে তুলিয়া কাছে আনিল)

কপালে এত বড় সিঁদুরের ফোঁটা, স্বামী সন্দর্শনে আভূমি নত হয়ে প্রণাম, নিষ্ঠাবতী হিন্দু স্ত্রীর মত সব আচার আচরণ পালন, সত্যই তুমি অবাক করলে অরুন্ধতী।

পরস্পরের সান্নিধ্যে দুইজনের মিলিত হাসির আলোতে কক্ষটা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুকুন্দলালের বাড়ীর একটী কক্ষ। দেয়ালে টাঙ্গানো বৃহৎ একখানা মানচিত্রের বুকে ইন্দ্রজিৎ পিন্ দ্বারা বিশ্বসংগ্রামের গতি চিহ্নিত করিতেছে। অদূরের টেবিলে লিখনরতা উজ্জ্বলা। ব্যাটারী চালিতে রেডিওতে বাংলা সংবাদ ঘোষণা করা হইতেছে।

(রেডিওর ঘোষণা)

প্রায় তিনমাস কাল অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে নাৎসী পান্‌ৎসার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার পর সম্প্রতি মার্শাল ভরোশিলভের বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে! প্রতিপক্ষের যান্ত্রিক বাহিনীর সংখ্যাধিক্যই এই পশ্চাদপসরণের কারণ। হিংস্র ফ্যাসিস্ট বাহিনী আজ ষ্ট্যালিনগ্রাদের দ্বারপ্রান্তে—ষ্ট্যালিনগ্রাদ অধিকার করে রুষ সমর-প্রস্তুতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়াই হিট্‌লারের একমাত্র লক্ষ্য। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় মার্শাল ষ্ট্যালিন স্বয়ং নগর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। একটী সংক্ষিপ্ত ঘোষণাবানীতে তিনি নগরীর প্রত্যেকটি অধিবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে; শত্রু ত্রিশ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। তবু অবস্থা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায় নি। ষ্ট্যালিন গ্রাদের প্রত্যেকটি বাড়ী বিনষ্ট করে এবং প্রত্যেকটি লোককে পরাভূত

করে, তবেই শত্রুপক্ষ এই শূন্য নগরীতে নাৎসী পতাকা উত্তোলনের দুরাশা করতে পারে। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, যে সংগ্রামে দেশের প্রতিটি লোক দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সর্ব্বস্ব পণ করে লড়ছে, শত্রুসৈন্য শুধু অস্ত্রবলে তাদের অনমনীয় মনোবলকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না। শত্রু দ্বারদেশে—কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে তাদের পিছু হটতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ। য়ুরোপের ঘুণে-ধরা ডেমোক্রেসীর সঙ্গে যুদ্ধের পাঁয়তারা করে হিটলার ভেবেছিল, বাজি মাৎ হয়ে গেছে। সত্যি-কার যুদ্ধের দাপট সইতে হচ্ছে এবার। তিরিশ মাইল কেন, আমি বাজি রেখে বলতে পারি উজ্জ্বলা, তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছলেও শেষ পর্য্যন্ত ন্যাৎসীদের শূন্য ঝুলি বয়ে ফিরে আসতে হবে।

উজ্জ্বলা। (মাথা না তুলিয়া) ঈশ্বর তোমার ভবিষ্যৎ বাণী সর্ব্বাঙ্গীন সফল করুন। ও, তোমরা, কম্যুনিষ্টরা আবার ঈশ্বরের তোয়াক্কা রাখ না।

ইন্দ্রজিৎ। তুক্-তাকের কথা এটা না। (আত্মপ্রাদের হাসিতে) মস্কোর প্রান্তসীমায় দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের বিশ্ব-বিজয়ের স্বপ্নও রূঢ় আঘাত পেয়ে ভেঙে গিয়েছিলো, ষ্ট্যালিন-গ্রাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সেই ইতিহাসেরই সকরুণ পুনরা-বৃত্তি ঘটবে উজ্জ্বলা, ষ্ট্যালিনগ্রাদই নাৎসী নায়কের দম্ভের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবে।

উজ্জ্বলা। মুশকিল হচ্ছে কি জানো ইন্দ্রজিৎ, পেটে ভুখা আর বুকে

অসুখের যন্ত্রণা নিয়ে বিদেশী খোসখবরগুলো সাধারণ লোকের কাণে ঢুকাবারই সুযোগ পায় না।

ইন্দ্রজিৎ। তার জন্যে দায়ি কে? আমাদের কংগ্রেস নেতাদের নিষ্ক্রিয় নীতির ফলে…

উজ্জ্বলা। নেতারা ত জেলে। তাঁদের নিয়ে টানাটানি করো না। কিন্তু তোমরা যারা রাতারাতি দেশে কম্যুনিজম্ আমদানি করবার জন্যে মস্কোর সোল এজেন্সি নিয়ে এসেছ, তোমাদের নিজেদের আগে যাচাই করে দেখো।

ইন্দ্রজিৎ। তোমার মুখে খাঁটি গান্ধী-টেকনিকে আত্ম-শুদ্ধির উপদেশ শুনব—তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। তপস্যা আর উপবাসে আমাদের আত্ম-শুদ্ধি নয়—কাজের মধ্যে ভুলত্রুটির মধ্যেই আমাদের নীতি ও পথ তৈরী হতে থাকে।

উজ্জ্বলা। খোলা ময়দান পেয়ে জনযুদ্ধের হাঁকডাক আজ আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করছে, কিন্তু একটা সোজা প্রশ্নের জবাব দিতে পার ইন্দ্রজিৎ: এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বার্থ কোথায়? এর পেছনে আমাদের জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সমর্থনই বা কতটুকু?

ইন্দ্রজিৎ। এ যুদ্ধ সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ, তুমি চাও আর না চাও, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, তার বীভৎস মরণতাণ্ডব, তোমার ঘাড়ে হুড়মুড় করে চেপে বসেছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তার সবটুকু সর্বনাশা দাবী তোমাকে পূরণ করতে হবে। এ ঘূর্ণিচক্র থেকে কারো বাঁচোয়া নেই। হয় তোমাকে

স্রোতের সঙ্গে সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছতে হবে, আর না হয় হাত পা গুটিয়ে অতল গহ্বরে ডুবে মরতে হবে।

উজ্জ্বলা। স্রোতের ভাটায় সাঁতার কাটলেই যে আমরা তীরে পৌঁছব তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তার চেয়ে এই যুদ্ধকে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে আমরা সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করলে অতল গহ্বরে একেবারে হারিয়ে না ও যেতে পারি। কি বলো?

ইন্দ্রজিৎ। (বিজ্ঞের হাসি) একটা বাঁধাধরা সংস্কার নিয়ে দুনিয়ার হালচাল বিচার করলে এর চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত আর কি হতে পারে? কিন্তু গোড়াতেই তুমি ভুলে যাচ্ছ—এ যুদ্ধ জনসাধারণের সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট সরকারের যুদ্ধ। এর সুযোগ নেয়া মানেই ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে মিতালি করা। বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণায় অন্ধ হয়ে চাও তুমি জনসাধারণের ভাগ্যকে আগামী একশত বৎসরের জন্য ফ্যাসিস্ট শৃঙ্খলে বেঁধে দিতে?

উজ্জ্বলা। এই কারণেই কি তোমরা মিত্রশক্তির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আজাদী লড়াই লড়ছ?

ইন্দ্রজিৎ। মিত্রশক্তির জয়ের মধ্যে আমরা দেখছি জনসাধারণের শৃঙ্খল মুক্ত ভবিষ্যৎ—এই যুদ্ধের প্রয়োজনে সাধারণের মধ্যে যে সংহতি গড়ে উঠবে, সে স্বার্থত্যাগ এবং শক্তি ফ্যাসিষ্টদের পরাজিত করবে। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের অনিচ্ছুক হাত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবে।

উজ্জ্বলা। তাই বুঝি জাপানকে রুখবার জন্যে জনযুদ্ধওয়ালাদের রণহুঙ্কার? কিন্তু কোথায় আমাদের হাতিয়ার? ম্যালেরিয়া আর অর্দ্ধাশনে ভুগে ভুগে সামান্য লাঠি ধরবার হাতের জোরও যে আমাদের নেই ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ। আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আমাদের মনোবল—আমাদের morale ঠিক রাখতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের শক্তিকে সংহত করবার কত পথই না খোলা আছে। গ্রামে গ্রামে ফুড কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে, স্থানীয় দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে আমাদেরে দেশের জনমত গঠন করে তুলতে পারি। এক্সিস বেতার অনবরত মিথ্যে প্রচার চালাচ্ছে, আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এই যুদ্ধের সুযোগে যেন দ্বিতীয় কোন মিরজাফর আমাদের পায়ে জাপানী শাসনের শৃঙ্খল নতুন করে পরিয়ে না দেয়। আমাদের দেশের 'মর‍্যাল' অটুট রাখাই আমাদের সব চেয়ে বড় হাতিয়ার……

উজ্জ্বলা। চমৎকার……

ইন্দ্রজিৎ। আমাদের সাধারণের মধ্যে একথা জোরালো ভাবে প্রচার করা চাই—এ যুদ্ধ—সাম্য স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বর্ব্বরদের অভিযান। এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ—আমাদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে মিত্রশক্তির জয়লাভে সাহায্য করতে হবে—মিত্রশক্তির জয়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নতুন অধ্যায় রচিত হবে।

উজ্জ্বলা। নিখুঁত—

উজ্জ্বলা মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ইন্দ্রজিৎ। কি, ঠাট্টা হচ্ছে নাকি ?

উজ্জ্বলা। ঠাট্টা না করলেত গালাগাল দিতে হয়। কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাদের বাহাদুরি আছে মানতে হবে। তোমরা সব কম্যুনিষ্টরাই একেবারে দাড়ি, কমা, সেমিকোলন বাদ না দিয়ে একই যুক্তি অবিকল আওড়াতে পার— খাতায় পত্রে আর অঙ্কের হিসেবে তোমাদেরই জিৎ ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ। জেগে ঘুমিয়ে থাকলে জাগানো সত্যিই কঠিন। নইলে বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও নাৎসীরা কেন মস্কো দখল করতে পারলে না আর রেঙ্গুনে বোমা পড়তেই শতশত মাইল দূরের কলকাতার লোকেরা কেন মাথা বাঁচাবার জন্যে মরীয়া হয়ে পালাতে শুরু করলে ?

উজ্জ্বলা। (ব্যঙ্গের সুরে) তার কারণ ১৯৪২ ইংরেজীর ২২শে জুন ভোর পাঁচটা তিন মিনিটের পর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 'জন-যুদ্ধে' পরিণত হয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ। বিদেশী সরকারের পেছনে জনসমর্থন ছিল না বলেই সিঙাপুরের মত অপরাজেয় ঘাটির অতি সহজেই পতন হলো। সুতরাং জাপানী দস্যুরা রণসম্ভারের অপ্রাচুর্য্যের সুযোগে এবং দেশী বিভীষণদের সহায়তায় যাতে ভারতের বুকে হানা দিতে না পারে ··

উজ্জ্বলা। তার জন্যে হাতিয়ার না থাকলেও শুধু হাতের জোরেই আমাদের লড়াই শুরু করা উচিত না কি ?

ইন্দ্রজিৎ। দেশে বিশৃঙ্খলা, দাঙাহাঙামা সৃষ্টি করে যারা স্বাধীনতার কথা জোর গলায় প্রচার করে, তারা আসলে দেশের শত্রু, এরা জাপানের গুপ্তচর, দেশকে এরা শত্রুর হাতে তুলে দিতে চায়। আমাদের নজর রাখতে হবে—জাতি যাতে এই বিভ্রান্তিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।

উজ্জলা। ন্যাশন্যাল ওয়ারফ্রন্ট ও এর চেয়ে ভালো প্রোপগ্যাণ্ডা করতে পারত না। কিন্তু লোকের পোড়া পেট সে মস্কো-ব্র্যাণ্ড মদ ঠিক হজম করতে পারছে না ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ। আর তোমাদের দেশী তাড়ি বুঝি লোকে খুব ফুর্ত্তি করে হজম করচে? (প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া) শুনলাম এখানেও খুব জোরালো বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন চলছে—আর তার পাণ্ডা নাকি স্বয়ং শ্রীউপাধ্যায়।

উজ্জলা। গলাবাজি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন হচ্ছে পুরোপুরি কম্যুনিষ্ট্ টেকনিক্। কিন্তু মনসাপুর লাঠির মুখে লাথির জবাব দেবে। এ ফাঁকা বিক্ষোভ প্রদর্শন নয়—বিদ্রোহ, গণ-বিপ্লব। আর তার পুরোধায় দাঁড়িয়ে আছেন রক্তপতাকা হাতে নিয়ে স্বামীজী।

ইন্দ্রজিৎ। তেমন কল্পনা রোমাঞ্চকর সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা রাজনীতিও নয়, বিপ্লবও নয়। এ ধ্বংসাত্মক আন্দোলন দেশকে সর্ব্বনাশের গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এই বাস্তব বোধটুকু যদি তোমাদের আর তোমাদের পেছন থেকে যাঁরা উস্কানি দিচ্ছেন, তাঁদের থাকত, তবে বিদেশী সরকার আমাদের হাতিয়ারের দাবিকে বেশিদিন ঠেকিয়ে

রাখতে পারত না।

উজ্জ্বলা — গ্রামের লোকদের নিশ্চিত অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়ে উদ্বৃত্ত সব ধান বাইরে নিয়ে যাবে, আর যুদ্ধের অজুহাতে আমরা তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখব? (আবেগে) ইন্দ্রজিৎ, একদিন তুমি নিজের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে স্বামীজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলে— আজ শ্লোগানের মোহে সে মন্ত্র তুমি ভুলে গেছ—মস্কোর আয়নায় তুমি দেশকে দেখতে গিয়ে—দেশ, জাতি, তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। রাশিয়ার চোখে দেশকে দেখতে গিয়ে তুমি শ্লোগান পেয়েছ, কিন্তু পাওনি সত্য, মার্কসের দর্শন পেয়েছ, হারিয়েছ শুধু নিজের দেশকে। ইন্দ্রজিৎ, 'জনযুদ্ধে'র চশমা ছেড়ে খোলা চোখে দেশের পানে একবার ফিরে তাকাও— নিপীড়িত জনতা তোমাকে আকুল হয়ে ডাকছে। জাতি প্রস্তুত, চাই শুধু সেনানার সাহসী পদক্ষেপ। মুক্তির স্বর্গ ছিনিয়ে আনবার এইত পরম লগ্ন…

মুকুন্দলাল ও সূর্য্যশঙ্করের প্রবেশ।

মুকুন্দলাল — মিথ্যে, মিথ্যে তোমাদের এইসব তোড়জোর। জমিদারকে ডিঙিয়ে গ্রামের সব ধান পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেবে তোমরা লাঠির জোরে—বাতুলের কল্পনা।

উজ্জ্বলা ও ইন্দ্রজিতের প্রস্থান।

সূর্য্যশঙ্কর — কল্পনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাস্তবে রূপলাভ না করে, ততক্ষণ তা বাতুলের আকাশকুসুম স্বপ্নই থাকে মুকুন্দ লাল।

মুকুন্দলাল। তাই যদি বোঝ, তবে কেন এই মরীচিকার পেছনে ছুটে চলা? সূর্য্যশঙ্কর, তুমি আমার আজীবনের বন্ধু তবু নিয়তি আমাদের কর্ম্মজীবনে বার বার উল্টোপথে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু আজ শুধু একটি অনুরোধ, হিংসার বীজ ছড়িয়ে আমার মানুষ-গড়ার স্বপ্নকে তুমি ব্যর্থ করে দিও না।

সূর্য্যশঙ্কর দেশের দিকে একবার ফিরে তাকাও মুকুন্দলাল।

মুকুন্দলাল। তাকাতে গিয়ে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। মহাত্মাজীর একযুগের সাধনা এমনি ফুৎকারে উড়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় অধীর জাত তা বুঝতে পারছে না। অত্যাচারে, উৎপীড়নে নিজের আদর্শকে ভুলে যাওয়া যে নিজেদেরই চরম পরাজয়, এই উপলব্ধি আজ দেশের বুকে জাগিয়ে দেবে কে? না, না, না সূর্য্যশঙ্কর, তোমার ঐ দাঙ্গাবাজিতে আমি প্রাণ থাকতে সায় দিতে পারব না —জরুরী অবস্থার অজুহাতেও না।

সূর্য্যশঙ্কর। মনসাপুর তোমার নিজের হাতে গড়া গ্রাম। বিলিতি উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে নিজের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলে তুমি, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলে তুমি আজ দেশবরেণ্য নেতা হয়ে সবার পুরোধায় দাঁড়াতে পারতে।

মুকুন্দলাল। নেতৃত্ব আমি চাই নি—তোমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করা রাজনীতির টেক্‌নিক ও আমি ভালো বুঝিনে—জনসাধারণের কল্যাণই আমার রাজনীতি, আমার

দেশ-সেবা। দেশ যদি তৈরী না হয়, জাত যদি নিজেদের গড়ে না তুলতে পারে তবে শুধু সরকারের মুণ্ডপাত করলেইত দেশের স্বাধীনতা হাতের মুঠোয় এসে পৌছবে না…

সূর্য্যশঙ্কর। আমরা যখন রিভলবার হাতে নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে ছুটে গিয়েছিলাম, সে দিন বিপুল ধৈর্য্যে আর গভীর আত্মপ্রত্যয়ে নীরবে তুমি আত্মনিয়োগ করেছিলে জাতি গঠনের কাজে। দেশ সেদিন তোমায় মাথায় তুলে নিয়েছিল। কিন্তু আজ? তোমার নিজের গ্রামই কেন তোমার শিক্ষাকেও মানতে চাইছে না…

মুকুন্দলাল। বাইরে থেকে তোমরা এসে যদি উস্কানি না দিতে, তবে মনসাপুরে উপদ্রব, অশান্তি আদৌ ঘটত না সূর্য্যশঙ্কর। কিন্তু তোমাকে কি বলব…নিজের মেয়ে, নিজের মেয়েকে পর্য্যন্ত বোঝাতে পারছিনে…

সূর্য্যশঙ্কর। নতুন যুগের বেদনাকে তুমি বুঝতে পারছ না, তাই এযুগ তোমার কথা মেনে নিচ্ছে না। তবু তোমার শিক্ষা আজ নতুনরূপে সার্থক হয়ে উঠেছে।

মুকুন্দলাল। (ব্যঙ্গের সুরে) অভিনব সার্থকতা বটে। (গভীর দুঃখে) আমার চোখের সামনে আমারই ধ্যান, ধারণা, উপলব্ধি এমন মিথ্যে হয়ে যাবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি সূর্য্যশঙ্কর। আজ আমি অকপটে স্বীকার করব—আমার সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে…আমার পরাজয় আমি মাথা পেতে মেনে নেব।

সূর্য্যশঙ্কর। কিন্তু তোমার অভিনব পরাজয়ে আজ তোমারই কর্ম্মসাধনার জয়জয়কার। তুমি মানুষ গড়তে চেয়েছিলে মানুষ গড়া তোমার সত্য হয়ে উঠেছে বলেই না শিক্ষাহীন, সম্পদহীন, অস্ত্রহীন একটা গ্রাম জমিদারের জুলুমের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে ··

মুকুন্দলাল। কিন্তু জমিদারকে বাগ মানাবার এর চেয়েও শক্তিমান অস্ত্র রয়েছে সূর্য্যশঙ্কর—জোর ত শুধু লাঠি শূলফিতে নয়—আসল জোর রয়েছে দৃঢ়সঙ্কল্প জনসাধারণের মনোবলে, তাদের দুঃখবরণে। দাঙ্গাবাজি করলে নিজেদের আত্মিক শক্তিরই শুধু অপচয় করব, তা নয়। শত্রু আরও শক্তিমান হবে উঠবে।

সূর্য্যশঙ্কর। তুমি যাকে দাঙ্গাবাজি বলছ—ত জনসাধারণেরই আত্মরক্ষার মরীয়া সংগ্রাম। নিজের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে জমিদার আজ শোষণ-সঞ্চিত অর্থকেই আরও স্ফীত করে তুলতে চায়। কায়েমী স্বার্থ আর লোভী মুনাফা শিকারী ষড়যন্ত্র করে দেশের বুকের রক্ত চুষে নিচ্ছে ··এখন চুপ করে বসে থাকা অহিংসা নয়—অপমৃত্যুকে ডেকে আনা। এ সহিষ্ণুতা নয়, কাপুরুষতা··· ··

মুকুন্দলাল। তুমি আমায় সত্যিই সঙ্কটে ফেলেছ সূর্য্যশঙ্কর, তুমি আমার নিজের আদর্শকে নিজে ভুলে যেতে বলছ······

সূর্য্যশঙ্কর। তুমি জীবনে বহু বিপর্য্যয়ের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ—এই সঙ্কটেও তোমাকে নির্দ্দেশ দিতে হবে। গ্রাম তারই জন্যে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছে।

এ আদর্শচ্যুতি নয়—নতুন করে সত্যোপলব্ধি। আর্ত্ত মানুষের কণ্ঠে আজ প্রাণরক্ষার প্রার্থনা · অন্ন চাই, ঔষধ চাই···সংস্কারের ধূম্রজাল ভেদ করে দেশের পানে তাকিয়ে দেখো মুকুন্দলাল, জাতির বুকে আজ দাউ দাউ করে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে—সে আগুন বহু শতাব্দির পাপ আর লাঞ্ছনাকে নিঃশেষে পুড়িয়ে দিয়ে নতুন পথের সন্ধান দেবে। মুকুন্দলাল, তোমার হাতেই জ্বলে উঠুক ভাবী কালের উজ্জ্বল শিখা···

মুকুন্দলাল। শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর ··চট্ করে আমি কিছু বলতে পারছি না—আমাকে ভাবতে দাও।

শোভাযাত্রার কোলাহাল শ্রুত হইল। উজ্জ্বলার প্রবেশ।

উজ্জ্বলা। (সূর্য্যশঙ্করকে) শোভাযাত্রীরা এগিয়ে আসছে কাকাবাবু, জমিদারের লোকেরা হাঙামা বাধাবার চেষ্টায় আছে। আপনি সভায় চলুন।

সূর্য্যশঙ্কর। সব অবস্থার জন্যই আমরা প্রস্তুত উজ্জ্বলা। চলো···

মুকুন্দলাল। স্থির বুদ্ধিতে এখনো ভেবে দেখো সূর্য্যশঙ্কর। এখনো সময় আছে। অহেতুক একটা রক্তপাত, দাঙ্গাহাঙ্গামা ···গ্রামের এতে কল্যাণ নেই। উত্তেজনার মুখে আঘাত করা সহজ, কিন্তু গড়ে তোলার মত কর্ম্মী আমাদের দেশে খুবই বিরল। তাই আমি বলছি, ভাঙনের ঢেউ তুলে গত বিশবছরের গঠনের সিদ্ধিকে আর পথে তোমরা এমন ভাবে ব্যর্থ করে দিয়ো না, ব্যর্থ করে দিয়ো না।

মুকুন্দলাল ও উজ্জ্বলার প্রস্থান। দূর দিক্‌চক্রবলের দিকে তাকাইয়া সূর্য্যশঙ্কর ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তারপর নীচের পংক্তি গভীর আবেগে আবৃত্তি করিলেন।

নাগিনীরা চারিদিকে
ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বানী
শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই,
দানবের সাথে যারা
সংগ্রামের তরে,
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

মঞ্চ ঘুরিয়া গেলো। 'জমিদারের জুলুম বন্ধ হোক'—'ধান চাল রপ্তানী বন্ধ কর'—'চোরা বাজার ধ্বংস হোক'—'মুনাফা-শিকারী নিপাত যাক'—'কিষান মজুর এক হোক' প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে বিরাট শোভাযাত্রা পতাকা হস্তে ঐক্য সঙ্গীত গাহিয়া অগ্রসর হইতেছে।

(জনতার ঐক্য সঙ্গীত)

হে নিখিল বিশ্বের বঞ্চিত প্রাণ
উদয়ের পথে আজ করো অভিযান।
ঐ শোন দিকে দিকে আহ্বান মুক্তির,
ঘূচাও এ শৃঙ্খল—বন্ধন বন্দীর।

দুঃখের দুর্দ্দিন হো'ক আজ অবসান।
মরণজয়ী জাগো, অমর জীবন।
শেষ হোক স্বার্থের অবাধ শোষণ।
বেদনা বিরোধ আজ হোক অবসান
জাগো আজ নিখিলের নির্জীত প্রাণ।

মঞ্চ ঘুরিয়া পূর্ব্বের কক্ষটি উন্মোচিত করিল। একখানা চিঠি হস্তে বিচলিত উজ্জ্বলার প্রবেশ। চিঠি হাতে নিয়া পঠনরতা উজ্জ্বলা—মৃদু কণ্ঠের একটি অদৃশ্য স্বরে চিঠির বক্তব্য উচ্চারিত হইল।

(অদৃশ্য কণ্ঠের উচ্চারণ)

পুরুষের মন চিরদিন কামনা করেছে নারীর উদ্ভিন্ন যৌবনকে। একে লালসা বলো, সৌন্দর্য্যানুরাগ বলো আর প্রেম নামেই অভিহিত করো, আসলে এ কামনা একটি অন্ধ আকুতি, একটা চরম উন্মাদনা নারীকে জয় করবার প্রমত্ত আকর্ষণ। তুমি সেদিন ভীরু অপবাদ দিয়ে বীরের ললাটের কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলে। কিন্তু এ ভীরুতা নয়, যে নারী আমার চিত্তকে বিপুল আকর্ষণে অহরহ টানছে, তাঁর যৌবনের বন্দনায় সেদিনের চাবুক আস্ফালন আমার হাতে আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ছিলেম পথের ধুলোয়—আজ পেয়েছি রাজ ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তুমি যদি এসে পাশে স্থান না দাও, তবে মিথ্যে সে সম্পদ, গৌরবহীন সব সমারোহ, কিন্তু প্রেমের জন্যে প্রতীক্ষা আমি জানি না—জীবনে ধৈর্য্য ধরতে আমি

শিখিনি। তাই সবটুকু প্রভুত্বের দম্ভ নিয়ে তোমাকে জানাচ্ছি...সোমবার সন্ধ্যার পর তুমি বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হবে। কোন কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করলে তার পরিণাম ফল তোমাদের পক্ষে খুবই বিপদজনক দাঁড়াবে। একে আদেশ বলে মেনে দিতে পারো অথবা জমিদারের অনুরোধ বলে আত্মপ্রসাদ লাভও করতে পার। কিন্তু এই একটি মাত্র সর্ত্ত পালনের দ্বারাই গ্রামের সব ধান বাইরে রপ্তানি বন্ধ হতে পারে—নীতি আর সংস্কারের জীর্ণ মুখোস সাহসের সঙ্গে দূরে ছেড়ে ফেলে দিয়েই তুমি শত শত ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে পার, সহস্র সহস্র পরিবার তোমার এই অসাধ্য সাধনে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ধন্যবাদ জানাবে তোমাকে—এই শেষবারের মত তোমায় জানাচ্ছি—এই শেষ সুযোগ—চরম সুযোগ। সারা গ্রামের লোক আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন অস্বাভাবিক অবস্থা, ব্যক্তিগত মান-অপমান আর নীতি জ্ঞান রক্ষার সময় এটা নয়...

যুগপৎ ঘৃণা, ক্রোধ এবং অবজ্ঞার ছাপ উজ্জ্বলার মুখে ফুটিয়া উঠিল; সে চিঠিখানা ছুড়িয়া দিল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। সে পুনর্ব্বার চিঠিখানা কুড়াইয়া আনিল। প্রতিটি প্রতিধ্বনির সঙ্গে তাহার দেহভঙ্গী এবং মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

"ছিলেম পথের ধুলোয়—আজ পেয়েছি রাজ ঐশ্বর্য্য।

কিন্তু তুমি যদি এসে পাশে স্থান না দাও, তবে মিথ্যে সে সম্পদ, গৌরবহীন সব সমারোহ ”

“এই একটি মাত্র সর্ত্ত পালনের দ্বারাই গ্রামের সব ধান বাইরে রপ্তানি বন্ধ হতে পারে।”

“সারা গ্রামের লোক আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।”

“এখন অস্বাভাবিক অবস্থা, ব্যক্তিগত মান অপমান আর নীতিজ্ঞানরক্ষার সময় এটা নয়……”

ধীরে ধীরে যবনিকা নামিতেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

চা পানরত কুনাল ও রত্নার আলাপ আলোচনাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া যবনিকা উঠিল। কক্ষের একটু ভিতরের দিকে বসিয়া তাহারা আলাপ করিতেছে। সামনের স্থানটুকু শূন্য। বামে ও দক্ষিনে প্রবেশ দ্বার।

রত্না। Good God, যুদ্ধের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে শুধু ও মজা দেখবার জন্যে আপনি স্পেনে থেকে গেলেন? How funny!

কুনাল। শুনুন না ব্যাপারটা আগাগোড়া। বার্সিলোনার আকাশে তখন ফ্রাঙ্কোর উড়ো জাহাজ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে—সারা সহরে বিশৃঙ্খলা...যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। হঠাৎ সাইরেন পড়ল। আমাদের প্রায় দু ঘণ্টা ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো—কী ভয়ানক শাস্তি ভাবুন তো? সিগ্রেট জ্বালাবার পর্য্যন্ত নিয়ম নেই। পাশেই দেখতে পেলাম এক স্পেনিশ তরুণী—উদ্বেগে তার সুন্দর মুখখানি বিমর্ষ হয়ে উঠেছে। আমি এই বিপদেও রসিকতা করে বল্লুম...

I spread my dream upon thy silky hair,
Catch me darling, catch me in your
golden snare

রত্না। ধন্যি আপনার মনের জোর।

কুনাল। কিন্তু আবেদনটা মাঠেই মারা গেল। ভাবে বুঝলাম ও ইংরেজী জানে না। একটা কিছু ভয়ানক বিপদের কথা বলছি ভেবে শুধু আতঙ্কিত অস্ফুট উচ্চারণ করলে। বাঙলী মেয়ে যদি পাশে থাকতেন, তা হলে কিন্তু স্রেফ রবীন্দ্রনাথ ঢেলে দিতাম।

"অলকে কুসুম না দিও
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিও।
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিও"

রত্না ও কুনাল একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

রত্না। এর জবাবটা কী হতো অনুমান করতে পারেন?

কুনাল। Very surely ইংলিশ গার্ল হলে ঘাড় বেঁকিয়ে বলত How naughty!

রত্না। আর বাঙ্গালী মেয়ে হলে ওড়না দুলিয়ে বলতো :—

পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর-রাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে।"

কুনাল। মাথার উপর এরোপ্লেন উড়তে থাকলে বাঙ্গালী মেয়ের পেটের ভিতরই কবিত্ব খতম হয়ে যেত। বাঙ্গালী মেয়েদের বাহাদুরি ত শুধু শাড়ী স্যাণ্ডেল আর সিনেমাতে।

রত্না। You mean an insult to me?

কুনাল। You are an exception and exception only governs the rule.

এই ভাষায় প্রশংসায় রত্নার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রত্না। Exception! বাবাও তাই বলেন। (একখানি কেক্ হাতে তুলিয়া) দেব না কি আর একটা.....

কুনাল। With pleasure. খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে "ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।"

কুনাল আস্ত কেকটা মুখে পুরিল।

By the by, মামাবাবুকে যেন কী রকম উদাসীন মনে হলো। যেন কেমন কথাতে ঠিক মনোযোগ দিচ্ছেন না। অবিশ্যি তাঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। তবু যেন মনে হলো কী রকম.....

রত্না। না, না, বাবা সে রকম লোক নন। আত্মীয়স্বজনের প্রতি ওঁর খুবই দরদ। তবে জানেন কি না ইনি সারা-দিন গীতা, বাইবেল নিয়েই আছেন—তাই সব কথা সব সময় খেয়াল করেন না। ও আপনি কিছু ভাববেন না ......আমি সব ঠিক করে দেব.....

কুনাল। সেই ভরসাতেই আসা। আর এর পেছনে ঈশ্বরের একটা গোপন ইঙ্গিত কি দেখতে পাচ্ছেন না, মিস্ চৌধুরী? নইলে আপনাদের এই আকস্মিক সৌভাগ্যই বা হবে কেন, আর আমার মত ভবঘুরেই বা কেন এখানে ঠাঁই পাবে! জীবনে যা কিছু পুঁজি সঞ্চয় করেছি—তা মামাবাবুর হাতে নিরাপদ থাকবে, অন্তত এই সান্ত্বনা নিয়ে গ্রীনল্যাণ্ড পাড়ি দিতে পারব। এখন মামাবাবুর মত হলেই হয়।

রত্না। তাঁর মত আমি আদায় করে দেব। দেশদুনিয়া ঘুরে বেড়াবার সখ আমারও ছোটকাল থেকেই—কিন্তু scope কোথায়?

কুনাল। ধরুন দৈবাৎ যদি scope একটা জুটেই যায়—মামাবাবু নিশ্চয়ই রাজী হবেন না।

রত্না। Then I shall embrace Communism. বাবাকে রাজী করাবার ঐ একমাত্র ঔষধ। কম্যুনিষ্টদের বাবা জুজুর মত ভয় করেন আর ঘৃণাও করেন।

কুনাল। মামাবাবু যদি রাজী হন………

রত্না। হন নন, ধরুন তাঁর মত পেয়েই গেছেন। But one thing Mr. Mitra, আমরা কিন্তু plane এ যাব। I am so fond of air-voyage.

কুনাল। (কৌতুকহাস্যে) হার্টফেল হবে না ত? বাঙ্গালী মেয়েদের হার্ট weakest spot on the face of the earth. অতি সামান্য আঘাতেই ফেটে চৌচির হয়ে যায়। But you are an exception. কিন্তু কথায় কথায় গানের পালাটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে।…… Would you please walk over to the Piano.

রত্না। Right o'.

কুনাল। একটা ইতালীয়ান সুরের বাঙলা গান কিন্তু……

[রত্না হাসিয়া সম্মতি জানাইল]

[রত্না লাস্যে বেথাম্বিত হইয়া পিয়ানোর কাছে গেলো। কুনাল সিগ্রেট ধরাইয়া তাহার

পাশে ভাবাকুল নেত্রে দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে গান শুনিতে লাগিল।

(রত্নার গান)

ঐ পলাশরাঙা শাখায় শাখায়।
এলো কার বারতা ফুলের ভাষায়॥
দিগন্তে আজ রঙ লেগেছে কাঁচা সোণার।
শিশু শাখায় সমারোহ নতুন পাতার॥
রৌদ্রছায়া মৌমাছিকুল পাখির গানে—
কিসের সাড়া জেগেছে আজ বনে বনে॥
চিনি তোমায় চিরচপল হে অতিথি।
তবু তোমায় বরণ করি গানের ভাষায়।
পূর্ণ হোক এ পাত্রখানি রঙের নেশায়॥

রত্না। কেমন লাগলো?

কুনাল (আচ্ছন্ন কণ্ঠে) তাই ভাবছি।

রত্না। বারে, খুব একটা জটিল প্রশ্ন বুঝি, তেমন ভাবে ভাবতে হবে! (মুখভার করিয়া) অনেক দিন বিদেশে ছিলেন কি না, তাই বাংলা গানে আপনার রুচি নেই, তাই না. হয় স্পষ্ট করে বলুন।

কুনাল। ভিয়েনার অপেরাতে···কিন্তু সে কথা যাক্। আমি ভাবছিলাম কোনটাকে প্রশংসা করব—কথা, না সুর আর···

রত্না কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু কুনালের কথা তাহা চাকিয়া দিল।

আর ভাবছিলাম আপনার এ গানের কোন মানে বুঝবার চেষ্টা করব কি না।

রত্না। How funny! গানটা যখন পাগলের প্রলাপ নয়, রোগীর বিলাপ নয়...এর একটা মানে যখন আছে—তখন তা বোঝবার চেষ্টা করাটাইত স্বাভাবিক।

কুনাল। অর্থ যেখানে গভীর, ভাষা সেখানে নীরব। কিন্তু আপনার গানে এ দুটো হঠাৎ বাঁধনহারা ঝর্ণার মত উচ্ছ্বসিত আকুল হয়ে উঠেছে...

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
নাই শোক নাই ভয়
পথের আনন্দ বেগে শুধু অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।"

তাই ভাবছি : এ তরঙ্গ রোধিবে কে?

রত্না। ভেসে যেতে কেন এত ভয়?

কুনাল। বেশি গভীরে যদি ঠাঁই না মেলে।

রত্না। আপনার নিজের উপর বিশ্বাস নেই।

কুনাল। (আত্মপ্রত্যয়ের হাসিতে) ভাবনা নিজের জন্যে নয়। অলঙ্কার যদি অন্তরায় হয়ে উঠে......কিন্তু জানেন মিস চৌধুরী......

রত্না। তুমি না বললে কী করে জানব?

রত্নার 'তুমি' সম্বোধনে কুনাল চমকিয়া উঠিল।
রত্নার মুখে বেদনার ছায়া নামিয়াছে।

কুনাল। রত্না!

রত্না। বলো।

কুনাল। কাঞ্চনমালাকে ভালোবাসার জন্যে কুনালের মাথায় সারা রাজ্যের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছিল……

রত্না। তিষ্যরক্ষিতার প্রতিহিংসার আগুনে কুনালকে চোখ দুটো আহুতি দিতে হয়েছিল।

কুনাল। তবু যুবরাজের বিজয় অভিযান কেউ প্রতিরোধ করতে পারেনি।

রত্না। কারণ চণ্ডাশোকের রক্ত তাঁর শিরায় শিরায়। যুবরাজ ভীরু ছিলেন না, কাপুরুষ ছিলেন না। পৌরুষের দাবীতে, নিষ্ঠার জোরে তিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

কুনাল। আধুনিক যুগের কোন কুনাল যদি তেমনি নিষ্ঠার দাবীতে পৌরুষের অধিকারে আধুনিক কাঞ্চনকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়…

রত্না। (হঠাৎ কুনালের বক্ষসংলগ্ন হইয়া) মিছে তোমার ভয়, কুনাল, মিছে তোমার সংশয়। হয়েছে সময়, এসেছে লগ্ন, দুয়ারে প্রস্তুত রথ, তবু অভিসারে কেন এই বিলম্ব?

কুনাল। যদি তিষ্যরক্ষিতার চক্রান্ত পথরোধ করে দাঁড়ায়?

রত্না। আমরা সে চক্রান্তকে ব্যর্থ করে এগিয়ে যাব…

কুনাল। প্রজাসাধারণের সমবেত প্রতিবাদ যদি আমাদের অভিশাপ দেয়?……

রত্না। বিমানের ঘর্ঘর শব্দে সে প্রতিবাদের কোলাহল আমাদের কানেই পৌঁছবে না।

কুনাল। মহারাজ অশোক……

রত্না। দিগ্বিজয়ী বীর তিনি। পৌরুষ তার প্রশংসাই কেড়ে আনবে, আমরা তার আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হব।

হঠাৎ ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে প্রবেশ করিলেন কৃষ্ণগোবিন্দ এবং পশ্চাতে অরুন্ধতী।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (ক্রোধ কম্পিতকণ্ঠে) কে, কে তাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিয়েছে শুনি ?

অরুন্ধতী। (অনুনয়ের ভঙ্গীতে) আমি, আমি তাকে আর কোথাও যেতে দেইনি বাবা।

এই উদ্ধত বিতর্কের ঝড়ের পশ্চাতে আর একটা কৌতুক দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল। পিতার এই মারমুখো মূর্ত্তি দেখিয়া অতি আদুরে মেয়ে রত্নার ও বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ইঙ্গিতে কুনালকে তাহার সঙ্গে পা টিপিয়া টিপিয়া সকলের অলক্ষিতে কক্ষ ত্যাগ করিতে ইশারা করিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (গম্ভীর সুরে) তুমি অন্যায় করেছ। আমার অনুমতি না নিয়ে যাকে তাকে জামাই আদরে এ বাড়ীতে ঘটা করে ডেকে আনবার কী এমন দায় পড়েছিল শুনি ?

পেছন হইতে নয়নতারার প্রবেশ।

নয়নতারা। ইন্দ্রজিৎ তোমার মেয়ের সত্যিকারের জামাই। আর শ্বশুর বাড়ীতে জামাইকে সমাদর করবার জন্যে কারো

অনুমতির প্রয়োজন নেই।

কৃষ্ণগোবিন্দ। জামাই! একটা স্বদেশী ডাকাত—ছেলে ছোকরাদের ক্ষেপিয়ে তোলাই যার পেশা—সে আমার জামাই! কাকেরও ময়ূরপুচ্ছ পরে ময়ূর সাজবার বাসনা জাগে না? ও কথা আর মুখ থেকে বের করো না নয়ন। লোকে ছি ছি দেবে।

অরুন্ধতী। একটা পরাধীন জাতির মুক্তির জন্যে যাঁরা দিনের পর দিন হাসিমুখে সব নির্য্যাতন সহ্য করছেন, তারা আর যাই হোন—ডাকাত নন বাবা। তাদের পথ ভুল হতে পারে, তবু জাতি তাদের বীর বলেই চিরদিন শ্রদ্ধা জানাবে।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (অবজ্ঞার হাসিতে) বীর! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার। জনকয়েক বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো ছেলেদের সঙ্গে করে রিভলভার হাতে নিয়ে দেশকে রাতারাতি স্বাধীন করবার মতলব এঁটেছিলেন এই সব বীরপুঙ্গবরা।

অরুন্ধতীর প্রতিবাদের ভঙ্গীতে প্রস্থান।

নয়নতারা। নিজের স্বামীর নিন্দা শুনলে মেয়ে খুব শান্তি পাবে মনে করো?

কৃষ্ণগোবিন্দ। ঐ এক কথা, স্বামী, স্বামী, স্বামী। একটা স্বদেশী ডাকা-তকে আমি জামাই বলে মানি না নয়ন। ইন্দ্রজিৎ আমাদের কেউ নয়, কিছু নয়। এবার জবাব পেলে ত?

নয়নতারা। জবাব পেলাম, কিন্তু তাতে মীমাংসা হলো না কিছুই। অগ্নিসাক্ষী করে ইন্দ্রজিতের হাতে তোমার মেয়েকে সঁপে

দিয়েছিলেন তুমি ?

কৃষ্ণগোবিন্দ। যখন দিয়েছিলাম, তখন দিয়েছিলাম, আজ দেব না, আমার খুসি।

নয়নতারা। তোমার খুসিতে পৃথিবী চলছে না।

কৃষ্ণগোবিন্দ। কিন্তু আমার নিজের সংসার চলবে।

নয়নতারা। মেয়ের মনকে তুমি এমন করে ভেঙে দিতে চাও ?

কৃষ্ণগোবিন্দ। তোমার বিদ্যেধরী মেয়ে যখন শখ করে একটা পলিটিকেল হাঘরের সঙ্গে বিয়ে দিতে আমায় বাধ্য করেছিল, তখন আমার বুকটা গর্ব্বে সাত হাত পুরু হয়ে উঠছিল, না ? অতীতকে তোমার আগাগোড়া ভুলে যেতে হবে নয়ন। অতীতের সঙ্গে সব সম্পর্ক আমরা চুকিয়ে এসেছি—এখন তুমি আর ভবঘুরে কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরীর মন্দভাগ্য স্ত্রী নও। তুমি এখন জমিদার গিন্নী, সবার তুমি অতি শ্রদ্ধেয়া 'রাণীমা'—নতুন তোমার সমাজ, নতুন তোমার ভবিষ্যৎ। আর তোমার জামাই হবে কি না একটা সামান্য জেলফেরৎ আসামী ?

নয়ন। তোমার আগের দিনের নেশা এখনো কাটেনি দেখছি।

কৃষ্ণগোবিন্দ। এই নেশার ভেতর দিয়েই আমরা পেলাম নতুন সৌভাগ্য, নতুন সম্পদ—প্রয়োজন হলে নেশা করে করেই নিজেদের আবার নতুন করে হারাব কিন্তু তার জন্যে দুঃখ কী নয়ন! তোমাকে আমি নিশ্চয় করে বলে রাখছি—ইন্দ্রজিতের এ বাড়ীতে কোন স্থান নেই।

নয়ন। তুমি সত্যিই কি একটা কেলেঙ্কারী করতে চাও ?

কৃষ্ণগোবিন্দ। মনসাপুরের জমিদার বাড়ীর বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারী রটাবে কারা ? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা গজিয়েছে শুনি ?

নয়ন। মেয়ের দিকে একবার ফিরে তাকাবে না তুমি ?

কৃষ্ণগোবিন্দ। পেছনে আমরা ফিরে তাকাতে চাইনে। হারিয়ে-যাওয়া অতীতকে আমাদের জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাই আমরা। আগের বিয়ে, বিয়ে নয়—একটা দেশী দাঙা-বাজের সঙ্গে মালা বদলের এই প্রহসনকে আমি বিয়ে বলে স্বীকার করি না নয়ন। অরুকে আমি আবার বিয়ে দেব—তাকে আমি আবার সজনে তলায় নিয়ে যাব (অতিরিক্ত জোর দিয়া) আর জমিদারীর স্বার্থের খাতিরে, আমাদের আভিজাত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যেও তাকে আমাদের মত মেনে নিতেই হবে।

কৃষ্ণগোবিন্দের প্রস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর দরজা দিয়া ইন্দ্রজিতের প্রবেশ। নয়নতারা এই আকস্মিক প্রস্তাবে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ইন্দ্রজিৎ। বাবা হঠাৎ রাগারাগি করেই চলে গেলেন বলে মনে হলো ?

নয়নতারা। কে, ইন্দ্রজিৎ ? এসো। উনি খেয়ালী লোক, ওর নাড়ী নক্ষত্র বোঝা সহজ নয় বাবা। তারপর নতুন কোন নালিশ আছে নাকি তোমার ?

ইন্দ্রজিৎ। দুর্মুখের অপরাধ নেবেন না মা। কারণ আপনি ছাড়া হতভাগাদের দুটো সুখদুখের কথা শুনবার মন ও যে

কারো নেই এই বাড়ীতে।

নয়নতারা। আমি শুধু শুনতেই পারি। প্রতিকার ত আমার হাতে নয়।

ইন্দ্রজিৎ। এ জবাব দিলেত চলবে না আপনাকে। গ্রামের সমস্ত প্রজা আজ আর্জি পেশ করেছে তাদের রাণীমা'র কাছে—তারা আবেদন জানিয়েছ রাণীমা নিজের চোখে এসে দেখে যান—তাদের উপর দিনের পর দিন কী অমানুষিক নির্যাতন চলছে। তারা আশা করে একমাত্র রাণীমাই তাদের উপর এই অত্যাচারের অবসান ঘটাতে পারেন। সারা গ্রামের জনমণ্ডলী আপনার দিকে তাকিয়ে আছে মা।

নয়নতারা কিন্তু আমি অন্ধ। আমি যে তাদের দিকে তাকাতে পারছিনে।

ইন্দ্রজিৎ। আপনাকে আজ তাদের আবেদনে সাড়া দিতেই হবে। আপনি ত শুধু জমিদার বাড়ীর গিন্নী নন—আপনি যে রাণীমা

নয়নতারা প্রজাদের মিথ্যে আশা দিয়ে লাভ কী ইন্দ্রজিৎ? স্বয়ং জমিদার যেখানে দণ্ডধর।

ইন্দ্রজিৎ। (মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া) জমিদারের হাতে ন্যায়ের দণ্ড আজ স্খলিত, তাঁর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে বেপরোয়া উৎপীড়ন চালিয়েছে তাঁরই কুড়িয়ে আনা ছেলে—নালিশ ত আমাদের সেই চক্রীর বিরুদ্ধে। বাবা আজ অন্ধ...

নয়নতারা হিমু আবার ফিরে এসেছে নাকি?

ইন্দ্রজিৎ। কবে তিনি আপনাদের ছেড়ে গেলেন মা ? আর সাধ করে এমন রাজসুখ ছেড়ে যাবেনই বা কোন দুঃখে ?

রাগে ও ক্ষোভে নয়নতারা হঠাৎ চাপা আগুনের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু এ জুলুম আর কদিন চলবে ?

হিমুবাবু —নিত্যনূতন হুকুম জারী করছেন। কিন্তু এর নৈতিক দায়িত্ব ত আপনাদেরই। প্রজা আপনাদের — এদের মান সম্ভ্রম, বিষয় সম্পত্তি সব যদি জমিদারই কেড়ে নিতে চায় ·····এ জবরদস্তি যে বিদেশী শাসকদের ও হার মানিয়েছে মা···

(অনেকটা আপনমনে) ডাকাত যখন গোলাভরা ধান কেড়ে নেয়, আমরা তখন আইন আদালত করি ..কিন্তু অগ্রিম টাকা দিয়ে হিমুবাবু যখন গ্রামের সব ধান বাইরে চালান দেবার ফন্দী আঁটছেন—তখন কারো টুঁ শব্দ করবার জো নেই। কিন্তু এটা আসলে কী ? এ'ই নাম কী প্রজাশাসন ? সারা গ্রামকে অনাহার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া সে ডাকাতীর চেয়ে ও ঘৃণ্য অপরাধ মা···

মা বোনদের ঘর থেকে ছিনিয়ে নিলে দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করবার জন্যে আমরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াই··· কিন্তু হিমুবাবু গ্রামের যুবতী মেয়েদের সামনে কলকাতায় ভাল সংস্থানের টোপ ফেলছেন··· ··তখন টাকার লোভে সম্বলহীন লোকগুলো তাদের ঘরের মেয়ে বউকে পথে বার করে দিচ্ছে আর চাবুকের ভয়ে কেউ এর বিরুদ্ধে

জিত পর্য্যন্ত নাড়তে সাহস করছে না। কিন্তু আপনি জমিদারগিন্নী. আপনি সকলের রাণীমা…মেয়ে হয়ে মেয়েদের এই সম্ভ্রমনাশ আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবেন মা? আপনারই জমিদারীতে, আপনারই চোখের সামনে, আপনাদের সমর্থনের ভঁওতা দিয়ে অবাধে ব্যভিচারের এই স্রোত বয়ে যাবে?

নয়নতারা। (দৃঢ় অথচ মৃদু কণ্ঠে) আচ্ছা এখন তুমি যাও। আর চিন্তাহরণকে একবার পাঠিয়ে দাও।

ইন্দ্রজিতের প্রস্থান। একটু পরেই চিন্তাহরণের প্রবেশ।

চিন্তাহরণ। আমায় স্মরণ করেছেন বৌঠান?

নয়নতারা। (চিন্তাহরণের কৌতুক উপেক্ষা করিয়া) হিমু নাকি বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে?

চিন্তাহরণ। (বেদনা-করুণ হাসিতে) জমিদার বাড়ীর প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে জুলুমবাজির খুচরো খবরও কিছু কিছু তাহলে তোমার কানে পৌঁছেচে বৌঠান! কে জানে, বেচারাদের উপর পতিতপাবন হয়ত এবার মুখ তুলে চাইবেন। আমি তোমাদের নিমক খেয়েছি অনেক দিন, আজ ম্যানেজার হয়েছি তোমাদেরই অনুগ্রহের দানে, আর সে কথা মনে করেই ছোকরা মুরব্বীর ধমকানি হজম করে এখনোও চাকরী করছি, নইলে হালের কাণ্ড কারখানা দেখে সত্যি ঘেন্না লেগেছে বৌঠান? কর্ত্তাবাবু নিজেও কিছু দেখেন না—একটা সৎপরামর্শ পর্য্যন্ত শুনতে চান না।

তা হলেত এমনি পর্য্যন্ত ঘটবেই—সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে—

জমিদারীর ম্যানেজার হওয়ার পর হইতে চিন্তা-হরণ কৃষ্ণগোবিন্দের অসাক্ষাতে তাঁকে কর্ত্তাবাবু বলিয়া ডাকিতেন।

নয়নতারা (দৃঢ় কণ্ঠে) আজ থেকে আমি নিজে সব দেখাশোনা করব—আমার হুকুম ছাড়া যেন এক পয়সাও সিন্দুক থেকে খরচ না হয়......

নয়নতারার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে চিন্তাহরণ হতভম্ব হইয়া গেলেন।

চিন্তাহরণ। তোমার হুকুম অবশ্যই জানাব। কিন্তু এটা কি ঠিক হবে? তার চেয়ে বরং কর্ত্তাবাবুকে ডেকে এনে মোকা-বিলা করাটাই সঙ্গত নয় কি?

নয়নতারা। না তোমার উপদেশ শুনবার জন্মে এখানে ডাকিনি আমি।

চিন্তাহরণ। সে স্পর্দ্ধা আজ আমার আর নেই বৌঠান। কিন্তু তবু মনে হয় মেয়েলোক হয়ে জমিদারীর ঝামেলায় না জড়া-নোই ভালো।

নয়নতারা। (আদেশের ভঙ্গীতে) তুমি যাও. আমি যা জানাতে বলছি তাই জানাও গে। এ বাড়ীতে আজ থেকে, এখন থেকে কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচারীর মতোই থাকতে হবে। যাও......

নয়নতারা আদেশ দিয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন। স্বভাব-কোমল, সহিষ্ণু নয়নতারার এই অপ্রত্যাশিত ভাবান্তর এবং আচরণের

অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া চিন্তাহরণ 'স্তম্ভিত হইয়া' রহিলেন। তার পর কি জানি, কার কী লীলা এই ভাবদ্যোতক নীরব ভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেলেন। একটু পরেই গলায় চাদর জড়াইয়া হিমাদ্রি প্রায় ছিড় ছিড় করিয়া কুনালকে টানিয়া আনিল।

কুনাল। কি, মারবেন নাকি?

হিমাদ্রি। (রুদ্ধ আক্রোশে) শুধু মারব নয়, একটা একটা করে হাড় বেছে তবে ছাড়ব। (চাদর টানিয়া গলা আকর্ষণ করিল) বল রত্নার সঙ্গে চুপি চুপি কী সব পরামর্শ হচ্ছিল।

কুনাল। That's private.

হিমাদ্রি। (দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া) স্কাউণ্ড্রেল। শীগগির বলো রত্নার কাণে কী মন্তর ঢেলেছো। নইলে এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।

কুনাল। দেখুন, হাতাহাতি করছেন, করছেন। কিন্তু যা তা বলে গাল দেবেন না বলছি।

হিমাদ্রি। একটা loaferএর আবার আত্মসম্মান জ্ঞান। দাঁড়াও বার করছি তোমার ধাপ্পাবাজি……(পকেট হইতে হঠাৎ রিভলভার বাহির করিয়া কুনালের বুকের সামনে ধরিল) যা যা জিজ্ঞেস করছি, তার সঠিক জবাব দেবে। কিছু লুকোবার চেষ্টা করলে…(রিভলভার দোলাইয়া) পরিণামটা সামনেই দেখতে পাচ্ছ…

কুনাল। কি, একেবারেই খতম করে দেবেন না কি?

হিমাদ্রি। তবে কি তোমাকে মাথায় তুলে রাখব না কি ঠাকুর পুজোর জন্যে? জুচ্চোর কোথাকার। তোমার বাবার নাম?

কুনাল। এ যে উকিলের জেরা শুরু করলেন? নিজের বাড়িতে পেয়ে...

হিমাদ্রি। (বিজ্ঞাপনার উদ্যত করিয়া) যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও।

কুনাল। আজ্ঞে, আমি কোপনহেগেনে থাকতেই তিনি পরলোকগমন করেন।

হিমাদ্রি। Liar (কাগজের বিজ্ঞাপন সামনে ধরিয়া) এবার ধরা পড়ে গেছ বাপধন। কোলাকুলিটা সেয়ানে সেয়ানে কি না। দেখ ত এই ছবিটা চিনতে পারছ কি না— তোমার পরলোকগত পিতা বোমার ভয়ে পরলোক ইভ্যাকুয়েট করে ইহলোক থেকেই তোমাকে বাড়ী ফিরবার জন্যে কাতর অনুরোধ জানাচ্ছেন (বিজ্ঞাপন পড়িল)।

বাবা হরেন,

তুমি রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার পর সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি আমি বাতে পঙ্গু। তোমার গর্ভধারিণীও তোমার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যাশায়ী। সত্বর ফিরিয়া আইস। তোমার দাবী মানিতে রাজী আছি। ইতি

তোমার বাবা।

নিজের সত্যকার পরিচয় এই ভাবে আবিষ্কৃত হওয়ায় কুনাল নামধারী হরেন ভড়কাইয়া গেলো। রিভলভার তাহাকে কাবু করিতে পারে নাই। কিন্তু এবার হরেন ওরফে কুনাল মুসড়াইয়া গেলো।

হিমাদ্রি। তোমার সম্পর্কে আদিঅন্ত সব খবর আমি জোগাড় করেছি। বিদেশ যাওয়া ত দূরের কথা, কলকাতার বাইরে কোন দিন তুমি পা বাড়াওনি। কলকাতার জুয়ার আড্ডা আর রেস্‌কোর্সে টাউটগিরি করে তোমার দিন কেটেছে। ভাগ্যবান পুরুষ, আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছি, মনসাপুরের মধুভাণ্ডের খবর তোমার কাণে পাঠালো কে?

কুনাল। আমাকে পুলিশে দিতে চান নাকি?

হিমাদ্রি। তোমার সত্য পরিচয়টা তাহলে মেনে নিচ্ছ।

কুনাল। যদি না মানি……

হিমাদ্রি। ডাণ্ডার চোটে মানবে। সোজা আঙুলে ঘি উঠে না কি না।

কুনাল। আর যদি আপনার কথাই মেনে নিই।

হিমাদ্রি। তোমাকে বিনা বাধায় কলকাতায় ফিরে যেতে দিতে আমি আপত্তি করব না।

কুনাল ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হিমাদ্রি এক তাড়া নোট বাহির করিল

আর এ জীবনেও তুমি মনসাপুরের মাটিতে পা বাড়াবে

না।.........এই তোমার পথখরচ...দু'শো টাকা...
(নোট ছুড়িয়া দিল) গুণে নাও...

কুনাল। এতটা যখন সদয় হলেন—তখন মজুরীটা পুষিয়েই দিন। এই একটা স্যুট্ তৈরী করতেই......আজকালকার ব্লাকমার্কেটের বাজার...জানেন ত সবই......

হিমাদ্রি। (আরও দশখানা নোট দিল) আচ্ছা এই নাও আরও একশো টাকা—তুমি বাহাদুর ছেলে। ভবিষ্যতে তোমাকে আমার দরকারও হতে পারে......তোমার ঠিকানাটা রেখে যাও, আর আপাতত তিনশো টাকাই নাও...ভবিষ্যতে পাবার আশা রাখতে পার...

কুনাল। আপনার অনুগ্রহ......

হিমাদ্রি। অনুগ্রহ নয়, অনুগ্রহ আমি কাউকে দেখাইনে। আমার প্রয়োজন...তাই। যাও...

কুনাল প্রস্থানোদ্যত

হিমাদ্রি। দাঁড়াও, এখানে আসবার বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছিল শুনি? খবরটা আমার জেনে রাখা ভালো।

কুনাল নিরুত্তর

তোমাকে আমি জেলে দিতে পারতাম, তবু ছেড়ে দিচ্ছি। এখন তোমার কোন কিছু লুকোন উচিত নয়, আর এতে তোমার লাভও বিশেষ কিছু নেই।

কুনাল। আজ্ঞে, আপনাদের জমিদারী সেরেস্তা থেকে খবরটা পেয়েছি।

হিমাদ্রি। কে সে বিভীষণ?

কুনাল ইতস্তত করিতেছে।

তোমার কোন ভয় নেই, আমি কথা দিচ্ছি।

কুনাল। আপনাদের ম্যানেজার চিন্তাহরণ বক্সীর সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেকদিনের জানাশোনা। কলকাতায় গিয়ে তিনিই আমাকে খবর দেন যে মনসাপুরের দত্তক জমিদারী লুঠে নিচ্ছে। আর একটু ফন্দী আটলে জমিদারের চোখে ধূলো দিয়ে কিছু আমরা ও গুছিয়ে নিতে পারি। তিনি আর ও বল্লেন জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী উইল করেছেন—তাঁর অবর্তমানে দুই মেয়ের জামাতা তাঁর জমিদারীর চার আনা করে অংশ পাবে—আর তারই আর নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা। চিন্তাহরণ কাকা পরামর্শ দিলেন—জমিদার নাকি তার ছোট মেয়েকে বিলেত-ফেরৎ তুখোড় ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। সেই অনুসারে প্ল্যান আঁটা হলো—আর কথা রইলো সম্পত্তির অংশ হাতে এলে দু'জনে আধাআধি বখরা ……তারপরের ইতিহাস ত সবই আপনি জানেন স্যার।

হিমাদ্রি। ব্যাপার অনেকদূরে গড়িয়েছে দেখছি……(স্বগত) আমি এতটা বুঝতে পারিনি……এবার মূল ধরে উপরে ফেলতে হবে (কুনালকে) আচ্ছা এবার তুমি যেতে পার, আর এ কথা যেন তোমার আমার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে ·· বুঝলে···

কুনাল। আপনি না বললে ও ঘুঘু দেখার পর ফাঁদ আর দেখবার বাসনা নেই স্যার।

কুটিল হাসিতে কুনালের প্রস্থান—প্রায়
পরক্ষণেই চিন্তাহরণের প্রবেশ

হিমাদ্রি। চিন্তাহরণ কাকা? এমন অসময়ে?

চিন্তাহরণ (কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিতে করিতে) চাকরী করি, মাইনে পাই, সময়মত কাজ হাঁসিল করতে পারলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ। তবু যাঁর নিমক খাচ্ছি, চোখের সামনে তার একটা সর্বনাশ হ'তে দেখলে প্রাণধরে মুখ বুঁজে থাকতে পারিনে বাবাজী।

হিমাদ্রি (সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনার কথার মধ্যে যেন আড়ালে আড়ালে একটা তালগোল পাকিয়ে উঠবার আভাস পাচ্ছি কাকা।

চিন্তাহরণ। (চারদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে) কি জানি, বাপ্রে আবার দেয়ালের ও কান গজায়— তবু তোমাকে দত্তক বেছে এনেছিলাম আমিই। আজ কেউ যখন সে অধিকার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে এগিয়ে আসে, তখন এই বুড়োর বুকে বড় বাজে বাবাজী।

হিমাদ্রি (অসহিষ্ণুগলায়) স্পষ্ট করে না বললে আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না কাকা, আঘাত কোনদিক থেকে আসবে। এ বাড়ীতে বুড়ো বাপ ছাড়া সবাই আমার শত্রু।

চিন্তাহরণ। (কুটীল হাসিতে) শত্রুকে মিত্র করবার পরশমণি ত তোমার হাতেই বাবাজী—শুধু কায়দা করে ছোঁয়াতে জানা চাই।

হিমাদ্রি। কিন্তু এতে অধিকার-চ্যুতির প্রশ্ন কিসে কাকা?

চিন্তাহরণ। বিষয়টা তবে তোমাকে ভেঙেই বলি। রাণীমা হুকুম দিয়েছেন—আজ থেকে তার হুকুম ছাড়া সরকারী তহবিলের এক পয়সাও খরচ হতে পারবে না—আর নিজে তিনি সব দেখাশোনা করবেন।

হিমাদ্রি বজ্রাহতের মত হতবাক্ হইয়া গেলো।

তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে আমার মাথা না গলানোই উচিত। তবু একটা অন্যায় চোখের সামনে ঘটতে দেখলে চুপ করে ও থাকতে পারিনে।

হিমাদ্রি। আপনার সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করব। কী বলেন?

চিন্তাহরণ॥ তোমাদের ইষ্ট অনিষ্টের সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি। আমার সাহায্য যখনই চাইবে—(কুটিল হাসি) তবে যা করতে হয় চটপট করতে হবে বাবাজী...আগে হাঁটলে চোরও পালাবার পথ পায়...আমি আঁটঘাট সব বেঁধে রেখেছি...শুধু তোমার একটি হুকুম...বাস...

হিমাদ্রি। আচ্ছা। আপনি এখন যান...পরে বিবেচনা করে যা হয়...

চিন্তাহরণ। হ্যাঁ তাই ভাল—ঠাণ্ডা মাথায় বেশ ভেবে চিন্তে যা করতে হয়—করো। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে ভরত পক্ষীর মত সমূলে বিনাশ ডেকে এনেও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বিচার বিবেচনা করে যা হয়...হ্যাঁ সেই ভাল।

চিন্তাহরণের প্রস্থান, তাহার গতিপথের দিকে তাকাইয়া হিমাদ্রির ওষ্ঠে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

হিমাদ্রি। (স্বগত) চারদিকে শত্রু। কাউকে বিশ্বাস নেই, কারো উপর নির্ভর করবার উপায় নেই। কিন্তু বৃথা কেন এই কালক্ষেপ, মিছে কেন এই দ্বিধা ও সংশয়..

পিছনে খট করিয়া শব্দ হইল। হিমাদ্রি চমকিয়া উঠিল, শুকলাল প্রবেশ করিতেছে।

হিমাদ্রি। (আগ্রহভরে তাহার কাছে গিয়া) খবর কি শুকলাল? উজ্জ্বলা দেখা করলেন ত? সব সর্ত্ত তাহলে তাকে জানিয়েছিলে?

শুকলাল। আপনার কথামত গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে আপনার চিঠি দিলাম, তিনি মুখে কোন জবাব না দিয়ে এই চিঠি লিখে দিলেন।

[শুকলাল চিঠি দিল। হিমাদ্রি আগ্রহ ভরে শঙ্কিতচিত্তে চিঠি পড়িল। তাহার মুখে জয়ের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে।

হিমাদ্রি। (উল্লাসে) তিনি রাজী হয়েছেন...(হঠাৎ মনে পড়িল নিজের অনুচরের সামনে এতটা উল্লাস প্রকাশ অসমীচীন, তাই খুশি চাপিয়া) সোমবার রাত বারোটায় সদর ফটক খোলা থাকবে—শাদা রুমাল দেখালেই আগন্তুককে বিনা প্রশ্নে পথ ছেড়ে দিয়ে আমার কোঠায় নিয়ে আসবে। আর তিনি যাতে নিরাপদে তাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরে যেতে পারেন—তার সব ব্যবস্থার ভার তোমার উপর...যেমন বলছি...বুঝলে?

শুকলাল সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলো।

হিমাদ্রি। (চিঠি বুকে চাপিয়া) আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন—পরম লাভের চরমদিন। তবু ও'তে সুখের মাঝেও কেন এই আগামী দুর্যোগের ঘনঘটা···কিন্তু পেছনে ফিরবার পথ আমার রুদ্ধ· আমার ভাগ্যদেবতা অদৃশ্য থেকে আমায় নিয়ে খেলায় মেতেছেন। তবু যখন দাবার গুটিই চালনা করা হয়েছে···এবার শেষ পর্যন্ত খেলতে হবে। প্রহর আগত-প্রায়; ক্ষেত্র প্রস্তুত, সময় অনুকূল, এবার পাকা জুয়ারীর মতো সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে·· হয় বিজয়, নতুবা বিনাশ। হয় নাবী অথবা নিশ্চিত বিলুপ্তি, মৃত্যু অথবা মহিমা।

হিমাদ্রির নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রস্থান

উন্মোচন দৃশ্য

সোমবার রাত্রে :

হিমাদ্রির বাগান-বাড়ী

পূর্বতন জমিদার বিলাস-ব্যসনের জন্য এই বাড়ী তৈরী করিয়াছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরীর নিকট হস্তান্তরের পর এই বাড়ী বহুদিন বিলাসকুঞ্জ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। অনেকদিন পর নির্দ্দিষ্ট দিনে—সোমবার সন্ধ্যার পর বহুদিনের অব্যবহৃত বাগান বাড়ীর একটি কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। চমৎকার বিলাসোপকরণে সজ্জিত কক্ষ। এককোণে মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত হিমাদ্রি—চোখে কালো চশমা। নিজের সত্যিকার চেহারাকে ঢাকিয়া রাখিবার এই প্রচেষ্টা নিগূঢ় অর্থ জ্ঞাপক। এই পোষাকেই রুদ্রমূর্ত্তি হিমাদ্রির আকস্মিক আবির্ভাব হইয়াছিল মুকুন্দলালের চণ্ডীমণ্ডপে। ঘড়িতে ৮টা--হিমাদ্রি কাহার প্রতীক্ষায় অসহিষ্ণু, চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। হঠাৎ খস্ খস শব্দ হইল। উজ্জ্বলার প্রবেশ। গাঢ় নীল রংয়ের ওড়নার দ্বারা সর্বাংগ আচ্ছাদিত—চোখে মুখে ভয় বা দুর্বলতার চিহ্নমাত্র নাই—অকম্পিত, অকুতোভয়। হিমাদ্রির কল্পনাকে পর্য্যন্ত পরাভূত করিয়াছে।

হিমাদ্রি। (গম্ভীর এবং সরল কণ্ঠে)—এসো।

উজ্জ্বলা কয়েক পা অগ্রসর হইল

বসো।

উজ্জ্বলা দাঁড়াইয়া রহিল।

ভয় নেই। নিশ্চিন্তে ঐ সোফায় বস্‌তে পার।

উজ্জ্বলা। সাহস করে যখন বাগানবাড়ীতে পা বাড়াতে পেরেছি, বাকীটুকুর জন্যে আশ্বাস দিয়ে আমার অপমানের বোঝা আর নাই বা বাড়্‌তে দিলেন।

উজ্জ্বলা সোফার উপর হাত চাপা দিয়া দাঁড়াইল।

হিমাদ্রি। তোমার বিবেচনাকে প্রশংসা না করলেও তোমার সাহসের আমি তারিফ করি উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলা আত্মসমর্পণকারীর মত দুইহাত উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল।

উজ্জ্বলা তারিফটা মুলতুবি রেখে আগে সবকিছু ভালো করে তদন্ত করুন। হাত শূন্য—আর কাপড়ের ভেতরে লুকিয়ে কিছু আনিনি—ভরসা করতে পারেন। আশা করি এর বেশী প্রমাণ দাবী করবেন না।

হিমাদ্রি। মনে হচ্ছে, আজ যেন বুকের আগুনে শুধু নিজেই পুড়্‌তে আসনি—আমার মুখে তার অবশিষ্ট ছাইটুকু না ছড়িয়ে দিয়ে যাবেনা।

উজ্জ্বলা তাতে খুব বেশী লাভ নেই। লজ্জার বালাই যাদের নেই, ছাইভস্ম, কিছুতেই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়না। হায়া নেই বলেই ত লোকে তাদের বলে 'বেহায়া'।

হিমাদ্রি। 'লজ্জা, মান, ভয় এ তিন থাকতে নয়'। তাই মহাজন বাক্য অনুসরণ করে অনেক আগেই ও তিনটে সদ্গুণ জলাঞ্জলি দিয়েছি। কিন্তু অঙ্কের হিসেবে কোথায় যেন বেমিল হয়ে যাচ্ছে। নইলে তুমি এমন বেপরোয়া-ভাবে এ বাড়ীতে ঢুকবে, এমন দুরাশা এই পাষণ্ডের পর্য্যন্ত ছিলনা।

উজ্জ্বলা। ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীর। আর কিছু না হোক্ অন্ততঃ রুচির দিক থেকেও বাঘের সঙ্গে লড়াই করায় মাঝে একটা বাহাদুরি আছে।

হিমাদ্রি। (কঠিন সুরে) তাহলে একথাই কি বুঝতে হবে উজ্জ্বলা, যে তুমি লড়াই করবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছ? কিন্তু বাঘের থাবার আওতায় এসে লড়াই করাটার মাঝে বাহাদুরী থাক্তে পারে, কিন্তু বিন্দুমাত্র বুদ্ধির পরিচয় নেই।

উজ্জ্বলা। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জমিদারের সঙ্গে বাগানবাড়ীতে গোপন সাক্ষাৎকারের মাঝেও আশা করি বুদ্ধির সেরা কসরৎ কিছুই নেই।

হিমাদ্রি। তুমি এসেছ তোমার নিজের দায়িত্বে, কেউ আস্তে তোমাকে বাধ্য করেনি।

উজ্জ্বলা। জমিদারের আদেশ—প্রজার পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

হিমাদ্রি। না, আদেশ আমি পাঠাইনি।

উজ্জ্বলা। তবে প্রলোভন! যে কোন মেয়ের পক্ষেই সংবরণ করা কঠিন।

হিমাদ্রি হাসিয়া উঠিল।

হিমাদ্রি। এমন অকপট সত্যভাষণের জন্য ধন্যবাদ। তবু শেষবারের মত তোমাকে সসম্মানে ফিরে যেতে দিতে আমি প্রস্তুত।

উজ্জ্বলা। আপনি প্রস্তাবের আবরণে ফাঁদ পেতে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি স্বেচ্ছায় সে ফাঁদে পা দিয়েছি। কিন্তু আপনার অনুগ্রহকে আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। বলুন, আপনার দ্বিতীয় আদেশ কি?

হিমাদ্রি। আমি আবার তোমাকে ফিরে যেতে বলছি। আমার লোক নিরাপদে তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবে। এই গোপন আসা যাওয়ার কথা কাকপক্ষীও জানতে পারবেনা।

উজ্জ্বলা। আপনার চিঠিতে ফিরে যাওয়ার এই নতুন সর্ত্তটা ছিল না আশা করি।

হিমাদ্রি। না, ছিল না। তবু আমার সদিচ্ছা সম্পর্কে তোমার মনে যদি সামান্যতম মোহ থেকে থাকে, তবে তোমাকে ঠকতে হবে। হিমাদ্রি চৌধুরীর জীবনে নারী শুধু বিলাসের সামগ্রী—তার ক্ষণিক খেলার পুতুলমাত্র। ঝরা পাতার প্রতি গাছের যেমন কোন মমতা নেই, উচ্ছিষ্টা নারীর প্রতিও হিমাদ্রি চৌধুরীর বিন্দুমাত্র দরদ নেই। তার ভোগের অনলে চাই নিত্য নতুন উপকরণ, নিত্যনতুন আহুতি।

হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উজ্জ্বলার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতেছে।

উজ্জ্বলা। (রুক্ষ ভঙ্গীতে) আমি আমার সর্ত্ত পালন করেছি, আশা করি অপর পক্ষ থেকে ভালো মানুষ সাজবার ভাণ করে নিজের কথার খেলাপ করবার চেষ্টা হবেনা।

হিমাদ্রি। নিজের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আজ তুমি গ্রামের ক্ষুধার আগুণ নিবৃত্তি করতে যাচ্ছ?

উজ্জ্বলা। (বাধা দিয়া) আমার কথা নিয়ে আপনার মাথা ব্যথা নয়। আমি জানতে চাই—গ্রামের ধানের চালান নেবার জন্যে বাইরে থেকে যে সব পাইকার এসেছিল, জমিদারের পাইক তাদের ত্রিসীমানার বাইরে হঁটিয়ে দিয়েছে কি না।

হিমাদ্রি। (সুর নামাইয়া) এত উতলা হচ্ছ কেন? হিমাদ্রি চৌধুরীর যত দোষই থাক্, কথার নড়চড় তার হয় না। কিন্তু ভয় আমার জন্যে নয়। আল্‌কাতরার ছোপে কয়লার ময়লা খুব বেশী বাড়েনা, কিন্তু দুলু, আমি কোন প্রাণে নিজের হাতে তোমার এতবড় সর্বনাশ ঘটতে দেব—তোমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে আমি কি খুব আরাম পাব? দুলু তুমি বলো, আমার দৃষ্টিতে কী শুধু নিষ্ঠুরতা, শুধু লালসা……

'দুলু' আহ্বানে উজ্জ্বলা চমকিয়া উঠিল। হিমাদ্রি পোষাক এবং চশমা খুলিয়া ফেলিল। হিমাদ্রি যে তাহার কিশোরী বয়সের সঙ্গী 'বীরু' এ সম্পর্কে উজ্জ্বলার আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না। সোফায় উপবিষ্ট উজ্জ্বলার কাছে জানু পাতিয়া বসিল হিমাদ্রি।

(ভাবালু কণ্ঠে) ভেবেছিলাম গোটা দৃশ্যটাই অভিনয়

করে যাব, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমার কাছে ধরা দিতেই হলো। আমাকে দেখে কি মনে হয়, আমি শুধু পীড়নই করতে পারি, শুধু নিরন্নের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে জানি…

উজ্জ্বলা। জমিদার হিমাদ্রি চৌধুরীর এইত একমাত্র সত্য পরিচয়।

হিমাদ্রি। কিন্তু বীরু—তোমার বীরুর কি অন্য কোন পরিচয় নেই?

উজ্জ্বলা নীরব

জবাব দাও "জুলু", চুপ করে থেকে আমার বুক ভেঙে দিওনা। বলো, জুলুর কাছে বীরুর কি কোন দাম নেই?

উজ্জ্বলা। বীরু আর হিমাদ্রি চৌধুরীতে আকাশ পাতাল তফাৎ। বীরুর কাছে যা সত্য ছিল, ক্ষমতাগর্বী হিমাদ্রি চৌধুরীর কাছে তা শুধু পরিহাসের বস্তু।

হিমাদ্রি। জুলুর কাছে আজ বীরু তার সবটুকু হারাণো মর্য্যাদা ফিরে পেতে চায়। এ হিমাদ্রি চৌধুরীর উদ্ধত আদেশ নয়, এ দাবী, বীরুর ভালোবাসার দাবী।

উজ্জ্বলা নীরব

তোমাকে এ ভাবে ডেকে এনেছি বলে হয়ত তুমি আমার উপর খুবই রাগ করেছ। কিন্তু তোমার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ করে ধরা দেবার এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আমি জানতাম—জমিদারের কোন পীড়ন, কোন আদেশ, কোন কৌশলই তোমার উঁচু মাথাকে নোয়াতে পারবে না, তাই এইটুকু চাতুরী। কিন্তু আজ-

কের ফন্দীটুকুর চেয়ে তার চরম ফলটুকুই বড় হয়ে উঠুক। প্রলোভনকে মিথ্যে করে সত্য হয়ে উঠুক তার আন্তরিক প্রয়াসটুকু।

উজ্জ্বলা। জমিদারের ভ্রুকুটি, চাতুরী অথবা প্রলোভনের সাধ্য ছিল না উজ্জ্বলাকে কারো বাগান বাড়ীতে টেনে আনবার। আমি শুধু দেখতে এসেছি হঠাৎ জমিদারী পেয়ে বীরুর কত অধঃপতন ঘটেছে আর উঁচু থেকে নীচুতে পড়তে আর দেরীই বা কতটুকু।

হিমাদ্রি। তুমি তাহলে প্রথম দিনেই চিনতে পেরেছিলে?

উজ্জ্বলা। নারী পুরুষকে সহজে গ্রহণও করতে পারে না আর তোমাদের মত হেলায় অতি সহজে ভুলেও যেতে পারে না। তোমার জাঁদরেল পোষাক আর কালো চশমা, কিছুই আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। শুধু আমার একটা সন্দেহ ছিল—তুমি টেররিষ্ট, না জমিদার।

হিমাদ্রি। আসলে আমি কিছুই নই। দুটোর ভূমিকাই আমি চমৎকার অভিনয় করেছি, এমন নিখুঁত অভিনয় করেছি যে, কোনটা সত্যিকার আমি আর কোনটা ভূমিকার, আমি তার ব্যবধানটুকু পর্য্যন্ত ধরতে পারছি না। কিন্তু আমি এবার সত্যিকার 'আমি'কে খুঁজে পেতে চাই।

হিমাদ্রি আস্তে আস্তে উজ্জ্বলার হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

নতুন করে আবার আমার যাত্রা শুরু হোক—সেই পথে তুমি উজ্জ্বল শিখা হয়ে জ্বলবে আমার জীবনে—আমার

দিগ্বিজয়কে তুমি পরিচালিত করবে নতুন দিগন্তে, নতুনতর গৌরবে…

উভয়ে নীরব

হিমাদ্রি। ছুণু!

উজ্জ্বলা। কি?

হিমাদ্রি। মনে পড়ে, গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তোমার বাবা সত্যাগ্রহ করে জেলে গেলেন, তুমি চলে গেলে মামার বাড়ীতে। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হয়েছিল তোমার মনে, কিশোর বয়সের অপরিণত বুদ্ধির আবেগে তুমি ছাদ থেকে ঢিল ছুঁড়ে পুলিশ সাহেবের গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে দিয়েছিলে—ড্রাইভারের কপাল ফেঁটে রক্ত ঝরলো। দৈবাৎ সাহেবের মাথা বাঁচলো। কিন্তু তারপর শুরু হলো পুলিশের উৎপাত—বাড়ী ঘেরাও করলে বন্দুকধারী পুলিশ—কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তোমাকে পিঠে করে ছাদ ডিঙ্গিয়ে দশবাড়ী দূরে চলে গেলাম আমি। থানাতল্লাস করে ছেলে বা মেয়েদের টিকিটি দেখতে না পেয়ে পুলিশের দল বেকুব হয়ে ফিরে গেলো।

উজ্জ্বলা। সে সব দুরন্ত দিনের স্মৃতি কি সহজে ভুলবার বীরু?

হিমাদ্রি। আমাদের জীবনে সে সব স্মৃতি আজ সত্য হয়ে উঠুক—কোথায় বাধা, কিসের আপত্তি?

উজ্জ্বলা। বীরুর জীবনে যে আদর্শ ছিল, চোখে যে স্বপ্ন ছিল—

জমিদার হিমাদ্রি তা ভুলে গেছে।

উজ্জ্বলা ধীরে ধীরে হাত ছুটাইয়া আনিল।

স্মৃতির মূল্য দিতে হলে শুধু স্বপ্নটুকু ফিরিয়ে আনাই যথেষ্ট নয়। তার সবটুকু সত্যকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় গ্রহণ করা চাই।

হিমাদ্রি। আমি তোমার হাত দিয়েই সেই সত্যকে সম্পূর্ণ করে পেতে চাই, জুলু, আমাকে বিশ্বাস করো। নিজের জীবনের দাম দিতে পারিনি, কিন্তু তোমার ভালোবাসার দাম আমি দোব। অবস্থার বৈচিত্র্যে নিজেকে একদিন ভুলে গিয়েছিলাম—আজ তোমাকে পাবার জন্যে হিমাদ্রি চৌধুরী আবার নতুন করে তার এই পরিচয় ভুলে যাবে। নিজেকে আবার সে নতুন করে হারাবে।

আবেগে জুলুর হাত চাপিয়া

তোমার ভালোবাসায় নিজকে আমি নিবিড় করে, পরিপূর্ণ করে অনুভব করতে চাই, তোমার জীবনে নিজেকে আমি সত্য করে, সার্থক করে পেতে চাই। তোমাকে পাওয়াই আমার চরম প্রাপ্তি, তোমার ভালোবাসাতেই আমার পরম মুক্তি...আমাকে নাও, আমাকে তুমি নাও।

উজ্জ্বলা। (গভীর অথচ শান্ত কণ্ঠে) তুমি একটু ভুল করছ—আমার সার্থকতা আমার সুখে নয়। জনসাধারণের সঙ্গে আমি এক হয়ে জড়িয়ে আছি—আমার নিজের সুখদুঃখ, ভবিষ্যৎ আলাদা করে কিছুই নেই।

হিমাদ্রি। তোমার দেওয়া মন্ত্রই আমার ভাগ্যকে সকলের দুর্ভাগ্যের

সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দেবে। আর তোমার ভালোবাসায় আমার সব অনাচার, অবিচার ধুয়ে মুছে যাবে, জুলু এখনো তুমি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছ না? এখনো তোমার মনে ভয়, সংশয়…

উজ্জ্বলা। তুমি জমিদার। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি; কিন্তু তোমার হাত ধরে শূন্যগর্ভ প্রাসাদের উঁচুতে উঠতে আমি চাইনে। জানি, তোমার আমার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে সম্পদের লোভ, ক্ষমতার গর্ব।

হিমাদ্রি। জমিদার একদিন ছিলাম—কিন্তু এখন আর নই, বাড়ীর সবাই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, মা'র মনে বিষ ঢুকিয়েছে, তাই বাবার অমতে মা আমার হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়েছেন। কাল থেকে আমি এ বাড়ীর অনুগ্রহপুষ্ট দত্তকপুত্র ছাড়া আর কিছু নই। কিন্তু এই ভাগ্য বিপর্য্যয়কে আমি সাদরে বরণ করেছি বলেই তোমার হাত ধরে নীচে নেমে যেতে আমি প্রস্তুত।

উভয়েই নীরব

ঐশ্বর্য্যের মোহ নেই, পীড়নের মত্ততা নেই, ক্ষমতার দম্ভ নেই—শুধু তুমি আর আমি, মাঝখানে নেই কোন অন্তরায়, কোন ব্যবধান। জুলু, ঈশ্বরের এই ইঙ্গিতকে আমরা খুশিমনে মেনে নেব।

উজ্জ্বলার আঙুলে একটা আংটি পরাইয়া দিল হিমাদ্রি

এ বাড়ীর কলঙ্কিত সম্পদের অলঙ্কারে তোমাকে অপমান করব না, কিন্তু এ আংটি আমার ভবঘুরে জীবনের একমাত্র

সম্বল, আজ তোমার হাতে পরিয়ে দিলুম। তোমার আমার ভাগ্যকে একই সাথে জড়িয়ে দেওয়ার এই পরম লগ্নটির, নীরব সাক্ষী হয়ে থাকুক এই আংটী। হিমাদ্রি মরেচ, কিন্তু তুলুর জীবনে আবার বীরুকে নতুন করে বাঁচতে দাও…

উজ্জলার হাতে মাথা রাখিতেছে হিমাদ্রি এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া শুকলালের প্রবেশ উজ্জলা ও হিমাদ্রি উঠিয়া দাঁড়াইল

শুকলাল। বাইরে ভয়ানক গোলমাল শুরু হয়েছে। দাঙ্গাকারীরা লাঠি সুলফি আর মশাল হাতে নিয়ে ধানের আড়তের দিকে ধাওয়া করেছে। হয়ত এক্ষুণি বাগান বাড়ী চড়াও করবে…

হিমাদ্রি। আচ্ছা, তুমি যাও।

শুকলালের প্রস্থান। হিমাদ্রি তাহার পুরু পোষাক পরিতে গেল

উজ্জলা। তুমি বাইরে বেরুতে পারবে না। ওরা তোমাকে পেলে আর আস্ত রাখবে না।

হিমাদ্রি। কিন্তু এই হাঙ্গামার উপলক্ষ ত আমি। আমি কী করে চুপ করে ঘরে বসে থাকব?

উজ্জলা। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে বেপারীদের কাছে এক মুঠোও ধান বিক্রী হতে দেবে না।

হিমাদ্রি। আমি সে প্রতিশ্রুতি এখনও দিচ্ছি। কিন্তু জমিদারী যদিও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন "রাণীমা"—তবুও আসল চাবি-কাঠি ঘুরাচ্ছে ঐ শয়তান নায়েব চিন্তাহরণ।

আমাকে অপদস্থ করবার জন্য নিশ্চয়ই কারসাজী করে ধান ছেড়ে দিচ্ছে। সে জন্যেইত আমার নিজের যাওয়া উচিত।

উজ্জলা। তাতে অবস্থা আরো খারাপ হবে। সবাই তোমাকে এখনো জমিদার বলে জানে—তাদের সব আক্রোশ তোমার উপর গিয়েই পড়বে।

হিমাদ্রি। আমি সকলের অভিসম্পাত মাথা পেতে নেব—সেই হবে আমার পাপের চরম প্রায়শ্চিত্ত। তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাব—চলো, উজ্জলা!

উজ্জলা। তুমি ক্ষেপেছ নাকি? উন্মত্ত জনতার বুকে আজ প্রতিহিংসার আগুন। না, না, তোমার যাওয়া হবেনা। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবেসে থাকো, তবে তোমার নিজের জন্যে না হোক, সে ভালোবাসার মূল্য দেবার জন্যেও আমার কথা রাখো।...

হিমাদ্রি। তোমার ভালোবাসার মূল্য দেবার এমন দুর্লভ সুযোগ আর জীবনে দুবার না ও আসতে পারে। তাইত তোমার হাত ধরে নীচে নেমে যেতে চাই, নীচে—খুব নীচে, শক্ত জমিতে—যেখান থেকে খেয়ালী বিধাতা আমাকে দুদিনের জন্যে তাদের প্রাসাদের কল্পলোকে টেনে তুলেছিলেন, কিন্তু মাটীতেই আমার জন্ম, মাটীর লোকদের সঙ্গেই ছোটবেলা থেকে আমার মিতালি, যৌবনে তাদেরই জন্যে নতুন পৃথিবীর পথ কাটাবার ব্রত নিয়েছিলাম আমি। আমাকে নিয়ে চলে—ঐ দূরে, ঐ নীচে,

জনতার মাঝখানে। আজ নিপীড়িত জনতা আমাদের আকুল কণ্ঠে আহ্বান করছে। হয় সে আগুণে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, আর না হয় সে আগুণ আরও দ্বিগুণ উদ্যমে ছড়িয়ে দিতে হবে।

উজ্জ্বলার হাত ধরিল।

মিথ্যে ঐশ্বর্য্য আর তুচ্ছ বিলাসের গোলকধাঁধা থেকে মুক্ত করে তুমি আমাকে নিয়ে চলো সকলের মাঝখানে, তাদের দাবীতে কণ্ঠ মেলাতে, আমায় তুমি নিয়ে চলো জনতার পথে, জীবনের পথে……

উভয়ের দ্রুত প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

সন্ধ্যা নামিতেছে। রাজপথের একটী দৃশ্য। গ্রামে কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব। দোকান-পাট অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় চটপট বন্ধ হইয়া যাইতেছে। পথচারীরা জটলা করিতেছে। সকলের মনেই অনাগত দুর্বিপাকের আশঙ্কায় চঞ্চল, সন্ত্রস্ত। দ্রুত-বেগে একজন পথচারীর প্রবেশ। নিকটবর্ত্তী চায়ের দোকানে একজনের সন্নিহিত হইয়া চাপা গলায় আলাপ।

১ম ব্যক্তি। ব্যাপার সুবিধের নয়।

২য় ব্যক্তি। ভয়ানক একটা কিছু ঘট্‌বে বলে মনে হচ্ছে।

১ম ব্যক্তি। ঘট্‌বে নয়, ঘটলো বলে। মানে-মানে যেতে পারলে

বাঁচি। সেই হলো মোদ্দা কথা,—আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

অনুসন্ধিৎসু তৃতীয় ব্যক্তির যোগদান

৩য় ব্যক্তি। লঙ্কাকাণ্ড বাধতে আর দেরী নেই, কী বলো রতন? বেপারীরা বন্দুক নিয়ে ধান পাহারা দিচ্ছে। জোর করে কেড়ে আনতে গেলে কাঁচামাথা দু' একটা রেখে আসতে হবে।

২য় ব্যক্তি। এর পেছনে বাইরের লোকের হাত আছে গিরিশ! নইলে কারো ক্ষেমতা ছিলনা, জমিদারের ধানে হাত দিতে আসে।

৩য় ব্যক্তি। আমিও ত তাই রতনকে বলছিলাম—বিভীষণ-বেটারা তলে তলে গুটি নাড়চে—ওদের খুঁজে বের করতে হবে।

১ম ব্যক্তি। তাই বলে একটা খুন খারাপি না হয়ে বেপারীরা এমনি গোঁফে চাড়া দিতে দিতে গ্রামের ধান বাইরে নিয়ে যাবে—এমন আশাই করো না। তোমার পুলিশ ফুলিশকে ওরা থোরাই কেয়ার করে…অজগরের ক্ষুধা নিয়ে দেশ জেগেছে…পুলিশের লাঠি আর জমিদারের চাবুক তা দাবিয়ে রাখবে? পাগল খেয়েছ।

আলাপের মাঝখানে হল্লার শব্দ শোনা গেল উন্মত্ত জনতা মারাত্মক অস্ত্র এবং মশাল হাতে ছুটিয়া আসতেছে। আলাপরত ব্যক্তিরা ভিড়ে হারাইয়া গেল। 'মুনাফাখোরের ধ্বংস চাই'— জমিদারী প্রথা নিপাত যাক' 'গ্রামের ধান আটক কর' প্রভৃতি ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে

ক্রোধান্ধ জনতার কোলাহল ক্রমশঃ উগ্র হইয়া উঠিতেছে। নদীর ঘাটে বেপারীদের নিকট হইতে ধান ছিনাইয়া আনিবার জন্য গ্রামের সাধারণ লোক আজ দৃঢ়-সঙ্কল্প। এই উন্মত্ত কোলাহলে ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। একটী উচ্চ বেদীতে দাঁড়াইয়া সে জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জনতা এই অপ্রত্যাশিত বাধা দানে মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দ্রজিৎ। বন্ধুগণ, উত্তেজনার মোহে অন্ধ হয়ে আপনারা আজ নিজেদের সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ ডেকে আনছেন। হাঙ্গামা-প্রচারকরা আপনাদের ভুল পথে পরিচালিত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

জনতার মধ্য হইতে ক্রুদ্ধ ধ্বনি উত্থিত হইল।

'কম্যুনিষ্ট, কম্যুনিষ্ট'।

(গলা চড়াইয়া) আপনারা শুনুন, ভারতের সীমান্তে যে মুহূর্ত্তে জাপানী সৈন্য হামলা দিয়েছে, তখন দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ শুধু দেশ-রক্ষার ব্যবস্থাকেই দুর্ব্বল করে দেবে। তাতে আমরা পরোক্ষভাবে বিদেশী আক্রমণের পথই সুগম করে দেব। বন্ধুগণ, আপনারা শত্রুপক্ষের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। জাপানীরা বন্ধুত্বের মুখোস পরে আমাদের পায়ে নূতন দাসত্বের শৃঙ্খল পরাবার অভিসন্ধি নিয়েই সীমান্তের পথ অতিক্রম করেছে। বন্ধুগণ, আপনারা সর্ব্বস্ব পণ করে এই শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান—ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরদের অভিযান ব্যর্থ করুন।

জনতা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইল

এই যুদ্ধ, জন-যুদ্ধ, কারণ এই যুদ্ধ ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অধিকার-রক্ষার সংগ্রাম—এই যুদ্ধে বিজয়লাভের মধ্য দিয়েই আসবে আমাদের স্বাধীনতা—আমাদের লোকায়ত্ত সরকার। বন্ধুগণ, রাহাজানি, লুঠতরাজ আর ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের দ্বারা আমরা যে শুধু সমর-প্রচেষ্টার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি তা নয়—পঞ্চমবাহিনীর ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের সংগঠন শক্তিকে পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দেবার সুযোগ দিচ্ছি। বন্ধুগণ, ভাইগণ, দাবীদাওয়া আদায়ের এই পথ নয়। বিভীষণ বাহিনীর অনবরত মিথ্যা প্রচারে আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ এভাবে বিপদসঙ্কুল করে তুলবেন না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজ কারাগারে, কংগ্রেসের নামে নির্দ্দেশ দানের অধিকার আজ কারো নেই।

জনতার মধ্য হইতে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইল। এমন সময় জন কয়েক লোকের উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ।

(উত্তেজিত কণ্ঠস্বর) বেপারীদের পাহারাদার স্বামীজীর উপর গুলি ছুড়েছে—স্বামীজীর অবস্থা সঙ্গীন·········

(সমবেত প্রতিক্রিয়া) মারো, মারো, ধান চালের থাঁকারী কুকুরগুলোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারো।

প্রতিহিংসায় অন্ধ জনতা উন্মত্ত হইয়া বেপারীদের উদ্দেশ্যে ধাওয়া করিল।

দ্রুত যবনিকা

শেষদৃশ্য

কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরীর দালানের অলিন্দ-সংলগ্ন একটি কক্ষ। যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—কক্ষটি শূন্য। একটু পরেই আত্মহারা কৃষ্ণগোবিন্দের প্রবেশ।

কৃষ্ণগোবিন্দ। অরু, অরুন্ধতী, রত্না, তোরা সব গেলি কোথায়.....

কাহারও সাড়া না পাইয়া প্রস্থান। বাহিরে সমবেত আশ্রয়হীন জনতার কলরব শোনা গেল। পরক্ষণেই কৃষ্ণগোবিন্দ এবং নয়নতারার প্রবেশ

কৃষ্ণগোবিন্দ। বৃত্তান্ত সবইত শুনলে নয়ন। মুখপুড়বার আর কিছু বাকী রইলো কি ? (হিমাদ্রিকে উদ্দেশ করিয়া) ওরে হতভাগা, তোর কিসের অভাব ছিল! ধন মান-সম্পত্তি সবই তোর হাতে আলগোছে স'পে দিয়েছিলুম, আর দিলুম (আবেগে কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল) এই বুক উজাড় করে অন্ধ পিতার সবটুকু অন্ধ স্নেহ......।

নয়নতারা— তোমার গুণের সাগর কুড়িয়ে-পাওয়া যে একদিন না একদিন শেল হানবে—তা কতদিন বারবার করে তোমাকে বলেছি। আজ মুখটা চূণ হলো কার ?

কৃষ্ণগোবিন্দ। হতভাগাটা নাকি জমিদারের চৌদ্দপুরুষকে নরকে পাঠাবার জিগীর তুলে ধান লুঠ করবার জন্যে হাঙ্গামাকারীদের উস্কানি দিচ্ছে।

নয়নতারা। তা' ত দেবেই। তার কী? ত্বদিনের জন্যে পরের ধনে পোদ্দারী করতে এসেছিল, কারবারে বাধা পড়াতেই উল্টে ছোবল মারতে এগিয়েছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ। আমারই ভুল হয়েছিল—আমি তাকে বড় বেশী বিশ্বাস করেছিলুম—বড় বেশী প্রশ্রয় দিয়েছিলুম।

নয়নতারা। তোমার খেয়ালের জন্যে শুধু গ্রামের এই লুঠতরাজ আর রাহাজানি! আগে থেকে শক্ত হাতে দমন করলে এসব কিছুই ঘটতো না। খবর পেয়েছ বোধ হয়, স্বামীজী গুলির আঘাতে গুরুতর আহত……।

কৃষ্ণগোবিন্দ। আমরা এই দুর্ঘটনার জন্য আন্তরিক ব্যথিত!

নয়নতারা। সেই ঘটনার পর অরুন্ধতী·……

কৃষ্ণগোবিন্দ। সকাল থেকে তাদের আমি খুঁজছি, নার্সিং এ গেছেন বোধ হয়।

নয়নতারা। তাইত বলছিলাম, ভুল তোমার গোড়া থেকেই হচ্ছে। আর যে নিজের মেয়েদের শাসন করতে পারে না, পরের ছেলেকে সে বশে আনবে কি করে? হিমুর চোখ তোমার দিকে ছিলনা, ছিল তোমার টাকার দিকে। যাক্ সে কথা। অরু জন্মের মত এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে আর হাত তুলিয়ে এ কথাও বলে যেতে ভোলেনি, যে বাড়ীতে স্বামীর প্রবেশ নিষেধ—স্ত্রীর পক্ষে একদণ্ডও সে বাড়ীর নিঃশ্বাস নেওয়া একটা পাপ বিশেষ। স্বামীর পথ তার পথ ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকালকার মেয়েদের মত অমন চোখমুখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতা করতে শিখিনি আমরা।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুম হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (ভারীগলায়) এ বাড়ীতে অরুর ছায়াটুকু পর্য্যন্ত যেন আমাকে দেখ্‌তে না হয়। এ বাড়ীর দরজা আজ থেকে চিরদিনের জন্য তার কাছে বন্ধ।

নয়নতারা। এখন ত সবই করছ—নিজের মেয়েদের উপর নির্মম হতে পারছ। দুদিন আগে যদি গুণনিধি ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতা এমনি কঠিন হাতে দমন করতে পারতে। কিন্তু বংশ-রক্ষার মোহে সেদিন তোমার ভালোমন্দ জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত ছিল না।

কৃষ্ণগোবিন্দ। একে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কী বলব নয়ন! ছন্নছাড়া কৃষ্ণগোবিন্দের ভিক্ষের ঝুলি অকস্মাৎ একদিন তোমার লক্ষ্মীনারায়ণের করুণায় মনিকাঞ্চনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো—পেলাম ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, বৈভব—কিন্তু ছেলে চাইলে স্নেহের সুযোগে শোষণ করতে, নিজের মেয়েরা শুধু নিজেদের অধিকারের কথাই বড় করে দেখলে, দেখলে না স্নেহদুর্ব্বল পিতার বুকভরা আকুতি। এ পরিহাস—নিয়তির নির্মম পরিহাস! কিন্তু তোমার লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে আর প্রার্থনা নয়, আত্মনিবেদনও নয়, খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—কারো কাছে নয়, সর্ব্বধর্ম সমন্বয় নয়—সর্ব্বধর্মবিনাশযজ্ঞের আমি এক মূর্ত্তিমান কালাপাহাড়—প্রলয়ঙ্কর কালাপাহাড়……

বাইরে জনতার ধ্বনি—'রাণীমা কি জয়'

কৃষ্ণগোবিন্দ বিস্মিত হইয়া অলিন্দে গেলেন। আবার নয়নতারার কাছে ফিরিয়া আসিলেন

কৃষ্ণগোবিন্দ। এরা! এরা সব এখানে জড় হচ্ছে কেন? মন্দ তামাসা শুরু হয়নি দেখ্‌ছি—শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী বয়ে এসে ধাওয়া?

নয়নতারা। আমি তাদের সদর মহলের খালি ঘরগুলোতে আপাততঃ থাকতে দিয়েছি। মাথা রাখবার ঠাঁই না দিলে ওরা কুকুর-বেড়ালের মত রাস্তায় ঘাটে পড়ে মরতে ত পারেনা। জমিদারের পাইক নিরীহ প্রজাদের ঘর দরজা পুড়িয়ে দিয়েছে—জমিদারের তহবিল থেকে যতদিন তাদের নতুন ঘর তৈরী করে না দেওয়া হয়, ততদিন তারা এখানেই থাকবে।

কৃষ্ণগোবিন্দ। তাই বুঝি সকলের মুখে মুখে জয়ধ্বনি উঠেছে রাণীমার! (আবেগ কম্পিত বেদনার স্বরে) কিন্তু আমি কারো কিছু নই, জমিদার নই, পিতা নই, স্বামী নই, প্রতি-পালক নই,............আমি শুধু সৃষ্টিছাড়া ভবঘুরে কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী..... (বিদ্রূপাত্মক হাস্যে আপন মনে) আবুহোসেন তোমার দুদিনের বাদশাহী খতম হয়ে এলো, রাজগীর নেশা ভেঙ্গে এবার বেরিয়ে পড়ো রাঙ্গা মাটির পথে......(একটু থামিয়া)......কিন্তু রত্নার আমি বিয়ে দো'ব নয়ন, ঐ জমিদারের কুলাঙ্গার ছেলেটার সঙ্গেই বিয়ে দো'ব। ঐ অপদার্থ ছেলেটাই হবে আমার হাতের অস্ত্র। কৃষ্ণগোবিন্দ আর কোন দিন অতীত জীবনে ফিরে যাবে না। রাজগী আমার চাই—ঐশ্বর্য্য চাই, আভিজাত্য চাই, আবুহোসেনীটা কায়েমী করা আমার চাই।

চিন্তাহরণের প্রবেশ

(চিন্তাহরণকে) অধীনের বিনীত নিবেদন কি, চট্‌পট্ করে পেশ করো চিন্তাহরণ। জমিদারের লোক প্রজাদের ঘরদোর সব পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ত মনসাপুরে নতুন নয়। সারা মুল্লুক ধরেইত এই কাণ্ড হামেশাই চলছে। তা আমাদের এই ঘরটাও নবাব-বাচ্চাদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে নাকি? (নয়নতারাকে) রাণীমার কি আদেশ?

চিন্তাহরণ। একখানা চিঠি ছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ। চিঠি! কা'র চিঠি? পড়ো।

চিন্তাহরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

চিন্তাহরণ। (পত্রপাঠ) রত্না মা লিখেছেন.

এ বাড়ী ছাড়বার আগে তোমাকে প্রণাম করে যাবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত আমার ছিল না। তাই চিঠির মারফতেই তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, এ বাড়ীর আবহাওয়া আমার কাছে শ্বাসরোধকর হয়ে উঠেছে। তুমি আমাকে আপন খুশিতে গড়ে উঠতে দিয়েছিলে, কিন্তু আমার আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা তুমি দাওনি। তাই কুনালের হাত ধরে আমি বেরিয়ে পড়লাম নতুন পরি-বেশের সন্ধানে। নতুনতর পরীক্ষা আর বৈচিত্র্যে নিজের জীবনকে সার্থক করতে। তোমাদের যেখানে শেষ, আমাদের সেখানে শুরু, এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারলে আমার এই নতুন পথের যাত্রাকে তুমি ক্ষমা করতে

না পারলেও উচ্ছৃঙ্খলতা বলে অভিসম্পাত দেবে না। অনেক অনুরোধেও তোমার সম্মতি পেলাম না—তাই আমাকে বাধ্য হয়ে অবাধ্য হতে হলো। জানি, এতে তুমি কী কঠিন আঘাত পাবে। তবু যদি কোন দিন তোমার সব চেয়ে আদুরে মেয়ের অবাধ্যতাকে আবদার ভেবে ক্ষমা করতে পার, তবে হাত খরচের জন্যে পাঁচশ টাকা পাঠিয়ে দিও। ঠিকানা রইলো। আমাকে ফিরিয়ে আনবার বৃথা চেষ্টা করোনা। ইতি

তোমার স্নেহের

রত্না

চিন্তাহরণ জিজ্ঞাসুনেত্রে কৃষ্ণগোবিন্দের দিকে তাকাইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—একটা গভীর বেদনা, বিক্ষোভ এবং অপ্রকৃতিস্থ উত্তেজনা তাহার মুখে পরিস্ফুট

চিন্তাহরণ। ঐ ঠিকানায় একটা তার পাঠিয়ে দেব কি? তারপর নিজে গেলেই চলবে।

কৃষ্ণগোবিন্দ। (চিন্তাহরণের কথায় কাণ না দিয়া) আশ্রয়, ওরা সবাই খুঁজে পেলে নতুন আশ্রয়, নতুন সম্বল, কিন্তু আমি? আমি কী পেলাম, আমি কী পেলাম?

বাহিরে 'রাণীমা কী জয়' ধ্বনি উঠিল

কৃষ্ণগোবিন্দ। জয়, রাণীমা কি জয়...

কৃষ্ণগোবিন্দ উন্মাদ হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন

সব ঝুট্ হ্যায়, মেহের আলী, সব ঝুট্ হ্যায়......

কৃষ্ণগোবিন্দের স্খলিত পদে নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রস্থান। যবনিকা দ্রুত নামিতেছে।

দৃশ্যান্তর

মুকুন্দলালের বাড়ীর একটী কক্ষে শায়িত অবস্থায় আহত সূর্য্যশঙ্কর। পাশে অরুন্ধতী শুশ্রূষা করিতেছে। সূর্য্যশঙ্কর মাথায় চোট পাইয়াছেন—মাঝে মাঝে সংবিৎ হারাইয় আবৃত্তি করিতেছেন। কিন্তু অসাধারণ মনের জোর তাঁর—পরমুহূর্ত্তেই জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে।

সূর্য্যশঙ্কর। (প্রলাপ বকিতেছেন)

'Half a league, half a league
Half a league onward,—
All in the valley of death—
Rode the six hundred.

অরুন্ধতী। চুপ করে শুয়ে থাকুন কাকাবাবু। ডাক্তার আপনাকে কথা বলতে বারণ করেছেন।

সূর্য্যশঙ্কর। Cannon to right of them
Cannon to left of them
Cannon in front of them
Vollyed and thundered.

উজ্জ্বলা। কাকাবাবুর অবস্থা এখন কেমন অরু?

অরুন্ধতী। ডাক্তার বলেছেন, স্বামীজী যদি আর তিন দিন এই ধাক্কা সামলে উঠতে পারেন, তবে ভয়ের কারণ নেই।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একটু পর পরই তিনি জ্ঞান হারিয়ে প্রলাপ বকছেন। দেখাশোনা তাই যত কম হয় ততই মঙ্গল। গত রাত্রের স্মৃতি একবারেই ভুলে যেতে হবে—ব্রেণে খুব "শক্" পেয়েছেন কি না।

উজ্জ্বলা। আমাদের ভাগ্য ভালো, তবু গুলিটা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছিল। তাই আমাদের মধ্যে স্বামীজীকে আবার পেয়েছি।

সূর্য্যশঙ্কর। (প্রবল উত্তেজনায়) রক্ত, রক্ত,—মানুষের মুক্তিযজ্ঞে আরও রক্ত চাই।

উজ্জ্বলা। স্বামীজী!

সূর্য্যশঙ্কর। কে! উজ্জ্বলা?

এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, নির্ভয়ে এগিয়ে যা। অমা-রাত্রির অবসান ঘনিয়ে এলো—সামনে আমাদের স্বর্ণপ্রভাত

(আবৃত্তি)—"বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে

অমানিশা গেল ফাটিয়া,

তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে

দুখানা করিল কাটিয়া।

ব্যথায় ভুবন ভরিছে—

ঝর্ ঝর্ করি রক্ত আলোক

গগনে গগনে ঝরিছে।"

উজ্জ্বলা ও হিমাদ্রি একসঙ্গে স্বামীজীর পায়ের কাছে সন্নিহিত হইল।

উজ্জ্বলা ও হিমাদ্রি। আমরা আপনার কাছে মাফ্ চাইতে এসেছি স্বামীজী!

হিমাদ্রিকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যশঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

সূর্য্যশঙ্কর। তুমি এখানে? গুলি চালাতে চাও? বেশ! বুক পেতে দিচ্ছি।

হিমাদ্রি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন স্বামীজী! আমরা ভাবতেও পারিনি বেপারীরা এতবড় হঠকারীতার পরিচয় দেবে। ধান আটকে রাখবার হুকুম আমি সকালেই জারি করেছিলাম—কিন্তু যে কায়েমী-স্বার্থ আমাকে জমিদারীর শিখণ্ডী খাড়া করেছিল—তাই আপন প্রয়োজন মত আমাকে পথের ধুলোয় ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

উজ্জলা। আপনি আমাদের নতুন পথের মন্ত্রে দীক্ষা দিন।

হিমাদ্রি। সন্ন্যাসীর গেরুয়া আর জীবন-বিদ্বেষ একদিন ভারতবর্ষকে ক্লীবত্বের শেষ স্তরে টেনে নামিয়েছিল। স্বামীজী, আজ তুমি আমাদের দাও নতুন দর্শন, নতুন আদর্শ, নতুন জীবন-বেদ। তোমার হাতে জ্বলে উঠুক ভাবীকালের বিপ্লব-বহ্নি; তোমার গৈরিক বসনে জন্মলাভ করুক নতুন প্রভাতের বিজয়-পতাকা। তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হোক্ বন্ধন মুক্তির উদাত্ত বাণী—স্বামীজী, আমরা প্রণাম করছি, আশীর্ব্বাদ কর, তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর………।

উজ্জলা ও হিমাদ্রি প্রণত হইল।

সূর্য্যশঙ্কর। আশীর্ব্বাদ করছি…আমার সমস্ত প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ

উজ্জ্বলা ও হিমাদ্রির মাথাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলেন) Future belongs to the common man, my boy, future belongs to the common "m—a—n"

উত্তেজনার আধিক্যে সূর্য্যশঙ্কর শেষকথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই হার্টফেল করিয়া শয্যায় এলাইয়া পড়িলেন। সমবেত সকলে হতভম্ব হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর উজ্জ্বলা গভীর সম্ভ্রমে শাদা চাদরে শহীদের দেহকে আবৃত করিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিতেছে।

শেষ

হে বীর পূর্ণ কর

শ্রীযুত মন্মথকুমার চৌধুরীকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি না। তাই যে দিন তাঁর 'হে বীর পূর্ণ কর' নাটকের পাণ্ডুলিপি এবং ঐ-নাটকের ভূমিকা লেখবার জন্য অনুরোধ এলো, খুব যে একটা আশা ভরসা মনে জেগেছিল, তা নয়। কিন্তু নাটকখানি পড়ে আনন্দে মন ভরে উঠেছে। নানা দিক দিয়েই তিনি আমাকে বিস্মিত করেছেন। বর্ত্তমান জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি সমস্যা, বর্ত্তমান বাঙালী মনের প্রতিটি ভাবসঙ্ঘাত—তিনি নাটকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্য লাভও করেছেন আশাতীত রূপে। নাটকের পটভূমিকায় মনে হ'ল, আমরা সবাই আছি—আমাদের সব কিছু দেখছি এবং ওদের সবাইকেও চিনি। এই জন্যেই বলবো মন্মথকুমার চৌধুরীর 'হে বীর পূর্ণ কর' নাটকখানি আবদ্ধ নব-নাট্য আন্দোলনের সার্থক অগ্রদূত। এই নাটক পড়ে আমার মনে যে আশা, যে স্বপ্ন জেগে উঠেছে—মন্মথকুমারকে বলব—সে আশা, সে স্বপ্ন

হে বীর পূর্ণ কর

মন্মথ রায়।

Jyotish Kumar Sarcar

"নাটকখানির কয়েকটি চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি আমার ভালো লেগেছে। শিবধন রায়ের থিয়েটার পাগলামি বেশ লাগলো। অন্য টাইপগুলিও বেশ। সমগ্র ভাবে—অভিনয়ে নাটক জমবে বলে মনে হচ্ছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলের স্বরূপপ্রকাশ এবং তাদের মুখোস যেভাবে খুলে পড়েছে সেই প্রকাশের মধ্যে— তা সুন্দর হয়েছে। আতিশয্য এবং উচ্ছ্বাসধর্ম্মী—মেকী রাজনৈতিক কর্ম্মীদের উপর যে কশাঘাত করেছেন—তার প্রয়োজন ছিল। সমাজের স্বার্থপর ব্যক্তিরাও এ আঘাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। এ দিক দিয়ে এই নাটকের অভিনয়ে এই সংকটের দিনে দর্শকেরা উপকৃত হবেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়